আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২৯ || সোমবার || বৈশাখ ৫ || ১৪২৯ || রমাদান ১৮ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 29 || 18 April || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাইডেন দম্পতির গত বছরের আয় ৬ লাখ ডলার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন ২০২১ সালে ৬ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাফেলোর পথে দূর্ঘটনায় চার বাংলাদেশী হতাহত



ডা. কেফায়েত উল্লাহ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাফেলো যাওয়ার পথে মর্মান্তিক এক সড়ক দূর্ঘটনায় এক বাংলাদেশী নিহত ও ৪জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। নিহত ডা. সৈয়দ কেফায়েত উল্লাহ মৌলভীবাজারের একজন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসেবে সকল মহলে পরিচিত। দূর্ঘটনায় এই হতাহতের খবরে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা যায়, ডা. কেফায়েত উল্লাহ আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে দুই মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। বাফেলোতে আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সময় তিনি নিউইয়র্কের রচেষ্টারে গাড়ী দূর্ঘটনার শিকার হন তিনি। দূর্ঘটনায় তার স্ত্রী মাহবুবা মোজাহিদ চৌধুরীও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ভূতুড়ে সম্পদে শত কোটি টাকার মালিক আ'লীগ নেত্রী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিপুল পরিমাণ সহায়-সম্পত্তিতে হঠাৎ ফুলেফেঁপে উঠেছেন মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জান্নাত আরা হেনরী। নির্বাচনি হলফনামায় ২০০৮ সালে ার সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র আড়াই লাখ টাকা, তিনি এখন শত কোটি টাকার মালিক। শুধু ২০২০-২১ অর্থবছরেই কালো টাকা সাদা করেছেন প্রায় ৩২ কোটি। গাড়ি-বাড়ি স্থাবর সম্পদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। শুধু নিজ জেলা সিরাজগঞ্জ নয়, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও রাজধানী ঢাকায় তার অঢেল সম্পদের ছড়াছড়ি অবস্থা। এরমধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সিরাজগঞ্জে গড়ে তুলেছেন **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

রওনকুল ও সাইফের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নতুন কমিটি





বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ -বিএনপির ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই কমিটিতে কাজী রওনকুল ইসলামকে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ কোটি ৪১ লাখ ছাড়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ কোটি ৪১ লাখ ছাড়িয়েছে। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

রিজার্ভ চুরিঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মামলা খারিজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রিজার্ভের চুরি যাওয়া অর্থের বড় একটি অংশ উদ্ধারে নিউইয়র্কের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়ের করা মামলা খারিজ হয়ে গেছে বলে ফিলিপাইনের সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। নিউইয়র্কের সু**(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বাংলাদেশে বেশীরভাগ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ২০২১ সালে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিপীড়ন ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

নিউইয়র্কের সেহরি ও ইফতার সময়

		সেহরি শেষ	ইফতার
১৮ এপ্রিল	১৭ রমাদান	৪.৪৪	৭.৪১
১৯ এপ্রিল	১৮ রমাদান	৪.৪২	৭.৪২
২০ এপ্রিল	১৯ রমাদান	৪.৪০	৭.৪৩
২১ এপ্রিল	২০ রমাদান	৪.৩৮	৭.৪৪
২২ এপ্রিল	২১ রমাদান	৪.৩৭	৭.৪৫
২৩ এপ্রিল	২২ রমাদান	৪.৩৫	৭.৪৬
২৪ এপ্রিল	২৩ রমাদান	৪.৩৩	৭.৪৭

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ঘোষণা করেছে যে ইউক্রেন যুদ্ধে রুশ যুদ্ধজাহাজ মস্কোভা ডুবে যাওয়ার পর ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যদিও রাশিয়া এর আগে দাবি করেছিল, অগ্নিকা- ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ডুবে গেছে যুদ্ধজাহাজ মস্কোভা। তবে ইউক্রেন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
Software Testing with Selenium
& Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

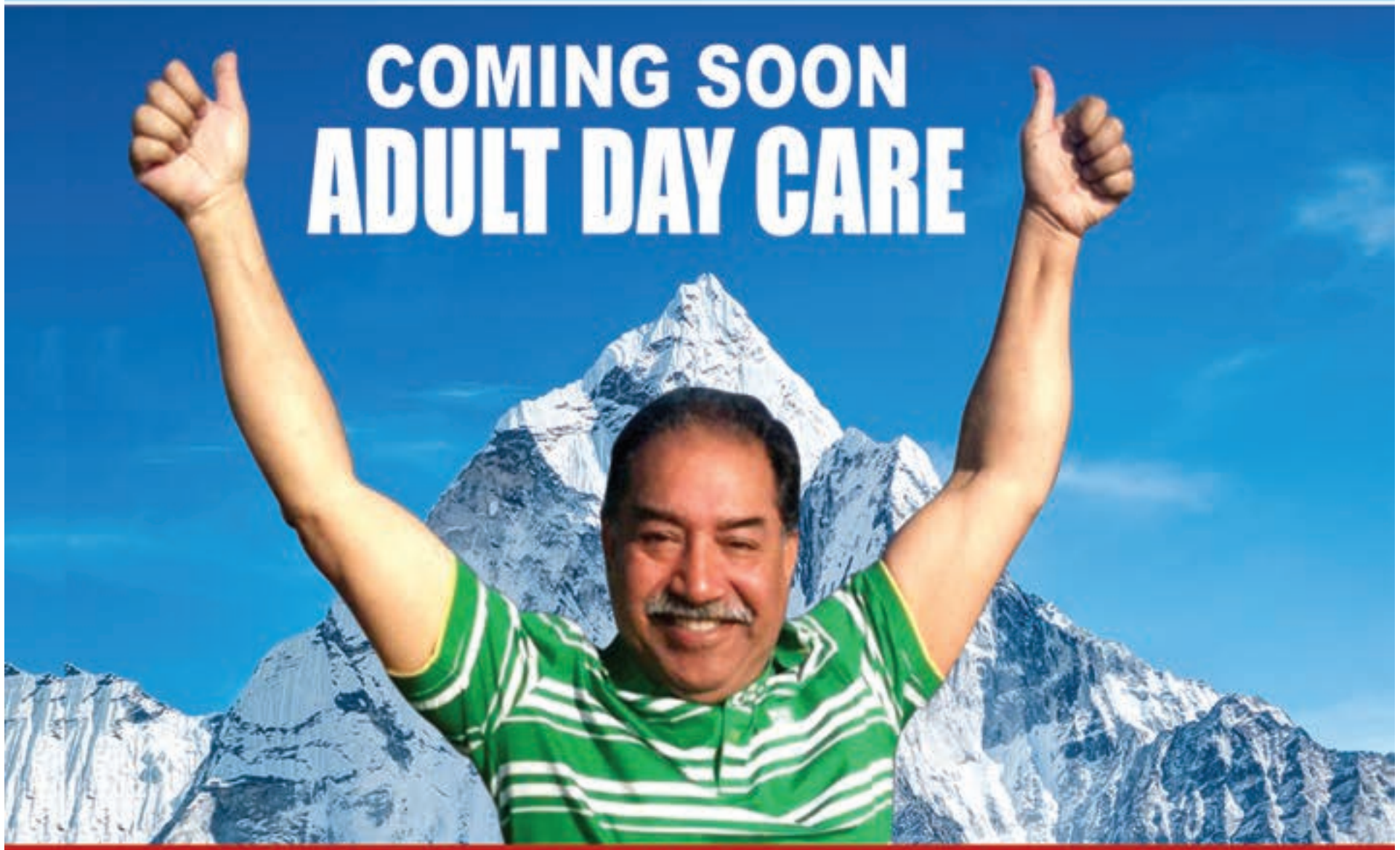
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603


শুভ
নববর্ষ
১৪২৯
BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
CARE WITH LOVE IS HUMANITY....
BANGLA
CDPAP
SERVICES

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

এবার ঈদেও গান শোনাবেন মাহফুজুর রহমান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ২০১৬ সালের কোরবানি ঈদে গায়ক হিসেবে পর্দায় হাজির হন বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান। তার গান নিয়ে নেটদুনিয়ায় বেশ আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। তবুও থেকে থাকেননি তিনি। প্রতি ঈদেই ভক্ত-শ্রোতাদের বিশেষ চমক হিসেবে নতুন গান নিয়ে হাজির হন মাহফুজুর রহমান। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের রোজার ঈদেও গানের অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হচ্ছেন ড. মাহফুজুর রহমান। বিষয়টি তিনি নিজেই গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করছেন। ড. মাহফুজুর রহমান বলেন, 'ইতিমধ্যে গানের রেকর্ডিং হয়ে গেছে। ঈদের দিন রাত ১০টা ৩০ মিনিটে দিকে অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে। সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ রইলো।' এটিএন বাংলা সূত্রে জানা গেছে, ১০টি মৌলিক গান দিয়ে সাজানো হয়েছে ড. মাহফুজুর রহমানের এবারের সংগীতানুষ্ঠানটি।








'লিবারটি রেনোভেশন' এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান 'লিবারটি রেনোভেশন' এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে এই মাহফিলের অয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার মোহাম্মদ আজাদ ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রোকসানা মির্জা দম্পতি অতিথিদের স্বাগত জানান। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়্যুম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, নিউইয়র্ক ষ্টেট-এর গভর্ণর পদপ্রার্থী আগা সালেহ, বিশিষ্ট অভিনেতা আহমদ শরীফ, জেবিবিএ'র একাংশোর সভাপতি হারুন ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জে মোল্লা সানী, আসিফ চৌধুরী, হাসান জিলানী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এএফ মিসবাহউজ্জামান সহ আরো অনেকে। এতে নাতে রাসুল পরিবেশন করেন রোকসানা মির্জা।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আজাদ অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমাদের আহবানে সবাই সাড়া দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আরা ব্যবসার মাধ্যমে কমিউনিটির সেবা দিয়ে আসছি এবং আগামীতেও আলো ভালো সেবা দিতে চাই।

অতিথি বক্তারা তাদের বক্তব্যে 'লিবারটি রেনোভেশন' এর উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের প্রশংসা এবং প্রতিষ্ঠানটি আরো ভালো সেবা দেবেন বলে প্রত্যাশা করেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত


WE ARE OPEN
We have missed you


Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients
Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ভিটিক্যুয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বেলেভ্রিজ এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১০৮৯ কাডেলহিল এভিনিউ, ব্রুকস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বাড়ছে
সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে

বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড কোনোভাবেই বন্ধ করা গেল না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর বল প্রয়োগের বিভীষিকাময় প্রকাশ আজও ঘটে চলেছে। গণতান্ত্রিক সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অপরের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বলতে কিছু নেই। ঢাকার কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক নেতাকর্মী খুনের ঘটনা বাড়ছে। এতে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করছে প্রতিপক্ষ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারী থেকে মার্চ–এই তিন মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪০ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থক ছিলেন। ৩০ জনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না।

এই প্রতিষ্ঠানের 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০২১' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে নির্বাচনসহ রাজনৈতিক বিরোধে ১১৩ জন নিহত হয়েছে। তাদের বেশির ভাগ গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়। তাদের হিসাবে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪৩টিতেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাবে, ২০২০ সালে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছিল ৩১টি, ২০১৯ সালে ৩৯টি। ২০১৮ সাল ছিল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বছর। ওই বছর রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে ৬৯টি। ২০১৭ সালে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে ৫২টি।

এ দেশের মানুষ সব সময় একটি সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজ চেয়েছে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর হামলা বন্ধ হয়নি। রাজনৈতিক বৈরিতা যদি চরম অস্তিত্ববিনাশী রূপ ধারণ করতে থাকে, তাহলে তো আমরা কিছুতেই আর গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথে এগোতে পারব না। পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্র মনে করছে, গত বছর রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় রাজনৈতিক কোন্দলে। রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের বেশির ভাগ ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটেছে বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। পুলিশ মনে করছে, বেশির ভাগ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের রেষারেষির কারণে। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে ভাড়াটে খুনিদের ব্যবহার করছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুস্থ রাজনীতির চর্চা নেই বলেই হানাহানির ঘটনা ঘটছে।

এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের এসব ঘটনায় সত্যিকার অর্থেই শঙ্কিত বোধ করছি। রাজনৈতিক খুন আর গণতন্ত্র সমানভাবে চলতে পারে না। একটি অন্যটির বিরোধী। এজাতীয় রাজনৈতিক খুনের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে ব্যাপারে সবাইকে সংযত ও সতর্ক থাকতে হবে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অন্তত বিশ্বকে এটা স্বীকার করতে বাধ্য করছে, আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মারাত্মকভাবে ব্যর্থ। বিশেষ করে, তারা যুদ্ধাপরাধের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভল্দাদিমির পুতিনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে বলে মনে হয় না। ফলে চলমান যুদ্ধটি এখনও জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের আবশ্যকতার কথা বলছে, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের এমন পরিস্থিতিতে দেখতে না হয়। এই আশাবাদের কারণ হলো, ঐতিহাসিক বিভিন্ন মুহূর্তে জটিল পরিস্থিতি বিশ্ববাসীকে যখন শোকাহত করেছে, তখনই বড় বড় সংস্কার হয়েছে।

ঐতিহাসিক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরার আগে আন্তর্জাতিক আইনের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমেই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) বা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিষয়ে আসি। আইসিসি এর আগে কয়েক ব্যক্তির বিচার করেছে। যেমন যুদ্ধাপরাধের জন্য লাইবেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট চার্লস টেইলরের বিচার হয়েছে। এখন তারা ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিষয়টি অনুসন্ধান করছেন। প্রশ্ন হলো, যেহেতু ইউক্রেন কিংবা রাশিয়া কেউই রোম স্ট্যাটিউটে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়, সেহেতু আইসিসি পুতিনের বিচার করতে পারবে কিনা? তা ছাড়া বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত, আইসিসি যদি রাশিয়ার এই নেতার বিরুদ্ধে অপরাধ পায়ও, তার পরও তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হবে না, কারণ তিনি এখনও ক্ষমতায় আসীন।

জেনেভা ও হেগ কনভেনশনেও যুদ্ধের সময় বেসামরিক মানুষ ও কারাগারে বন্দিদের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে আগ্রাসী যুদ্ধের নিন্দা জানানো হয়েছে। জেনেভা কিংবা হেগ কনভেনশন বা জাতিসংঘ সনদে থাকার পরও তার বিচারের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। আর সেখানে পুতিনের বিষয়টি অকার্যকর এ জন্য যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্তে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার রয়েছে।

২০০২ সালে নিরাপত্তা পরিষদের সবার সমর্থন নিয়ে জাতিসংঘ সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোশেভিকের বিরুদ্ধে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ১৯৯০-এর দশকে সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের জন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তার পরও রাশিয়ায় ক্ষমতা পরিবর্তনের পর আন্তর্জাতিক আদালতে পুতিনের বিচার হবে কিনা সে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এই বিবর্ণ চিত্রের পরও জাতিসংঘের ঐতিহাসিক বিকাশ একই সঙ্গে দেখাচ্ছে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কেন এই অচলাবস্থা এবং সংস্কারের প্রশ্নে কোথায় আশার আলো রয়েছে।

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ইউরোপ জার্মানির নাৎসি বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিক চার্টার তৈরি করেছিল। এই দলিলই মূলত জাতিসংঘ তৈরির পথ একধাপ এগিয়ে দেয়। আটলান্টিক চার্টারে ঘোষণা করা হয়, কোনো রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করে অন্যের জায়গায় নিজ এলাকার সম্প্রসারণ করবে না। বরং এ সনদে স্বাক্ষরকারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ও পারস্পরিক সহযোগিতা করতে ব্যবস্থা নেবে এবং নিরস্ত্রীকরণে ভূমিকা রাখবে। মস্কো ও তেহরান কনফারেন্সে জাতিসংঘ গঠনের বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর ইয়াল্টার ডাম্বরটন ওকস কনফারেন্সেও তারা ছিল। বিশেষ করে সোভিয়েতের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে পারে- স্টালিনের এ ভয়ের কারণে বৈঠকগুলোতে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ কারণে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রদের স্থান দেওয়া হয়েছে। যেটি জাতিসংঘের আসল আলোচনার জায়গা। এমনকি যুদ্ধজয়ী ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং জাতিসংঘের সংস্কার

অ্যান্থনি পানকে

দেওয়া হয়। জাতিসংঘের কোনো বিলে বা প্রস্তাবে এই পাঁচটি দেশের কোনো একটি দেশ ভেটো দিলে সে বিল অথবা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ কিংবা সামরিক বাহিনী প্রেরণের ক্ষেত্রেও ভেটো ক্ষমতা কার্যকর। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরগুলোতে আমরা নুরেমবার্গ বিচার দেখেছি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬ সালে নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নুরেমবার্গ ট্রায়াল বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সালে বিশ্ব যখন হলোকাস্ট বা নাৎসি বাহিনী কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের



সময় ইহুদি গণহত্যার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে, তখন সে ভবিষ্যৎ গণহত্যা এড়ানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে। এরই সূত্র ধরে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার খসড়া হয়। মার্কিন রাজনীতিক এলিনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে লেবাননের কূটনীতিক চার্লস মালিক, চীনা রাজনীতিক পেং চুং চ্যাং ও ছয় দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে করা ওই খসড়া ঘোষণা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। যদিও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা কোনো আইন নয়, তার পরও এটি দুটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশন তৈরির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এর একটি হলো, বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক কনভেনশন (আইসিসিপিআর) এবং অন্যটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিইএসসিআর)। এসব দলিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তিতে ব্যবহৃত হয় এবং রাষ্ট্রগুলোর আইন প্রণয়ন ও বিচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এর আলোকে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

এসব বৈশ্বিক পদক্ষেপ সত্ত্বেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার অধিকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলো অন্যদের আন্তর্জাতিক সহায়তার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থে নীতিগতভাবে চিন্তা করার অবকাশ দিয়েছে। ফলে ইউক্রেনে গণকবরের ছবি এবং সেখানকার বেসামরিক লোকদের লক্ষ্য করে রাশিয়ার বোমা মারার ঘটনা বিশ্বকে শোকাহত করছে বটে। কিন্তু ভেটো ক্ষমতার কাছে অনেক কিছুই অসহায়। বলার অপেক্ষা রাখে না, কেবল রাশিয়া নয়, এর আগে অন্যদের ক্ষেত্রেও ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার দেখা গেছে। তার পরও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা নিরাপত্তা পরিষদে এই ভেটো ক্ষমতার সংস্কারের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে। এই সংস্কার কার্যকর হলে জাতিসংঘ আরও কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে।

এখানে ভেটো ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে যাবে- এমন নয়। বরং এখানে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। যেখানে সাধারণ পরিষদ সদস্যদের থেকে দুই-তিন ভোট যোগ করা যায়। কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ সদস্যের মধ্যে চার সদস্য সম্মত থাকলেও তা কার্যকর করা যায়। তবে সংস্কার কঠিন হতে পারে, যেহেতু সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিরাপত্তা পরিষদের সব সদস্য তা অনুমোদন করবে।

রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দরকার। ইউক্রেনের সঙ্গে ন্যাটোর সম্পর্কের ধরন নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এমনকি পূর্ব ইউক্রেন ও ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার দাবিও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আবার ইতিহাসের কাছে যাই। আমরা স্মরণ করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন পেল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করেছিল। তখন এটি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি, যাতে করে স্টালিন জাতিসংঘের সদস্য হতে সম্মত হন।

উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে আইসিসির মতো সংস্থার তদন্ত কিছুই বন্ধ করতে পারে না। ইউক্রেনে যে নৃশংসতা হচ্ছে, সে জন্য নিরাপত্তা কাউন্সিলের সংস্কারে দীর্ঘমেয়াদের চিন্তা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ভেটো ক্ষমতা দুর্বল করে আমাদের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় এগিয়ে আসা যায়।

অ্যান্থনি পানকে: সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, সানফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

আলজাজিরা থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

নামাজের সময়-সূচী

এপ্রিল	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ফজর	৪.৪৯	৪.৪৭	৪.৪৫	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪০	৪.৩৮
সূর্যোদয়	৬.১১	৬.১০	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৫	৬.০৪	৬.০২
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪	১২.৫৪
আসর	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫
মাগরিব	৭.৪০	৭.৪১	৭.৪২	৭.৪৩	৭.৪৪	৭.৪৫	৭.৪৬
এশা	৯.০০	৯.০০১	৯.০৩	৯.০৪	৯.০৫	৯.০৭	৯.০৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাজেট : সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থের যথার্থ ব্যবহার



ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

যেকোনো দেশে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতেই আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থের উৎস, কিভাবে তা আহরণ ও ব্যয় করা হবে, কোথায় কোথায় ব্যয় করা হবে, অর্থ ব্যয়ের ফলাফল কী হবে, সর্বোপরি সরকারি অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ে জনকল্যাণ কিভাবে নিশ্চিত হবে–এ সবই আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ। সরকারি খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা সরকারি-বেসরকারি সব খাতকে প্রভাবিত করে।

সরকার সাধারণত করসহ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ আহরণ করে তার ব্যয় মেটায়। তাই সার্বিকভাবে দেশের সরকার চালানোর জন্য, প্রশাসনের ব্যয়ের জন্য, উন্নয়নের জন্য, সামাজিক নিরাপত্তাসহ সব প্রয়োজনীয় কাজের জন্যই আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি জরুরি বিষয়। বাংলাদেশ সরকারও অন্যান্য দেশের সরকারের মতোই আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৬-২১ সাল মেয়াদে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু এর অনেক বিষয় বাস্তবায়ন করা যায়নি। পরবর্তীকালে আবার একটি অ্যাকশন প্ল্যান করা হয় ২০১৮-২৩ মেয়াদে। সরকারের অর্থ বিভাগ এ কৌশল প্রণয়ন করেছিল। এর আলোকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার। এই কৌশলের মূল বিষয় হচ্ছে সুশাসন ও জবাবদিহি। এ জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার–এই দুটি বিষয়ের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় মনে রাখা দরকার। একটা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। বিশেষ করে যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের রাজনৈতিক সংকল্প ও প্রতিশ্রুতি থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে সরকারে থাকা শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি থাকতে হয়। দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কাজটি সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাসরকারি কর্মকর্তারা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। এ জন্য তাঁদের কর্মদক্ষতা খুব দরকার। তৃতীয়ত, সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ হচ্ছে কি না এবং এর প্রভাব জনগণের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে কি না সেটা দেখা। এই তিনটা বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়।

বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর। এ ক্ষেত্রে এরপরই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশন। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। এর বাইরের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, যা দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করে। আর্থিক খাতের অপরিহার্য মুদ্রানীতি বাংলাদেশ ব্যাংকই প্রণয়ন করে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকলাপ সরকারের ব্যয় এবং কর আহরণের ওপর প্রভাব ফেলে। একইভাবে সরকারি সিদ্ধান্তসমূহও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে, নাকি সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেবে তা দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিশেষ বিভাগ আছে। সেটি হচ্ছে পাবলিক ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ। সুতরাং সরকারের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা আছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০১৬-২১ সাল মেয়াদে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু এর অনেক বিষয় বাস্তবায়ন করা যায়নি। পরবর্তীকালে আবার একটি অ্যাকশন প্ল্যান করা হয় ২০১৮-২৩ মেয়াদে। সরকারের অর্থ বিভাগ এ কৌশল প্রণয়ন করেছিল। এর আলোকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো বিবেচনা করা দরকার। এই কৌশলের মূল বিষয় হচ্ছে সুশাসন ও জবাবদিহি। এ জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার–এই দুটি বিষয়ের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আলোচনায় প্রথমেই আসে সরকারি ব্যয় প্রসঙ্গ। আমরা দেখছি, জাতীয় বাজেটে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এ ব্যয় বৃদ্ধি কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে হয় না। সরকারি অফিস চলছে চলুক, বেতন দিতে হচ্ছে, দিয়ে যাও–এমন একটা অবস্থা। অন্যান্য দেশে যেভাবে পারফরম্যান্সভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়, আমাদের এখানে সেটা দেখা যায় না। ফলে এখানে সবাই গতবাঁধাভাবে চলছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরো বরাদ্দ কিসের ভিত্তিতে করা হবে সেটা সুস্পষ্ট করতে না পারলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ হয় না।

সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে, সেটা কর হোক বা করবহির্ভূত। এটা জনগণের টাকা। প্রশাসনে হোক, উন্নয়নকাজেই হোক–এই টাকা ঠিকভাবে ব্যবহার করা হলো কি না সেটা অবশ্যই দেখা দরকার। না হলে কী হয়–এই মুহূর্তে এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো শ্রীলঙ্কা। দেশটি বেশ কিছু দিন ধরে প্রচুর ঋণ নিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে। এসব ঋণ নিয়ে তারা বিরাট বিরাট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে হাম্বানটোটা বন্দর, বিমানবন্দরসহ কয়েকটি মেগাপ্রকল্প রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সবই চাহিদাভিত্তিক কি না, যৌক্তিকতা আছে কি না–সেই প্রশ্ন এখন উঠেছে। তার মানে যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই অর্থায়নের পূর্বশত–এই বিষয়টি সেখানে মান্য হয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রকল্প যৌক্তিক হলেও তাতে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সেটার সদ্ব্যবহার হয়েছে কি না সেটা দেখতে হয়। লক্ষ রাখতে হয় যে এখানে দুর্নীতি হতে পারে, অতিরিক্ত ব্যয় করা হতে পারে, সময় বৃদ্ধি করা হতে পারে, যা প্রকল্পের ন্যায্যতা ও ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এবং ঋণের অর্থ বোঝায় পরিণত হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে সরকার বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে যেসব প্রকল্প নিয়েছে সেগুলো নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। কারণ এটাও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন পর্যন্ত আমাদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ৪২ শতাংশের মতো। অনেক দেশের তা ৮০ শতাংশ বা ১০০ শতাংশও আছে। ভারতের ঋণ জিডিপির তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ। তবে আমাদের এই মুহূর্তের চিত্র হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়ছে। গত অর্থবছরের বাজেটে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ৬ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সেটা বাড়িয়ে ১১ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও সুদ বাবদ বাজেটের বিশাল একটা অংশ ব্যয় হচ্ছে। সুতরাং এসব ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এটা না হলে ঋণ বোঝায় পরিণত হবে, যেটা এখন শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, দেখা দরকার যে কর, ভ্যাটসহ সরকারি আয় বা রাজস্ব সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটির প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর কতটা পড়ছে। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন এবং উন্নয়নকাজে আমরা ব্যয় করছি। কয়েক বছর আগে সরকার ব্যয় কমিশন নামে একটি কমিশন করেছিল। এই কমিশন করা হয়েছিল সরকারের ব্যয়টা ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা দেখা। এই কমিশন বহু সুপারিশ করেছিল। কিন্তু এসব সুপারিশ আদতে আমলে নেওয়া হয়েছে কি না সে সন্দেহ জনমনে রয়েছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা বড় বিবেচনার দাবি রাখে, সেটা অভ্যন্তরীণ হোক বা বৈদেশিক হোক। আমরা যদি দিন দিন ঋণের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকি, নিঃসন্দেহে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

সরকারের অর্থ ব্যয় প্রসঙ্গে প্রকল্পগুলোর দিকেও নিবিড় নজর দেওয়া উচিত, যা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিবি) এমন বহু প্রকল্প আছে, যেগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক রিটার্ন বা অবদান খুবই কম। আমি মনে করি, এগুলো একেবারেই অর্থের অপচয়। এগুলো বাদ দিয়ে বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভৌত অবকাঠামো, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প বাড়ানো হলে তা সরাসরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন দুটিই নিশ্চিত করবে। বছরে বারো শ-তেরো শ প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, পাঁচ বছরের প্রকল্প ১০ বছর হয়ে যাচ্ছে, এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পাঁচ হাজার কোটি টাকা হয়ে যাচ্ছে–এগুলো নিয়ে ভাবা দরকার। না হলে আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

প্রকল্প প্রণয়ন নিয়েও প্রশ্ন আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় চাহিদাভিত্তিক নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি প্রকল্পের দরকার আছে কি না, অর্থাৎ সেতু, কালভার্ট, রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, স্কুল-কলেজ বা হাসপাতালের দরকার আছে কি না–সে চাহিদা যথাযথভাবে নিরূপিত হচ্ছে না, দেখতে হবে। ঢাকায় এক হাজার শয্যার হাসপাতাল হবে, নাকি তা ভেঙে চারটি জেলায় আড়াই শ করে চারটি হাসপাতাল করা কল্যাণকর হবে সেটা বিবেচনা করতে হবে। যেমন–আমাদের নিউরোলজি, কিডনি হাসপাতালসহ বিশেষায়িত চিকিৎসা সুবিধা সবই ঢাকায় করা হচ্ছে। একেকটি বড় বড় হাসপাতাল। কিন্তু ঢাকার বাইরে এ ধরনের বড় ও মানসম্মত হাসপাতাল নেই। ফলে চিকিৎসা বলতে সবাই ঢাকায় ছুটে আসে। সুতরাং ভেবেচিন্তে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে তা জনকল্যাণে অনেক বেশি কাজে লাগে।

আমাদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন। সরকারের কাজের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের জন্য আইএমইডি নামে একটি সংস্থা আছে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এটিও রুটিনকাজ করে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ তথা সোশ্যাল অডিটিং বলে একটি ব্যাপার আছে। কিন্তু সেটা বাস্তবে দেখা যায় না। এর মধ্যে ই-অডিটিং চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মানুষের অংশগ্রহণ কিভাবে থাকবে সেটা এখনো বোঝা যাবে না। আমাদের এখানে ফিন্যানশিয়াল রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়, কিন্তু স্বচ্ছভাবে করা হয় না। সব শেষে আমি বলব, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বাজার, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ–সব অংশীজনের ভূমিকা আছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

লেখক : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

বাংলাদেশে কি দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছে

এইচ এম আবদুর রহিম

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া এখন দেশবাসীর কাঁধে জেঁকে সওয়ার হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দামে আগুন। চাল, ডাল, মাছ, গোশত, তেল, তরিতরকারি, ফলমূল, লবণ, গম, আটা, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি সব কিছুরই দাম আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খেটেখাওয়া মেহনতি মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। বাজার ব্যবস্থার ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না।

এই নিয়ন্ত্রণহীনতা দেখা গেছে ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে ব্যবসায়ীদের চাপে দেশে একাধিকবার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানো হয়। এরপরও বাজারে এখন সয়াবিন তেল নেই। তেলের মজুতদারি রোধে খোলা তেল বিক্রির ওপরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। এ দিকে সয়াবিন তেলের ৬০ শতাংশই খোলা অবস্থায় বিক্রি হয়। বাড়তি দামের কারণে বোতলজাত সয়াবিন অনেকে কিনতে পারেন না। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মতে, দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা ২০ লাখ টন। সে অনুযায়ী এক মাসের চাহিদা এক লাখ ৫০ হাজার টনের মতো। সয়াবিন তেলের পুরো ব্যবসাই হাতেগোনা কয়েকটি কোম্পানির হাতে। ফলে এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের জন্য কঠিন নয়। এরপরও সরকার তা করতে পারল না কেন, সেটিই প্রশ্ন।

করোনার ধাক্কায় বিশ্বের অর্থনীতি ও বাজারব্যবস্থা টালমাটাল। তার ওপর যুক্ত হয়েছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ দেশে ধানের ভালো উৎপাদন হয়েছে। মজুদও যথেষ্ট আছে। ফলে ঘাটতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারপরও যে চাল কিনতে সাধারণ মানুষকে কেন হিমশিম খেতে হচ্ছে তার কারণ মানুষের আয়রোজগার কমে গেছে। পাশাপাশি বাজারে সিন্ডিকেট করে চালের দাম বাড়ানো হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, একেক সময় বাজার থেকে একেক পণ্য উধাও হয়ে যায়। কখনো লবণ, কখনো চিনি, কখনো পেঁয়াজ। যেন পালা করে একেকে পণ্যের ব্যবসায়ীরা 'সমঝোতা' করে নেন বা তাদের সুযোগ করে দেয়া হয়। একেক পণ্যের নামে লুট হয়ে যায় জনগণের পকেট, খালি হয়ে যায় মধ্যবিত্তের সঞ্চয়। এখানে পাইকার থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সবাই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাজার ম্যানিপুলেট করেন। এখন ধমক দিয়ে দ্রব্যমূল্য কমানো সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ধমকে কিছু কাজ হলেও সেটি নিতান্ত সাময়িক। এখানে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে, চাহিদা মেটাতে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব এবং অপরাধীদের শাস্তি না দেয়ার কারণেই বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মজুদদারি, পণ্যে ভেজাল দেয়া, এগুলো ঘটে থাকে।

মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে বাজারে মোবাইল কোর্ট দেখা যায়। দু-চারজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়। সেটিও নিয়মিত নয়, কার্যকরও নয়। কারণ অপরাধের দায়ে কারো লাইসেন্স বাতিল বা দোকান সিলগালা করার ঘটনা সাধারণত ঘটে না। ব্যবসায়ীরা জরিমানার অর্থ পণ্যের দাম বাড়িয়ে ক্রেতার পকেট কেটে আদায় করে নেন।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় চলতি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিনিসপত্রের দাম শতকরা কতভাগ বেড়েছে তার একটি হিসাব দিয়েছে টিসিবি। তাতে দেখা যায়, মোটা চালের দাম ৩২ শতাংশ, সরু চাল ২৮, বোতলজাত সয়াবিন ৫৫, খোলা সয়াবিন ৮২, মোটা দানার চিনি ৩২, ব্রয়লার মুরগি ২১, খোলা আটা ২২ ও এলপি গ্যাসের দাম ১৮ শতাংশ বেড়েছে। বাংলাদেশ এখনো একটি গরিব দেশ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জনসাধারণের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি বিরাজ করছে। বাজারে যেন সত্যিই আগুন জ্বলছে। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, চালসহ সবধরনের সবজি ও মসলার দাম বেড়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বাড়তি দাম। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি মধ্যবিত্ত -নিম্নবিত্ত সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ না পারছে এত দাম দিয়ে জিনিস কিনতে, না পারছে পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে থাকতে। সবচেয়ে বেশি ভুগছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, যারা প্রতিদিনের খাবার কিনে খান। জিনিসের দামের সাথে শ্রমের মূল্য বাড়েনি।

এ কারণেই এখন টিসিবির ট্রাকের পেছনে মানুষের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। টিসিবির ট্রাকের আশায় মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে, কেউ পণ্য কিনতে পারছে, কেউ পারছে না। মানুষ ট্রাকের পেছনে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে, চলন্ত ট্রাকের ওপর হামলে পড়ছে। দেশে যেন দুর্ভিক্ষ লেগে গেছে।

পরিতাপের বিষয় হলো, এই অস্থিতিশীল অবস্থা নিরসনে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ব্যবসায়ী নামধারী মূল্য-সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাদায়ক। পবিত্র রমজানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যবহার্য সব পণ্য এবং পবিত্র বড়দিন উপলক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে পণ্যবাজারে বিশাল মূল্যহ্রাস প্রথা চালু আছে; কিন্তু আমাদের দেশে পরিস্থিতি উল্টো। রমজান, ঈদ, পূজা এলেই আমাদের দেশের সব ব্যবসায়ী সাধারণ ভোক্তাদের পকেট কাটার উৎসবে মেতে ওঠেন। ফলে রমজান এখন দেশবাসীর জন্য আতঙ্কের মাসে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম ধর্মে অতিরিক্ত মূল্য আদায় কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, 'ব্যবসায়ীরা যদি সীমাতিরিক্ত মূল্য আদায় করে এ সুযোগে যে, ক্রেতা পণ্যের মূল্য জানে না; তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য সুদ পর্যায়ের গণ্য হবে।' আবার মজুদদারি সম্পর্কে হজরত মুহাম্মদ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মজুদ করে সে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। যদি জিনিসপত্রের দাম হ্রাস পায়, তবে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে, আর দাম বেড়ে গেলে আনন্দিত হয়।' (মিশকাত)

কিন্তু মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা রমজানের আগেই পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। রমজান মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের নানা রকম অঙ্গীকার থাকে; কিন্তু বরাবর দেখা গেছে, কোনো বিশেষ উপলক্ষে বাজারের নাটাই থাকে অশুভ চক্রের হাতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের অঙ্গীকার এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও কার্যত কিছুই হয় না। সে জন্যই বাজারে অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিছু মধ্যস্বত্বভোগী, আগাছা ও মৌসুমি ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে। আর ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে ভোক্তা সংগঠনগুলোর ব্যবধান এত বেশি হয়ে গেছে এবং তাদের ক্ষমতা এত বেশি যে, তাদের হাতে সাধারণ মানুষ শুধু নয়, সরকারি প্রশাসনযন্ত্রও অসহায় হয়ে পড়েছে। সে কারণে পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সব মহল ব্যবসায়ীদের বারবার অনুরোধ করার পরও তাদের সেই প্রতিশ্রুতি কাজে আসে না। একইভাবে যারা আমদানি করছেন, তাদের আমদানি ব্যয় ও বিক্রয় মূল্যের ব্যবধান দেখতে হবে। যেমন- ভোজ্যতেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে এক ডলার বা ৮৫ টাকা বাড়লে বাংলাদেশে সেটি ৩০০ বা ৪০০ টাকা বেড়ে যাওয়া মেনে নেয়া যায় না। মূলত সরবরাহজনিত সমস্যাই আমাদের দেশে মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আমাদের বাজার প্রতিযোগিতামূলক নয় এবং সরবরাহ চেইন একেবারে দুর্বল। আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে ম্যানিপুলেশন ঠেকাতে না পারা এবং এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি না দিতে পারা। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে। দেশের বাইরে একের পর এক 'বেগমপাড়া' গড়ে উঠছে। যতই অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের সাফল্যে আমরা বিভোর থাকি না কেন, ৬০ শতাংশের বেশি সংসদ সদস্য যে ব্যবসায়ী সে কথা তো সবারই জানা।

কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে আয়ের তুলনায় কয়েকগুণ। মানুষের সঞ্চিত অর্থে হাত পড়েছে। মূল্য বৃদ্ধির কারণে ১৭ কোটির মধ্যে ১৩ কোটি মানুষকেই অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বাংলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত যেকোনো নীতিনির্ধারণমূলক ক্ষেত্রে ভোক্তাদের অসম অংশগ্রহণ থাকে নামমাত্র। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ, মূল্য নির্ধারণ-বিষয়ক যেকোনো সভায় শুধু ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সরকারি কর্মকর্তারা অংশ নেন। এখানে ভোক্তাদের অংশগ্রহণ নেই। তাই সাধারণ ভোক্তা বা জনগণের স্বার্থের বিষয়টি তুলে ধরা হয় না। এখন প্রয়োজন সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়ী তোষণ-নীতি পরিহার করে ভোক্তাদের সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়ন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া এখন দেশবাসীর কাঁধে জেঁকে সওয়ার হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দামে আগুন। চাল, ডাল, মাছ, গোশত, তেল, তরিতরকারি, ফলমূল, লবণ, গম, আটা, রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি সব কিছুরই দাম আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়েছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে খেটেখাওয়া মেহনতি মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্রাত্র ১ মিলিয়ন বা নূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

কমিউনিটিতে জমজমাট ইফতার মাহফিল

(২০ পাতার পর)

আমেরিকান সোসাইটি। মোহাম্মদ আলী বলেন, মূলধারার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যেই কাজ করছে বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটি।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক্বর উদ্যোগে গত ৯ এপ্রিল জ্যাকসন হাইটস এর 'কাবাব কিং' এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দিন এডভোকেট-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল এডভোকেট এর সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম এডভোকেট, সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং ইফতার উপকমিটির আহ্বায়ক আব্দুল ওয়াহিদ এডভোকেট। দোয়া পরিচালনা করেন নির্বাহী সদস্য মাওলানা আশিক আহমদ খান এডভোকেট। ইফতার পরবর্তী দ্বিতীয় পর্বে নব-নির্বাচিত উপদেষ্টা মন্ডলীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়। উপস্থিত উপদেষ্টা মন্ডলী হলেন- এটর্নী মঈন চৌধুরী, এম. কাইয়ুম চৌধুরী এডভোকেট, মোহাম্মদ আলী বাবুল এডভোকেট ও মিসেস মোর্শেদা জামান।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টাদের হাতে ফুল ও অভিনন্দন পত্র তুলে দেন সহ সভাপতি রুবিনা মান্নান এডভোকেট, যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান এডভোকেট, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রেদোয়ানা রাজ্জাক এড্ভোকেট, প্রচার সম্পাদক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য সোনিয়া সুলতানা এডভোকেট।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা যথাক্রমে এটর্নী মঈন চৌধুরী, এম. কাইয়ুম চৌধুরী এডভোকেট, মোহাম্মদ আলী বাবুল এডভোকেট ও মিসেস মোর্শেদা জামান, সাবেক সম্পাদক লুৎফর রহমান হিমেল এডভোকেট ও আরিফ আর চৌধুরী এডভোকেট, নির্বাহী সদস্য এম এম নুরুজ্জামান বাবু এডভোকেট, আব্দুর রশিদ এডভোকেট, সুলতানা জামান এডভোকেট, সিরাজুল ইসলাম এডভোকেট এবং কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ড. মুজিবুল হক।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশ ল' সোসাইটির উপদেষ্টা, কার্যনির্বাহী সদস্য ও অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। সভা শেষে উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাজী শামসুদ্দোহা এডভোকেট এর হাতে অভিনন্দন পত্র ও ফুল তুলে দেন সাধারণ সম্পাদক সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল এডভোকেট ও যুগ্ম সম্পাদক সাইদুর রহমান এডভোকেট।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

শর্তসাপেক্ষে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের সাক্ষাৎকার নিয়ে ইউএসসিআইএস'র সর্বশেষ নীমিতালা-

সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) শর্তসাপেক্ষে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের সাক্ষাতকারের সর্বশেষ অবস্থা ঘোষণা করেছে। যার ফলে সাক্ষাতকার মওকুফ করা হয়েছে। নতুন মানদন্ড অনুযায়ী যারা শর্ত প্রত্যাহারের জন্য আই-৭৫১ ফাইল করেছে তাদের সিপিআর'এর সাক্ষাতকার মওকুফ করার দায়িত্ব থাকবে ইউএসসিসআইএস কর্মকর্তাদের উপর। সর্বশেষ যারা কনস্যুলার প্রক্রিয়া শেষ করে সিপিআর স্ট্যাটাস লাভ করবে তাদের ঐ সর্বশেষ নীমিতহালায় সাক্ষাতককার নেয়া হবে।

সম্প্রতি আমরা ২ বছর শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন পেয়েছি এবং আইন -৭৫১ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আজ লিখছি।

অধিকাংশ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ ১০ বছর। তবে বিবাহ সূত্রে যদি আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট লাভ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি শর্তসাপেক্ষে ২ বছরের জন্য গ্রিনকার্ড পাবেন। ১০ বছর পর নবায়নযোগ্য 'পারমানেন্ট' গ্রিনকার্ড পাওয়ার লক্ষ্যে গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আই-৭৫১ ফরম এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে শর্ত বাতিল করতে। গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে এই আবেদন জানাতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ আপনার গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ যদি হয় ১ এপ্রিল ২০২৩, তাহলে আপনাকে ১ জানুয়ারী ২০২৩ বা ৯০ দিন আগে আবেদন করতে হবে। আপনি ১ এপ্রিল ২০২৩ এর পরে আবেদন করতে পারবেন না।

আই-৭৫১ ফরম পূরণ করার পর আপনাকে কতিপয় প্রমাণ যুক্ত করতে হবে। সাপোর্টিং প্রমাণগুলো হচ্ছেঃ আপনার বর্তমান গ্রিনাকর্ডের সামনের এবং পেছনের পৃষ্ঠার কপি, এবং আই -৭৫১ ফর্মে যদি কোন সন্তান অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে তাদের গ্রিনকার্ডের সামনের ও পেছনের পৃষ্ঠার কপি।

আপনার বিবাহের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ। এটা হতে পারে এমন যাতে প্রমাণিত হয় আপনারা একসঙ্গে বসবাস করে আসছেন। যেমন, মর্টগেজ বা লীজ এর ডকুমেন্ট, যৌথ প্রপার্টির দলিল, যৌথ ব্যাংক একাউন্ট বা যৌথ ট্যাক্স ফাইলিং, বিয়ের পর জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেট। একই ঠিকানার প্রমাণপত্র যেমন চেক; পারিবারিক ছবি এবং বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এবং আত্মীয় স্বজনের দ্বারা স্বীকৃতি পত্র।

আইন অনুযায়ী আই-৭৫১ ফরম যৌথভাবে ফাইল করতে (অবশ্যই স্বামী এবং স্ত্রীর স্বাক্ষর যুক্ত হতে হবে) হবে যদি একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী বাসবাস করেন। আবেদন করার সময় যদি আপনারা একসঙ্গে বসবাস না করেন এবং আপনি একা আবেদন করেন তবে কেন যৌথভাবে আবেদন করছেন না তার কারণ দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু সনদ, তালাকের চূড়ান্ত রায়, বা আপনি অথবা আপনার সন্তানেরা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে এমন সারকারী প্রমানাদি।

গ্রিনকার্ড লাভের পর আপনি যদি অপরাধের দন্ডভোগ করেন বা অভিযুক্ত হন (প্রযোজ্য হলে) তবে তার বিস্তারিত বিবরণ।

গ্রিনকার্ডের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

আইন-৭৫১ ফরম ফাইল করার পর আপনার ফরম গ্রহণ করা হয়েছে, ডাকযোগে এর স্বীকৃতি



পত্র পাবেন। আপনি যদি গ্রিনকার্ডের মেয়াদ বাড়াতে চান তবে আপনি আপনার ফাইল করার রশিদসহ বর্তমান গ্রিনকার্ড দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। কার্ডের প্রকৃত মেয়াদ থেকে ১৮ মান পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে। যখনই আপনার ইউএস রেসিডেয়ন্ট প্রমাণের প্রয়োজন হবে, তখন আপনাকে অবশ্যই আপনার গ্রিহ-নকার্ড এবং তার রশিদ দেখাতে হবে।

সাধারণভাবে আই-৭৫১ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় নির্ভর করবে ইউএসসিআইএস'র কোন অফিস এটা করবে তার উপর। আই-৭৫১ এর সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনার গ্রিনকার্ডের মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর থাকবে। আপনি মুক্তভাবে জীবনযাপন, কাজ এবং ভ্রমণ করতে পারবেন-আই-৭৫১ আবেদন করার আগে যেমন করতেন। আপনি যদি ভ্রমণ করতে চান, তবে আপনার পাসপোর্টে মেয়াদবৃদ্ধির স্টাম্পের ইউএসসিসআইএস'র কাছে আবেদন করবেন সাক্ষাতের জন্য।

সাক্ষাতকারঃ

একজন ইউএসসিআইএস কর্মকর্তার সামনে সাক্ষাতকারের জন্য হাজির হওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। তবে এই শর্ত সাধারণত লাগে না যদি মূল আবেদনের সঙ্গে তাদের প্রকৃত বিবাহের স্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করেন। তবে ২০১৮ সালে প্রবর্তিত নীতিমালার অধীনে অধিকাংশ শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ডধারীদের সশরীরে সাক্ষাতকারের জন্য হাজির হতে হবে।

ইউএসসিআইএস আপনার আবেদন অনুমোদন করলে আপনি ১০ বছরের জন্য নতুন গ্রিনকার্ড পাবেন। তবে তার আগে আপনাকে অনুমোদনের একটা নোটিশ দেয়া হবে। শর্তসাপেক্ষ রেসিডেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে আপনি নবায়ন বা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করবেন।

নগাকিরত্বের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপনার শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের সময় গণনা শুরু হবে। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গ্রিনকার্ডের পাওয়ার আগেই আপনি নাগরিকত্ব লাভের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হলে আপনি আই-৭৫১ আবেদনের রশিদসহ এন-৪০০ ফরমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এবং একই সঙ্গে দুটি আবেদন প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধ করতে পারেন।

সবশেষে ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে- ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সাক্ষাতে আলোচনার সময় আপনার সকল তথ্যপত্র দেখে তিনি আপনার জন্য সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন- যা আপনার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

কে ধরবে শ্রীলঙ্কার হাল

অনলাইন থেকে: স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় বিপদের মধ্যে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। দেশের মানুষের জীবন দ্রুত অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। হাসপাতালগুলোতে হৃদরোগ, জলাতঙ্ক ও ডায়াবেটিস ও অ্যান্টিভেনমের ওষুধ ফুরিয়ে আসছে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালে এই দেশটির শ্রমশক্তির প্রায় ৭০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী।

চা, রাবার ও নারকেল আবাদে নিয়োজিত শ্রমিকদের পাশাপাশি দেশের শহরাঞ্চলে নির্মাণশিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা এর মধ্যে রয়েছে। সিলোন ওয়ার্কার্স কংগ্রেসের মতে, যদি কাজ পায়, তাহলে একজন শ্রমিককে মাসে ২০ দিন কাজের জন্য প্রতিদিন এক হাজার লঙ্কান রুপি মজুরি দেওয়া হয়।

বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কায় চারজনের একটি পরিবার যদি প্রতিদিন দুবেলা সন্তোষজনক খাবার খেতে চায়, তাহলে মাসে অন্তত ৩০ হাজার রুপির প্রয়োজন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে দেশের বেশির ভাগ পরিবার তাদের বাচ্চাদের প্রতিদিন দুবেলা সন্তোষজনক খাবার দিতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা ব্যয় এবং শিক্ষা, ভ্রমণ, পোশাক বা বিনোদনের চাহিদা মেটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।



সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টে বিতর্ক চলাকালে এমপি বাসুদেব নানায়াক্কারা দাবি করেন, দেশের জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। এটা ভয়াবহ মনে হলেও খাদ্য সরবরাহ কমে যাওয়ায় সত্য বলেই মনে হচ্ছে। কারণ সব ধরনের পণ্যের দামই এখন বেশির ভাগ মানুষের নাগালের বাইরে। এ ছাড়া খাবার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাসও পাওয়া যাচ্ছে না।

এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কার নাগরিকদের বেশির ভাগই তাদের বেঁচে থাকার লড়াই করছে। এই লড়াই শুধু দরিদ্রদেরই নয়, তাদের কাতারে যুক্ত হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণিও। এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দ্রুতই জ্বালানি সহজলভ্য হচ্ছে না এবং রান্নার গ্যাসের মজুদও সম্পূর্ণভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এই দুর্দশা আরো বাড়বে। এই সব কিছুর মধ্যেই দেশের মানুষ প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বিদ্যুবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে এই স্বতঃস্ফূর্ততায় দিকনির্দেশনার অভাব রয়েছে।

চলমান ঘটনাপ্রবাহের একটি দুর্ভাগ্যজনক মোড় হচ্ছে শ্রীলঙ্কার বিরোধী রাজনৈতিকরা এখনো বিভক্ত। আবার রাস্তায় প্রদর্শিত বিক্ষোভকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিতেও তারা অক্ষম। প্রধান বিরোধী দল জোর দিয়ে বলেছে যে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ বিবেচনা করার আগে প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। তাদের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোটের দাবিও জানানো হয়েছে।

যেসব রাজনৈতিক দল সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল, সম্প্রতি তারা সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু তারা প্রেসিডেন্টের অপসারণেরও বিরোধী। তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু কোনো সময়সীমা প্রস্তাব করেনি। বিরোধীদের মধ্যে জেভিপি এর মধ্যে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের জন্য একটি প্রস্তাব আনার আহ্বান জানিয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ আইন প্রণেতা এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর না করলে স্পিকারের পক্ষে তা গ্রহণ করা অসম্ভব এবং অনেকেই প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসার বিরুদ্ধে আনা সর্বশেষ অনাস্থা প্রস্তাবের ব্যর্থতার কথা মনে রাখছেন।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এই রাজনৈতিক দলগুলোর কেউই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলিম ও তামিল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের সঙ্গে কোনো আন্তরিক আলোচনা করেনি। ফলে দুই দিন আগে এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যুক্ত নন এমন একজন বহিরাগত অধিকারকর্মী বর্তমান রাজনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খোঁজার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে মূলধারার আলোচনায় নিয়ে আসেন।

তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণরা দলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। তাদের মধ্যে (প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের অংশ) একটি বিশ্বাস গড়ে উঠছে যে দলভিত্তিক রাজনৈতিক বিরোধীরা ক্রমবর্ধমান অস্থিরতাকে ক্ষমতায় যাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে।

ঘটনাপ্রবাহের আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক মোড় হচ্ছে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষের ভাষণে বর্তমান সংকট উত্তরণের কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। এই ভাষণ জনসাধারণকে আরো ত্যাগ স্বীকারের জন্য আহ্বান এবং তামিলদের সংগঠন এলটিটিইকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার স্মৃতি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

পরিস্থিতির এর চেয়ে খারাপ একটি দিক হলো একজন বিশেষ মুখ্যমন্ত্রী চলমান আন্দোলনের বিপরীতে একটি পাল্টা সংঘাতমূলক বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি এটা শেষ পর্যন্ত শারীরিক হামলার পর্যায়েও গড়িয়েছিল।

এ ছাড়া ধর্মীয় ও জাতিগত ঘৃণা উসকে দেওয়ার অশুভ তৎপরতাও দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের অশুভ উপাদানের একটি বিপদ রয়েছে, যা মিয়ানমারে 'পুরোহিতদের' মনে করিয়ে দেয়। ওই অশুভ শক্তিই মিয়ানমারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার পথ করে দেয়। এ ধরনের ঘটনা আইএমএফের ঋণ পুনর্তফসিলীকরণের সুবিধা পাওয়ার পথে যেকোনো সম্ভাবনায় বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং 'লঙ্কার সোমালিয়াকরণ' ত্বরান্বিত করবে।

সূত্র: সম্পাদকীয়, ডেইলি মিরর (শ্রীলঙ্কা)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জাপানের কাছে রাশিয়ার সেনা সমাবেশ



মো: বজলুর রশীদ

রাশিয়া জাপানের কাছে বিশাল সামরিক মহড়া করেছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে নতুন জাপানের সাথে আরেকটি যুদ্ধের জন্য পুতিন প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমেরিকান সেনাদের জাপানের বিভিন্ন কৌশলগত এলাকায় আশ্রয় দিতে ৮০০ কোটি ডলার অনুমোদন দিয়েছে জাপান ।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া কুরিল দ্বীপগুলোতে ব্যাপক সামরিক মহড়া শুরু করেছে। এই মহড়ায় প্রায় তিন হাজার ৫০০ সেনা, এসইউ-৩৫, এমআই-৮ হেলিকপ্টার, বেসশন-পি উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, টি-৭২বি৩ ট্যাংক এবং ইউএভি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পদক্ষেপকে জাপানের বিরুদ্ধে পুতিনের 'শক্তি প্রদর্শন হুঁশিয়ারি' হিসেবে দেখা হচ্ছে। মস্কো টোকিওর সাথে আঞ্চলিক শান্তি আলোচনা স্থগিত করার ঘোষণা দেয়ার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

দক্ষিণের চারটি কুরিল দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বিরোধ চলছে। এই বিরোধে রাশিয়ার কামচাতকা উপদ্বীপ এবং জাপানের হোক্কাইডোর মধ্যে সংযোগকারী বেশ কয়েকটি দ্বীপ জড়িত। আঞ্চলিক বিরোধটি চারটি দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে- যা রাশিয়া বলেছে যে, এটি তার কুরিল শৃঙ্খলের অংশ এবং জাপান এগুলোকে তার উত্তর অঞ্চল বলে অভিহিত করে। এই দ্বীপগুলো প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ওখোতস্ক সাগরকে পৃথক করেছে এবং রাশিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে জাপানও এগুলো দাবি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন কুরিল দ্বীপপুঞ্জ জয় করে।

কুরিল দ্বীপপুঞ্জ বিরোধ জাপানে উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চল বিরোধ নামে পরিচিত। চারটি দক্ষিণতম কুরিল দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ। কুরিল দ্বীপপুঞ্জের চেইনটি দক্ষিণ প্রান্তে জাপানি দ্বীপ হোক্কাইডো ও তাদের উত্তর প্রান্তে রাশিয়ান কামচাতকা উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। কুরিল চেইনটি চারটি বিতর্কিত দ্বীপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংযুক্ত করেছিল। বিতর্কিত দ্বীপগুলো সাখালিন ওব্লাস্টের দক্ষিণ কুরিল জেলা হিসেবে রাশিয়ান প্রশাসনের অধীনে রয়েছে। জাপান তাদের উত্তরাঞ্চল বা দক্ষিণ চিশিমা হিসেবে উল্লেখ করে এবং হোক্কাইডো প্রিফেকচারের অংশ মনে করে।

১৯৫১ সালে সান ফ্রান্সিসকো শান্তিচুক্তি মিত্র ও জাপানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় যেখানে বলা হয়- জাপানকে অবশ্যই 'কুরিল দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত অধিকার, শিরোনাম ও দাবি' ত্যাগ করতে হবে; তবে এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্বকেও স্বীকৃতি দেয়নি। জাপান দাবি করে, কিছু বিতর্কিত দ্বীপ কুরিল দ্বীপপুঞ্জের অংশ নয় বিধায় এই চুক্তির আওতায় পড়ে না। রাশিয়া মনে করে, দ্বীপগুলোর ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্ব যুদ্ধোত্তর চুক্তিতে স্বীকৃত। জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত জাপান যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধের অবসান ঘটালেও কোনো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেনি। যৌথ ঘোষণার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়, সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানকে শিকোটান ও হাবোমাই দ্বীপপুঞ্জের দু'টি ছোট দ্বীপকে জাপানের বিনিময়ে ইতোরুপু এবং কুনাশিরির দু'টি বড় দ্বীপের সমস্ত দাবি ত্যাগ করার প্রস্তাব দেয়; কিন্তু জাপান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত দুই দ্বীপের প্রস্তাব এবং জাপানের দু'টি বড় দ্বীপ পুনরুদ্ধারের দাবির মধ্যে এই মতানৈক্যটি বর্তমান দিনেও বিতর্ক-বিরোধ চালানোর মূল ভিত্তি। তিন শক্তি- যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেন একমত হয়েছিল যে, কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সোভিয়েতের হাতে তুলে দিতে হবে।

পটসডেম ঘোষণাপত্রে জাপানি অঞ্চলগুলোর বিষয়ে বলা হয়েছে, 'কায়রো ঘোষণার শর্তাবলি কার্যকর করা হবে এবং জাপানি সার্বভৌমত্ব হনশু, হোক্কাইডো, কিউশু, শিকোকু ও যে ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো নির্ধারণ করা হয় তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।'

১৯৪৩ সালের কায়রো ঘোষণায় কুরিল দ্বীপপুঞ্জের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছিল- 'জাপানকে সহিংসতা ও লোভের কারণে গৃহীত অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।' বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি কুরিলকে বোঝায়।

ইতোরুপু ও কুনাশিরি দ্বীপগুলো কুরিলের অংশ কি না এবং এভাবে তারা সানফ্রান্সিসকো চুক্তির আওতাভুক্ত কি না, তা কুরিল দ্বীপপুঞ্জের বিরোধের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। এই বিবাদে জাপানকে বেশ কিছু ছাড় দিয়েছে রাশিয়া। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া কুরিল দ্বীপপুঞ্জে জাপানি নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ চালু করেছে। জাপানের জেলেদেরও রাশিয়ার একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে মাছ ধরার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মস্কো সফর করে ২০১৯ সালের ১৪ জানুয়ারি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সাথে কুরিল দ্বীপপুঞ্জের বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে ল্যাভরভ বলেন, 'রাশিয়া ও জাপানের অবস্থানের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়ে গেছে।' আরো বলেন, 'জাপানকে অবশ্যই দ্বীপগুলোতে রাশিয়ার সার্বভৌম ভূখন্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। দ্বীপগুলোর ওপর রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব আলোচনার বিষয় নয়।' ল্যাভরভ উক্তি করেন, 'জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল মেনে নিয়েছে কি না।'

২০২০ সালের অক্টোবরে রাশিয়া জানায় যে, তারা কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সামরিক মহড়ার জন্য একটি অ্যান্টি-এয়ার মিসাইল সিস্টেম স্থাপনের কাজ করছে। রাশিয়া বিতর্কিত দ্বীপ ইতোরুপু যুদ্ধের দায়িত্ব পালনের জন্য এস-৩০০ ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম মোতায়েন করেছিল। ইতোরুপুতে আগে থেকেই স্বল্প পাল্লার অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল সিস্টেম চালু ছিল।



৭ মার্চ, ২০২২ জাপানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দক্ষিণ কুরিল দ্বীপগুলো 'জাপানের এমন অঞ্চল যেখানে জাপানের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। ৮ মার্চ, জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই চারটি দ্বীপকে জাপানের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এমন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ সাবেক জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি ২০১৯ সালে দ্বীপগুলোকে জাপানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন কি না, তখন তিনি রাশিয়ার সাথে 'আলোচনার ক্ষতি না করার জন্য' প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেছিলেন।

২০২২ সালের ২১ মার্চ রাশিয়া জাপানের সাথে শান্তিচুক্তি আলোচনা থেকে সরে আসার ঘোষণা এবং ইউক্রেনের ওপর জাপান কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে বিতর্কিত কুরিল দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কিত যৌথ অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলো স্থগিত করে দেয়। ২৫ মার্চ, রাশিয়া বিতর্কিত দ্বীপগুলোসহ কুরিল দ্বীপপুঞ্জে তিন হাজার পাঁচ শতাধিক সেনা ও শত শত আধুনিক সামরিক যানবাহন নিয়ে মহড়া শুরু করে।

শান্তিচুক্তির জন্য জাপানকে পুতিন প্রস্তাব দিয়েছেন। কেননা, জাপান ও রাশিয়া এখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শত্রুতা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করেনি। পুতিন আরো জানান, অঞ্চলের নিরাপত্তা একটি প্রধান ইস্যু। এখানে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে রাশিয়া উদ্বিগ্ন। কিন্তু জাপান যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ রাডার স্টেশন ও প্রতিরোধ যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুতিন বলেন, 'এর সব কিছুই আলোচনার বিষয়। আমরা ৭০ বছর ধরে আলোচনাই করছি।' এ বিষয় নিয়ে পুতিন জাপানের সাথে ২২ বার বৈঠক করেছেন।

বিরোধ সমাধানের জন্য আলোচনা চলাকালে ইউক্রেন ইস্যুতে জাপানি নিষেধাজ্ঞার জবাবে এ বছরের ২১ মার্চ মস্কো একতরফাভাবে সরে আসে। এর কিছুদিন আগে ইউক্রেন আক্রমণের পর মস্কোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে টোকিও।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জাপানের সাথে শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা মস্কোর নেই। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর কারণ ব্যাখ্যা করে জানায়, আলোচনা ও চুক্তির জন্য বন্ধুসুলভ মনোভাব থাকা দরকার। যারা রাশিয়ার যুদ্ধকালীন দুর্দিনে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়, দেশের ক্ষতির জন্য যারা যুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে তাদের সাথে কিভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মৌলিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে? শান্তি আলোচনা থেকে রাশিয়ার সরে আসায় জাপান তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেন, 'ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি ঘটেছে এবং এই বিষয়টিকে জাপান-রাশিয়া সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাওয়ার রাশিয়ার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং একেবারে অগ্রহণযোগ্য।'

মার্কিন সেনাদের হোস্ট করার জন্য জাপানের সংসদ চলতি বছর, ২৫ মার্চ অনুমোদন দিয়েছে। এতে আট বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ হবে। এই পদক্ষেপটি সামরিক ইন্টিগ্রেশন, সমন্বিত প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধের ওপর সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে তুলে ধরবে। উন্নত ভার্চুয়াল যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ক্রয়ের জন্য ১৬৪ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচের একটি নতুন তহবিল বিভাগও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাপান তার তিন প্রতিবেশী- চীন, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া থেকে ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। রাশিয়া জাপানের নিকটবর্তী বিতর্কিত দ্বীপগুলোতে সামরিক মহড়া চালিয়েছে এবং উত্তর কোরিয়া সম্প্রতি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তাইওয়ান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যে উত্তেজনা বাড়ছে, তাতে জাপানও উদ্বিগ্ন। আবার তাইওয়ানকে বিপদকালীন সহায়তার জন্য জাপান তাইওয়ানের সাথে চুক্তি করেছে, যেখানে সামরিক ও সব সহায়তা রয়েছে। এই চুক্তি চীনকে দারুণ ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। চীন প্রথম সতর্কতামূলক শটটি নিক্ষেপ করেছিল কারণ তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাপানকে চীনের বিরুদ্ধে কোনো আমেরিকা নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। তারপরও জাপান অকাস এবং কোয়াডের অন্যতম অ্যাক্টিভ সদস্য। উত্তর কোরিয়া যেসব পরীক্ষা চালায় সেগুলো সব সময় জাপানের তীরবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে চালানো হয়। যদি জাপানের বিরুদ্ধে চীন, রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়া একত্রিত হয়, কোনো জোট, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত জাপান ও প্রশান্ত সাগরে এসে জাপানকে উদ্ধার করা সহজসাধ্য বিষয় হবে না।

জাপানকে তার আত্মরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পরীক্ষা করতে হবে; তবে কর্মীদের ঘাটতি জাপানের এক সমস্যা। একটি যুদ্ধের ক্ষেত্রে, টোকিও রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকতে হবে। সে সংখ্যা খুব একটা বড় নয় এবং তাদের প্রস্তুতির মাত্রা অজানা। জাপানের বর্তমান আইনি ব্যাখ্যাগুলো তিনটি রাজনৈতিক শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো শক্তি প্রয়োগে বাধা দেয়। শত্রুতা শুরু হওয়ার আগে বাহিনীর দ্রুত অবস্থান করতে অক্ষমতা দেশের জন্য একটি বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। জাপানকে খুব বেশি অ্যান্টি-এয়ার এবং অ্যান্টি-শিপ মিসাইল এবং মাল্টিপল-লঞ্চ রকেট সিস্টেম মজুদ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে জাপানকে শিক্ষা নিতে হবে। ইউক্রেন রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশী সহায়তা একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সজ্ঞাতের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি প্রয়োজনের সময় পাশে না দাঁড়ায় তবে জাপান অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে; অবরোধ, নিন্দাবাদ, মানবিক সহায়তা জাপানের ক্ষেত্রে তেমন কাজ নাও করতে পারে। কৌশলগত ওকিনাওয়াতে বর্তমানে ৫০ হাজারের মতো মার্কিন সেনা রয়েছে। জাপান ২০২৪ সালের মার্চ নাগাদ ২৪ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করতে যাচ্ছে। জাপানে কর্মী ব্যবস্থাপনা সঙ্কট রয়েছে। প্রায় ১০ লাখ বিদেশী শ্রমিক জাপানে কাজ করে। এর মধ্যে চীনা নাগরিকই সর্বাধিক, প্রায় সাত লাখ। এর পর ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন।

জাপানকে এখন অবশ্যই বুঝতে হবে, রাশিয়া থেকে তথাকথিত উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলোর প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা একটি নিষ্ফল অনুসন্ধান এবং সে অনুযায়ী কাজ করাও। ভ্লাদিমির পুতিন ক্ষমতায় থাকার সময় জাপান দক্ষিণের কুরিল দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য কয়েক দশক ধরে তার দীর্ঘকালীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হবে না, যা আগে হোক্কাইডো প্রিফেকচারের অংশ ছিল। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন পুতিনের কঠোর মনোভাবের প্রকাশ যিনি ভূখণ্ড অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর।

যাই হোক, ২০১৯ সালে শিনজো আবের 'দুই-দ্বীপ' পদ্ধতিকে একটি সম্ভাব্য সাফল্য বলে মনে হয়েছিল- দক্ষিণ কুরিলের কুনাশিরি এবং ইতোরুপু দ্বীপপুঞ্জে জাপানের দাবি পরিত্যাগ করা এবং কেবল শিকোটান ও হাবোমাই দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যাবর্তনকে গ্রহণ করা।

জাপানের নিজস্ব জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে যা আরো গুরুতর, রাশিয়া তখন থেকেই উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলোতে সামরিক অবস্থান ও আঞ্চলিক মালিকানাকে সুসংহত করে চলেছে। সামরিক মহড়া হওয়ার সাথে সাথে দ্বীপগুলোতে রাশিয়ার সামরিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

জাপান শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সেখানে একটি মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েনসহ সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেবে। যদিও এসব কিছু অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান, পুতিন বিষয়টি আগেভাগে বুঝে ফেলেছেন এবং বৈঠক বাতিল করার এটিও অপর এক কারণ।

আলোচনাকালে পুতিন ওকিনাওয়াসহ জাপানি ভূখণ্ডে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিষয় নিয়ে জাপানকে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার জোট থেকে সরে আসতে হবে, এমন অসম্ভব শর্তটি নির্ধারণ করেছেন। এ থেকেই জাপানকে আরো কৌশলী হওয়া দরকার ছিল। প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেন, 'রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক আমরা আর আগের মতো রাখতে পারব না।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

সিলেটে একসঙ্গে মুক্তাদির-আরিফ



ঢাকা ডেস্ক: সিলেট বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা। একজন দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির অন্যজন সিলেটের বিএনপি দলীয় মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। সামনে জেলা বিএনপির ইফতার। নতুন কমিটির হাত ধরে বড় কোনো অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সিলেটে। প্রায় ৪ হাজার মানুষের ইফতার। সিলেটে বিলাসবহুল কমিউনিটি সেন্টার কুশিয়ারাতে চলছে এই আয়োজন। আর এই আয়োজনের ফয়সালা করতে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বৈঠকে বসেছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির নেতারা। এতে আমন্ত্রণ জানানো হয় খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও আরিফুল হক চৌধুরীকে।

দু'জনই বৈঠকে উপস্থিত হয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন। পরামর্শের পাশাপাশি সহযোগিতারও আশ্বাস দেন তারা। সিলেট জেলা বিএনপির নেতারা জানিয়েছেন, ২৯শে মার্চ সম্মেলনের আগে সিলেট জেলা বিএনপির কাউন্সিলকে ঘিরে নেতারা বিভক্ত ছিলেন। পছন্দের প্রার্থীদের পক্ষে তারাও মাঠে সরব ছিলেন। কিন্তু নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়ার পর ফের সবাই এক হয়ে গেছেন। তারা এক টেবিলে বসছেন। তাদের মধ্যে হৃদ্যতাও বাড়ছে। বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর দরগাহ গেটস্থ স্টার ফেসিফিক হোটেলের লবিতে বসেছিলেন সিলেট জেলা বিএনপির নেতারা। এতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র প্রায় সব নেতা। ঢাকা থেকে এসে সিলেটের ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। নতুন নির্বাচিত বিএনপির নেতারা অভিভাবক হিসেবে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরকে মানছেন। আর জেলা বিএনপির সব কিছুতেই খন্দকার মুক্তাদিরের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। একইভাবে কাউন্সিল থেকে সরে দাঁড়ানোর পর আরিফও নীরব হয়ে যান। তাকে নিয়েও নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তবে- শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হন তিনি। বর্তমান জেলা কমিটির নেতাদের সঙ্গে আরিফের ভালো সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কারণে জেলার নেতাদের কর্মকাণ্ডে আরিফুল হক চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। ইফতার আয়োজনে সামনে থেকে ভূমিকা রেখে চলেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে বৈঠকে উপস্থিত নেতারা জানিয়েছেন, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির একজন সজ্জন নেতা। দলের প্রয়োজনেই তিনি সিলেটে রাজনীতি করছেন এবং দলের সব বলয়ের নেতাদের নিয়ে তিনি চলছেন। এর কারণ তুলে ধরে তারা বলেন, সিলেট-১ আসনে আগামী দিনেও বিএনপির প্রার্থী হতে পারেন খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। গত নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন। ফলে তার সংসদীয় আসনে তিনি সব নেতাকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চলছেন। ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন মুক্তাদির। আরিফুল হক চৌধুরী বর্তমানে নগরপিতা। সামনে সিটি নির্বাচনও। ফলে বিএনপির মধ্যেও ঐক্যবদ্ধতা ফিরে আনতে আরিফ নিজেও ভূমিকা রাখছেন। দলীয় সব কর্মকাণ্ডেও তিনি সক্রিয় রয়েছেন। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম চৌধুরী জানিয়েছেন, সিলেট বিএনপিতে নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। দ্বন্দ্ব নেই। জেলা বিএনপির নির্বাচিত মাজার জিয়ারতের দিনও সঙ্গে ছিলেন সিলেট বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা মুক্তাদির ও আরিফ। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই তারা ছুটে আসেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এতে করে বিএনপির বর্তমান কমিটি তাদের পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী জানিয়েছেন, ১৮ই এপ্রিল সিলেট জেলা বিএনপির ইফতার মাহফিল। এ উপলক্ষে আমরা প্রস্তুতি সভা করেছি। এতে উপস্থিত ছিলেন দলের সিনিয়র নেতা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ও আরিফুল হক চৌধুরী। তাদের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিয়েছি। আমরা মনে করি- বিএনপি পরিবারভুক্ত একটি সংগঠন। দলের প্রয়োজনে সিলেটের সবাই এক। এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। জেলা বিএনপির ইফতার মাহফিলে সিলেটে বিএনপি পরিবারের সব নেতাকর্মী উপস্থিত থাকবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

OPEN 7 DAYS

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ক্ষমতার রাজনীতি অপরাধ-দুর্নীতির হাতিয়ার

রিন্টু আনোয়ার

আমরা কোন সমাজে এবং কোন দেশে বসবাস করছি, এ প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একের পর এক ভয়াবহ, নৃশংস ও বর্বর ঘটনা যেভাবে আমাদের গ্রাস করছে, তাতে এ প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত নয়। অপরাধের ধরন এতটাই অমানবিক এবং নৃশংস হয়ে উঠেছে যে, এসব ঘটনায় বিবেকবান মানুষ মাত্রই শিউরে উঠছেন।

রাজধানীসহ সারা দেশেই হঠাৎ বেড়ে গেছে খুনের ঘটনা। ব্যক্তিগত বিরোধ, পারিবারিক কলহ, আধিপত্য বিস্তার, মাদক বাণিজ্য ও চুরি-ডাকাতিতে বাধা দেয়ায় ঘটছে এসব হত্যাকান্ড। পাশাপাশি রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ঘটনাও বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে।

সম্প্রতি ঢাকার শাহজাহানপুরে ব্যস্ত সড়কে বাসায় ফেরার পথে গুলি করে হত্যা করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপুকে। এ ঘটনায় গুলিতে প্রীতি নামে রিকশাযাত্রী এক কলেজছাত্রীও নিহত হন। দন্ত চিকিৎসক আহমেদ মাহী বুলবুল রাজধানীর শেওড়াপাড়ার বাসা থেকে বের হয়ে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে খুন হন। দুই সন্তান নিয়ে সবুজবাগের একটি চারতলা বাড়ির দোতলায় থাকতেন গৃহবধূ তানিয়া আক্তার। এসি মেরামতের কথা বলে কয়েক দুর্বৃত্ত তার ঘরে ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে স্কচটেপে তার দুই সন্তানের মুখ বেঁধে তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তথ্যমতে, ২০০৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে রাজধানীতে তিন হাজার ৩৭৫টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। বছরে গড়ে প্রায় ২৫০টি হত্যাকান্ড ঘটেছে এ সময়ে। আবার পুলিশ সদর দফতরের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সারা দেশে ১৫ হাজার ৩০৫টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। গড়ে প্রতি বছর তিন হাজার ৮২৬টি হত্যাকান্ড ঘটে। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে ৬৭৬টি। এ হিসাবে প্রতি বছর গড়ে ১১২টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ঘটনা কমলেও ২০২১ সালে তা আবার কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ওই বছর ১৫৭টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে, যা পূর্ববর্তী চার বছরের গড় সংখ্যার বেশি।

২০১৮ সাল পর্যন্ত পুলিশ সদর দফতরের ওয়েবসাইটে অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেয়া হতো। ২০১৯ সালে আংশিক তথ্য দেয়া হলেও এর পর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত আর কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। এতে কী পরিমাণ হত্যাকান্ড ঘটেছে এবং কতগুলোর বিচার সম্পন্ন হয়েছে সে তথ্য পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এতে অপরাধের প্রকৃত চিত্রও জানা সম্ভব হচ্ছে না। একে এক ধরনের 'লুকোচুরি' বলছেন অনেকে। অপরাধের সঠিক তথ্য জানা নাগরিকদের অধিকার। এর ফলে অপরাধের প্রকৃত চিত্র জানাসহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করা সম্ভব হয়। কিন্তু এটা নিয়ে 'লুকোচুরি' করা হলে অপরাধীরাই বেশি সুযোগ পাবে।

বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে নাগরিকদের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের নাগরিক বিবেচনায় না হয়ে অবস্থানের ভিত্তিতে হয়ে গেছে। একইভাবে রাজনীতি 'আদর্শের' বদলে 'ক্ষমতাকেন্দ্রিক' হওয়ায় দেশে অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে খুনোখুনিসহ সব ধরনের অপরাধ এখন বেশি বেড়েছে। ডিএমপির এক তথ্যে দেখা গেছে, চলতি বছরের গত দুই মাস ২৭ দিনে রাজধানীতে ৩৪টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ৯ জন, ফেব্রুয়ারিতে ১২ জন ও মার্চ মাসের প্রথম ২৭ দিনে ১৩ জন খুন হয়। এর মধ্যে কতগুলো রাজনৈতিক হত্যাকান্ড- তার হিসাব নেই। তবে আসকের তথ্যে দেখা গেছে, এ বছর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সারা দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে ৩৯টি। শুধু জানুয়ারীতেই এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটেছে ২৯টি। ২০২১ সালে প্রতি মাসে এই হত্যাকান্ডের গড় সংখ্যা ছিল ১৩। এ হিসাবে গত জানুয়ারীতে তিনগুণ বেড়েছে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তথ্যমতে, ২০০৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে রাজধানীতে তিন হাজার ৩৭৫টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। বছরে গড়ে প্রায় ২৫০টি হত্যাকান্ড ঘটেছে এ সময়ে। আবার পুলিশ সদর দফতরের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সারা দেশে ১৫ হাজার ৩০৫টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। গড়ে প্রতি বছর তিন হাজার ৮২৬টি হত্যাকান্ড ঘটে। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যানুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে ৬৭৬টি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র-আসকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২১ সালে সারা দেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে ১৫৭টি, ২০২০ সালে ৩১টি, ২০১৯ সালে ৩৯টি, ২০১৮ সালে ৬৭টি, ২০১৭ সালে ৫২টি, ২০১৬ সালে ১৭৭টি ও ২০১৫ সালে ১৫৩টি। এতে আরো দেখা যায়, ২০১৬ সালে ১৭৭টি হত্যাকান্ড ঘটলেও ২০১৭ সালে কমে ৫২টিতে দাঁড়ায়। পরে ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালেও এ সংখ্যা কম ছিল। এই তিন বছর গড়ে ৪৫টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে। এর মধ্যে হঠাৎ ২০২১ সালে আবারো রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের ঘটনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ওই বছর ১৫৭টি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে, যা পূর্ববর্তী তিন বছরের গড় সংখ্যার তিনগুণেরও বেশি।

অবশ্য হত্যাকান্ড বাড়ছে নাকি কমছে সেটা তথ্যনির্ভর সংখ্যাগত একটি বিষয়। তবে, হত্যাকান্ডের ঘটনা সামগ্রিকভাবে আগের মতোই আছে। শুধুমাত্র বিচারহীনতার সংস্কৃতি দেশকে গ্রাস করায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন এতটাই নাজুক হয়ে পড়েছে যে, স্বয়ং পুলিশ সদস্যদের অনেকে খুন, ধর্ষণ, মাদক সেবন ও চোরাচালানের মতো ভয়াবহ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত বসবাস করছে। অপর দিকে, দিনকে দিন দেশের রাজনীতি চলে যাচ্ছে নীতিহীনতার অতল গহ্বরে। ক্ষমতাসীন রাজনীতির ওপর ভর করে বেড়ে উঠছে বিশাল এক দুর্বৃত্ত শ্রেণী। রাজনীতি তাদের কাছে এখন অপরাধ-দুর্নীতির শক্তিশালী হাতিয়ার। এমনকি প্রাইভেট বাহিনী গড়ে লুটতরাজ, টেন্ডারবাজি; এমনকি ধর্ষণ-গণধর্ষণের ক্ষমতাবানও হচ্ছে তারা। রাজনীতিক নামের কিছু ব্যক্তি-গোষ্ঠীও নানা স্বার্থে লালন-পালন করছে এই দুর্বৃত্ত শ্রেণীকে। দেশের নষ্ট রাজনীতির ডেরায় বেড়ে ওঠা এই অপরাধের প্রোডাক্টগুলো শেয়ারবাজার, বিদেশে টাকা পাচার, বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা লুট, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, ধর্ষণ, ক্যাসিনোর সাথে মহামারী বাণিজ্য বাংলাদেশকে কলঙ্কতিলক এঁটে দিয়েছে।

বর্তমানে দেশের সুশাসন, নারী অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে সোচ্চার থাকা চেতনার কান্ডারিরা এসব নিয়ে এখন মোটামুটি চুপই বলা যায়। তারা এসব নিয়ে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে নাকি দলকানা সুবিধাবাদীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার ভয় করছে সেটা বুঝা যাচ্ছে না।

সার্বিক বিবেচনায়, রাজনীতিতে নীতি-মূল্যবোধের অবক্ষয় সুস্থ চিন্তা-চেতনায় আর কত ধস নামাবে? এ প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছে বিবেকবানদের। পরিস্থিতির অনিবার্যতায় তারাও খামোশ। একদিকে তাদের নীরবতা, আরেকদিকে দুর্বৃত্তদের উত্থানের ফাঁকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে বহুল প্রচারিত হচ্ছে সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি যেমন- রাস্তা, ব্রিজ, ভবনসহ অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, রেমিট্যান্স, সূচক, গড় আয়, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির যত তথ্য। সাধারণ মানুষের জীবনমান, নিরাপত্তা, নীতি-নৈতিকতা সেখানে যেন কোনো বিষয়ই নয়।

লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাস, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অধঃপতন ও শূন্যতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতার অভাব দীর্ঘদিন ধরে জেঁকে বসে আছে। এসব শিকড় জন্ম দিচ্ছে নিত্যনতুন নৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ। এসব অপরাধ ধ্বংস করছে সততা, নীতিনৈতিকতা ও মানবতাবোধ। শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ, আইনের শাসনের দুর্বলতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি বাড়িয়ে দিচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। ছিঁড়ে ফেলছে সামাজিক বুনন। আর অপমৃত্যু ঘটিয়েছে রাজনৈতিক সৌন্দর্যের। রাজনীতির অর্থই পাল্টে গেছে। নৈতিকতাবোধ কেন হারিয়ে যাচ্ছে? দেশপ্রেমের কেন এ দশা? কেন গড়ে উঠছে না ন্যায্য সমাজব্যবস্থা? এসব প্রশ্ন নিয়ে সামনে আগুয়ান হওয়ার সামাজিক শক্তিও ফেরারি হয়ে পড়ছে। এসবের কারণ খুঁজতে গেলে সামনে আসে সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা, সমস্যাগুলোর শিকড় চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ খোঁজা জরুরি।

সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে তা বর্তমান সরকারকে বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক, পারিবারিক কিংবা রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির বিষয়টি স্বীকার করতে হবে। উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে ঝড় উপেক্ষা করার প্রবণতা থেকে সরকারকে বের হয়ে এসে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরও অপরাধপ্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাদের দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেই অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মানুষ যাতে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে না পারে, এ জন্য পুলিশের নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে এবং দলীয় রাজনৈতিক মানসিকতার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে। সমাজের অভিভাবক শ্রেণীকেও সচেতন হতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে। জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানুষের অধিকারের বিষয় সম্পর্কে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষকের নিরাপত্তাহীনতা ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন

ড. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান খান

মানবজাতির উন্নয়নের সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ভালো-মন্দ বা আলো-অন্ধকারের পার্থক্য বুঝিয়ে মুক্তচিন্তার পথে হাঁটতে শেখায়। শিক্ষার ছোঁয়ায় বিকশিত হয় মানুষের সৃজনশীলতার। তাই কোনো দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সময়োপযোগী ও সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থার।

আর একটি কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী কারিকুলামের মতো অত্যাবশ্যকীয় আরেকটি উপাদান হচ্ছে গুণগতমানে উত্তীর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী। কারণ তারাই শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেবেন কারিকুলামের অভীষ্ট লক্ষ্যে।

তাই জাতির মেধাবী ও আত্মপ্রত্যয়ী সন্তানদেরই আসা উচিত শিক্ষকতায়। সাধারণত রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষকের পেশাগত মর্যাদা, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবীদের অংশগ্রহণের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হতে চায়। সে লক্ষ্যে সম্প্রতি আধুনিকায়ন করা হয়েছে জাতীয় কারিকুলামের রূপরেখা। কিন্তু যারা এ কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আগামী প্রজন্মকে আলোকিত মানবসম্পদে পরিণত করবেন, তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশগ্রহণে কতটা প্রস্তুত?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আলোকপাত করতে হবে আমাদের শিক্ষক সমাজের কর্মপরিবেশ এবং কর্মসন্তুষ্টির মাত্রার ওপর। নির্মম হলেও সত্য, বিদ্যমান বাস্তবতায় আমাদের শিক্ষকরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তটস্থ থাকেন শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতায়; যা তাদের কর্মস্পৃহাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা চলমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও তীব্র করে তুলেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গাইবান্ধা সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মহোদয়ের একটি পোস্টে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিরাপত্তাহীনতার একটি ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। সম্পাদক মহোদয় তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ১৩ এপ্রিল গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় জোহরের নামাজ শেষে কলেজ মসজিদ থেকে বের হয়ে কয়েকজন যুবককে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে উচ্চ শব্দে হর্ন বাজিয়ে বেপরোয়াভাবে মোটরবাইক চালানোরত অবস্থায় দেখতে পান।

ফলে স্বীয় দায়িত্ববোধ থেকেই অধ্যক্ষ মহোদয় যুবকদের থামিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে এভাবে বাইক চালাতে নিষেধ করেন। এতেই যুবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং অধ্যক্ষ মহোদয়কে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে শুরু করে।

একপর্যায়ে মসজিদের কাছে থাকা শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মহোদয়সহ অন্য শিক্ষকরা ও কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এগিয়ে এলে বখাটেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মূল অপরাধীদের একজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

আমাদের শিক্ষক সমাজের সম্মান ও জীবনের নিরাপত্তাহীনতার অপর একটি মর্মান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি হয় ৩০ মার্চ শরীয়তপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি কলেজে।

কেবল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ না দেওয়ার অপরাধে হেনস্তা করা হয়েছে বহু শিক্ষককে। এমনকি ছুরিকাঘাত করার মতো ঘটনাও শুনেছি বহুবার। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ঘটনাই থানা পর্যন্তও গড়ায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে হার মেনেছে শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি।

৩১ মার্চ দা ডেইলি স্টার বাংলায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের বরাতে জানা যায়, ৩০ মার্চ কলেজের বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রে বহিঃপরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আগত অন্য কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও সাবেক বিভাগীয় প্রধানের সম্মানে বিভাগের পক্ষ থেকে ছোট পরিসরে খাবারের আয়োজন করা হয়। ওই খাবার অনুষ্ঠানে দাওয়াত না দেওয়ায়, একটি ছাত্র সংগঠনের কলেজ শাখার সভাপতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ২০-২৫ জন কর্মীসহ বাংলা বিভাগে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষককে লাথি ও কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে। উপস্থিত অন্য শিক্ষকদের জোর প্রচেষ্টায় আক্রান্ত শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়। পরে রাত ১১টার দিকে ওই শিক্ষকসহ কলেজের সিনিয়র শিক্ষকরা মামলা দায়েরের জন্য পালং মডেল থানায় যান। সেখানে রাত ১টা পর্যন্ত অপেক্ষার পরও অজ্ঞাত কারণে মামলা নেয়নি পুলিশ।

অবশ্য একদিন পর অভিযোগটি মামলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠন থেকে অভিযুক্ত ছাত্র নেতাকে বহিষ্কারও করা হয়। তবে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের মর্মান্তিক ও অবমাননাকর অসংখ্য ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমার শিক্ষকতা জীবনের ১৭ বছরে।

কেবল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ না দেওয়ার অপরাধে হেনস্তা করা হয়েছে বহু শিক্ষককে। এমনকি ছুরিকাঘাত করার মতো ঘটনাও শুনেছি বহুবার। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ঘটনাই থানা পর্যন্তও গড়ায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে হার মেনেছে শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি।

আমরা শিক্ষাঙ্গনে সংঘটিত এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও অবসান চাই। কারণ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা ইতোমধ্যেই আমাদের শিক্ষক সমাজের আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধে চিড় ধরিয়েছে। অথচ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মানবসভ্যতায় বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের প্রয়োজন আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলীর সমন্বয়ে সুবিন্যস্ত একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে শিক্ষক নিগৃহীত হওয়ার ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? এ ধরনের ঘটনা আমাদের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার যে চিত্র তুলে ধরছে, তা জাতির সামনে কোন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এ পরিস্থিতিকে নীতিনির্ধারকরা কতটা উদ্বেগের সঙ্গে বিবেচনা করছেন? আমরা কি এ ধরনের সন্ত্রাসের ইনডেমনিটি দিয়ে রেখেই উন্নত জাতি গঠনের স্বপ্নে বিভোর থাকব? আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিচালকদের এ প্রশ্নগুলো ভেবে দেখাটা এখন অত্যাবশকীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান, ময়মনসিংহ সরকারি কলেজ

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত







নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নানা কারণে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্তি থাকলেও সাংবাদিকদের বিভক্তি তথা একাধিক প্রেসক্লাব থাকা বিব্রতকর। বক্তারা বলেন, সাংবাদিকদের মধ্যে নেতৃত্ব আর পেশাগত প্রতিযোগিতা থাকবে, ভিন্ন মতও থাকবে তাই বলে ঐক্যবদ্ধ প্রেসক্লাব করা যাবে না তা ঠিক নয়। এজন্য সকল সাংবাদিককে খোলামনে এগিয়ে আসতে হবে। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসস্থ নবান্ন পার্টি হলে বুধবার (১৩ এপ্রিল) আয়োজিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ। মাহফিলে রমজান ও যাকাতের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আল নুর ইসলামিক কালচারাল সেন্টারের প্রধান মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল।

ইফতার পারবর্তী আলোচনায় অংশ নেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন, জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের প্রেস মিনিষ্টার নূর এলাহী মিনা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ থেকে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী শাহ নেওয়াজ, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, লায়ন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মতিউর রহমান, নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সাবেক আহবায়ক নির্মল পাল, নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মজিবর, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মাদসুদুল হক ছানু, 'লিবারটি রেনোভেশন' এর কর্ণধার মোহাম্মদ আজাদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রকি আলীয়ান প্রমুখ। ধন্যবাদ জানান প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার ও আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, কোষাধ্যক্ষ মশিউর রহমান, পাক্ষিক অর্থকণ্ঠ'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এনামুল হক এনাম, কংগ্রেসম্যান প্রার্থী ডা. মুজিবুল হক, কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, আশা হোমকেয়ার এর সিইও আকাশ রহমান, প্রেসক্লাব সদস্য তোফাজ্জল লিটন, আব্দুল হামিদ, পাপিয়া বেগম, মল্লিকা খান মুনা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রেসক্লাবের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: মাহফিলে বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিটি সেক্টরে প্রবাসীদের অবদান আছে। শ্রীলংকার ঘটনার পর এটা এখন সকলের কাছেই স্পষ্ট প্রবাসীদের পাঠানো অর্থেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল। অথচ প্রবাসীদের জন্যে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রবাসীদের জন্য এবার সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে-আমরা এখন তা দেখার অপেক্ষায়। বক্তারা বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিকল্পনায় প্রবাসীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি উদ্দাত্ত আহবান জানান।

আলোচনায় এম এম শাহীন বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি সেক্টরে প্রবাসীদের অবদান রয়েছে কিন্তু প্রবাসীদের জন্য সরকারের তেমন কোন কন্টিভিউশন নেই। তাই প্রবাসীদের দাবীগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আবু তাহের তার বক্তব্যে ইফতার ও দোয়া মাহলিল সুন্দর আয়োজনের জন্য আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি জোরদার করার উপর গুরুত্বারাপ করেন।

নুর এলাহী মিনা বলেন, প্রবাসে আমরা যা কিছু করি, মাথায় যদি দেশটাকে গড়ার অনুপ্রেরণা থাকে,তাহলে প্রিয় বাংলাদেশ আরো উন্নতি করবে স্বল্পতম সময়ে। তিনি সংবাদ কর্মীদের দায়িত্বশীল ভুমিকার প্রশংসা করে তা অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

সাঈদ তারেক বলেন, প্রবাসে দীর্ঘদিন থেকে দেখেছি, দেশকে নিয়ে প্রবাসীদের আকুতি। নিজেদের সাধ্যমত তারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশকে গড়ে তুলছেন, দেশে গেলে তারা ভালো সেবা পেলে আরো দায়িত্ব নিয়ে দেশকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হবেন।

দর্পণ কবীর বলেন, প্রবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষনের বিষয়ে সংলাপ জরুরি, অনেক আইন আছে যে সব আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবাসীদের সঠিক অধিকার প্রতিফলিত হয় না। বিশেষ করে দেশে থাকা জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবাসীরা ভূক্তভোগী। এই বিষয়ে সেমিনার করে জনমত গঠন করার এখন উত্তম সময়।

ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, সাংবাদিক সমাজকে নিয়ে আমাদের ইফতার আয়োজন। করোনার কারনে গত ২ বছর না করতে পারায় এখন প্রতিদিনই একাধিক ইফতার হচ্ছে, অনেকে ইচ্ছা থাকলেও নিজেদের অনুষ্ঠান থাকায় আসতে না পেরে টেলিফোন শুভ কামনা জানিয়েছেন। আমি তাদের সহমর্মীতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি বিশেষ এই মাসে পৃথিবীর সব মানুষ যেন শান্তিতে থাকে এই দোয়া কামনা করেন এবং আবার করোনার আক্রমণ বাড়ছে, তাই সকলকে মাস্ক পড়ে সাবধানতা অবলম্বন করার অনুরোধ জানান।

মনজুরুল হক বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় বিশ্বময় অনেক সাংবাদিকরা নির্যাতিত হয়েছেন। আহত ও নিহত হয়েছেন। যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। অনুষ্ঠানে করোনায় চলে যাওয়া প্রয়াত ক্লাব সদস্য স্বপন হাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC

নির্বাচন কমিশন ২০২২

পূর্বে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের মনোনয়ন ফি, মনোনয়নপত্র জমা, যাচাই-বাছাই এবং প্রত্যাহারের তারিখ, স্থান ও সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রতিটি পদের জন্য প্রযোজ্য মনোনয়ন ফি পদসমূহের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত হলো

নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি	নং	পদের নাম	সংখ্যা	ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি
১	সভাপতি	১ জন	$ ২,৫০০.০০	৮	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	$১,২০০.০০
২	সহ-সভাপতি (প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ)	৪ জন	$১,৭০০.০০ (জন প্রতি)	৯	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন	$১,২০০.০০
৩	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ২,০০০.০০	১০	আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন	$১,২০০.০০
৪	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন	$ ১,৫০০.০০	১১	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন	$১,২০০.০০
৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	$ ১,২০০.০০	১২	মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	১ জন	$১,২০০.০০
৬	সাংগঠনিক ও সাদস্যিক সম্পাদক	১ জন	$ ১,২০০.০০	১৩	কার্য্যকরী সদস্য (প্রত্যেক জেলা থেকে একজন করে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ)	৪ জন	$১,০০০.০০ (জন প্রতি)
৭	প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক	১ জন	$ ১,২০০.০০				

মনোনয়ন পত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান

রবিবার ৮ মে ২০২২ইং

সময়: বিকেল ৩ ঘটিকা হইতে রাত ৮:০০ ঘটিকা পর্যন্ত

মনোনয়ন পত্র বাছাইঃ ঐদিন রাত ৯ ঘটিকা হইতে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত

স্থানঃ বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তন

37-15, 73 St, Jackson Heights, NY 11372

মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ, সময় ও স্থান

বুধবার ১১ মে ২০২২ইং

সময়: বিকেল ৩ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত

স্থানঃ প্রাইম প্রিন্টিং

34-03 30th Ave, Astoria, NY 11103

*** ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হবে ***

আগামী ৫ জুন ২০২২, রবিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

শুভ কামনায়

আতাউর রহমান সেলিম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোশারফ আলম
নির্বাচন কমিশনার
৯৭৩-৬২৯-২৪৩৪

সাব্বির হোসেন
নির্বাচন কমিশনার
৩৪৭-৯৯৩-৫৭০৬

আহমেদ এ হাকিম
নির্বাচন কমিশনার
৫১৬-৮৫১-৩৭১৫

মিনহাজ আহমদ
নির্বাচন কমিশনার
৯১৭-৫৬৭-৯৪৫০

নীতি দুর্নীতি অর্থনীতি

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আমদানি নিয়ন্ত্রণ

ড. আর এম দেবনাথ

পরপর দুই বছর নববর্ষ পালন করা যায়নি করোনা অতিমারির কারণে। দু'বছর পর এবার ১৪২৯ সালটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করা হয়েছে। করোনা এখন কিছুটা স্তিমিত। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে যদিও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বেশকিছু অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তবুও বলা যায় জনজীবনে নাগরিক স্বস্তি বিরাজ করছে।

তবে পুরো উপমহাদেশের দেশগুলোতেই এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা। পাকিস্তানে মুসলিম লীগের শাহবাজ শরীফ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। ইমরান খান নিয়াজি ক্ষমতাচ্যুত। মূল্যস্ফীতির হার অনেক। বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত। পাকিস্তান ঋণের বোঝায় ন্যুব্জ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ঋণ দিতে গড়িমসি করছে।

'মানি লন্ডারিং' ইস্যুতে পাকিস্তান এখন 'গ্রে' লিস্টে। আর এক ধাপ এগোলেই 'ব্ল্যাক লিস্টেড' হবে। এদিকে শ্রীলংকার অবস্থা আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন ধরে শ্রীলংকার জনগণ গোতাবায়ে রাজাপাকসের পদত্যাগ চেয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জন্য চলছে হাহাকার। শিশুখাদ্যের ভীষণ অভাব। নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপের অবস্থাও ভালো নয়।

সার্কভুক্ত দেশগুলোর এ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে আমরা পালন করলাম নববর্ষ। নববর্ষে নগদের চাহিদা বেড়েছে। এটা বোঝা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে। প্রতিবছর ঈদের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিদা মোটানোর জন্য নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। গেলবারের তুলনায় এবার নতুন নোট ছাড়া হবে দেড়গুণেরও বেশি।

গেল বছর ঈদ উপলক্ষ্যে নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়েছিল ১৪ হাজার কোটি টাকার। এবার ছাড়া হবে ২৩ হাজার কোটি টাকার। এবার গেল দুই বছরের তুলনায় ঈদের বাজার বেশি জমবে। গেল দুবছর মানুষ স্বস্তিতে ঘর থেকে বেরোতে পারেনি। তবে বেচাকেনার দৃষ্টিতে একটা সমস্যা হয়ে গেছে। ঈদ ও নববর্ষ খুবই কাছাকাছি সময়ে পড়েছে। নববর্ষ পালিত হয়েছে। আর কয়েকদিন বাদেই পবিত্র ঈদ। দুই উপলক্ষ্যেই বাজার করার মতো সামর্থ্য মধ্যবিত্তের এখনো হয়নি।

বহু মানুষ এখনো চাকরিচ্যুত, কর্মচ্যুত, ব্যবসাচ্যুত ও বেকার। অনেকেই চলে গেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। সরকার খোলা বাজারে চাল, গম, তেল, খেজুর, চিনি, ছোলা ইত্যাদি বিক্রি করছে। এসব কেনার জন্য এখন মধ্যবিত্তও টিসিবির (ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশ) 'ট্রাক সেলের' লাইনে দাঁড়াচ্ছে। এর বড় কারণ মূল্যস্ফীতি। আগের তুলনায় মূল্যস্ফীতির হার বেশ কিছুটা বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে চাল, গম, তেল, চিনি ইত্যাদির দাম চড়া। যুদ্ধই এর প্রধান কারণ।

উপরন্তু পাওয়া যায় না জাহাজ, যার মাধ্যমে পণ্য দেশে আসবে। সরকার শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি হ্রাস করেছে। কিন্তু এতেও কাজ হচ্ছে না। কারণ শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাসের সুবিধা খেয়ে ফেলছে আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্যস্ফীতি। সেই সঙ্গে রয়েছে ডলারের দামের ঊর্ধ্বগতি। বহুদিন ৮৫-৮৬ টাকায় ডলারের মূল্য স্থির ছিল। এখন তা ৯০ টাকারও উপরে। এই প্রেক্ষাপটে এবারের ঈদের বাজার যতটুকু জমবে বলে আশা করা হয়েছিল, ততটুকু নাও জমতে পারে।

তবে রেমিট্যান্সের পরিমাণ যদি আশানুরূপ বাড়ে, কোম্পানিগুলো যদি বোনাস দেয় আগের হারে, যদি তৈরি পোশাক কারখানায় ঠিকমতো বেতন-ভাতা দেওয়া হয়, তাহলে বাজারে 'ক্যাশের' আমদানি বাড়তে পারে।

এদিকে দেশের কিছু অঞ্চলে, বিশেষ করে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনায় বোরো ফসল হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। কৃষকের অবস্থা খুবই খারাপ। তারা ঠিকমতো ঈদ পালন করতে পারবে কিনা এ নিয়ে সংশয় জাগছে। ভালো খবর আছে তৈরি পোশাক খাতে। এ খাতের রপ্তানি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ছে। বহু অর্ডার আসছে।

খবরে দেখলাম চীন থেকে 'অর্ডার' বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। রপ্তানির চাহিদা মেটাতে গিয়ে পোশাক খাত হিমশিম খাচ্ছে। গ্যাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তুলা ও সুতার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া। এসব কারণে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছেন। এদিকে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আমদানির পরিমাণ, যা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নড়েচড়ে বসেছে।

মানি লন্ডারিং' ইস্যুতে পাকিস্তান এখন 'গ্রে' লিস্টে। আর এক ধাপ এগোলেই 'ব্ল্যাক লিস্টেড' হবে। এদিকে শ্রীলংকার অবস্থা আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন ধরে শ্রীলংকার জনগণ গোতাবায়ে রাজাপাকসের পদত্যাগ চেয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জন্য চলছে হাহাকার। শিশুখাদ্যের ভীষণ অভাব। নেপাল, আফগানিস্তান, মালদ্বীপের অবস্থাও ভালো নয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নড়েচড়ে বসার আগে শ্রীলংকার দেউলিয়া অবস্থা দেখে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিকদের কেউ কেউ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সরকার, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর কড়া জওয়াব দিয়েছেন। অন্যরাও দিচ্ছেন। এমনকি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যারা আমাদের প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ দেয়, তারাও বলেছে, শ্রীলংকার মতো বাংলাদেশের একই ভাগ্যবরণের কোনো আশঙ্কা নেই। এখানে বৈদেশিক ঋণ সহ্যসীমার মধ্যে রয়েছে।

এসব সত্ত্বেও অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার রয়েছে। কারণ কতগুলো সূচক ততটা স্বস্তিজনক নয়। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এখনো আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৪৪-৪৫ বিলিয়ন ডলারের মতো, যা ইতোমধ্যে অবশ্য ৫০ বিলিয়ন ডলারে উঠবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু আমদানির পরিমাণ টাকার অঙ্কে এত বেড়েছে যে তাতে ডলারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে ডলারের দাম খোলা বাজারে যথেষ্ট বেড়েছে। অনেক ব্যাংক ডলারের অভাবে ঋণপত্র খুলতে অনীহা দেখাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিস্থিতি সামাল দিতে নিয়মিতভাবে ডলার বিক্রি করছে, ব্যাংকের কাছে যাতে ডলারের মূল্য স্থিতিশীল থাকে। প্রশ্ন হলো, হঠাৎ করে আমদানি এত বাড়ার কারণ কী? এটা কি সত্যি সত্যি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং পরিমাণে আমদানি বৃদ্ধির কারণে, নাকি আমদানির আড়ালে টাকা পাচার হচ্ছে? এসব প্রশ্ন উঠছে।

এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যাংক 'বিলাসী পণ্য আমদানি কমানোর উদ্যোগ' নিয়েছে। উদ্দেশ্য, অস্থিতিশীল ডলারের বাজারকে স্থিতিশীল করা। খবরে দেখা যাচ্ছে, এখন থেকে আমদানির বিপরীতে ঋণপত্রে (এলসি) নগদ মার্জিন দিতে হবে ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০ টাকার পণ্যের জন্য ঋণপত্র খুলতে হলে ২৫ টাকা নগদ জমা রাখতে হবে ব্যাংকে। বলাই বাহুল্য, এত টাকা নগদ জমা রেখে অনেক ব্যবসায়ীই ঋণপত্র খুলতে আগ্রহী হবেন না।

ব্যবসায়ীরা সাধারণত এত নগদ টাকা ব্যাংকে আটকে রাখতে চান না। তারা কম মার্জিন দিয়ে ঋণপত্র খোলেন। পণ্য বন্দরে পৌঁছলে টাকা দিয়ে তা বন্দর থেকে ছাড় করেন। এখন থেকে মার্জিন হবে শতকরা ২৫ টাকা নগদ। অবশ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি বাদে এ নিয়ম চালু হবে। উদ্দেশ্য, বিলাসী পণ্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা। কী প্রেক্ষাপটে এ সিদ্ধান্ত?

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আট মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ১ হাজার ৩৪৪ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এ প্রবাসী আয় প্রায় ২০ শতাংশ কম। একটি দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, উপরোক্ত সময়ে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২০৭ কোটি ডলারে। রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ রপ্তানি ও প্রবাসী আয় মিলিয়ে হয় ৪ হাজার ৫৫১ কোটি ডলার।

অথচ বিপরীতে একই সময়ে আমদানির পরিমাণ হচ্ছে ৫ হাজার ৪৩৭ কোটি ডলার। এর অর্থ, ঘাটতির পরিমাণ বিশাল। এর পরিণতি কী? শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে বছর শেষে চলতি হিসাবে বিশাল ঘাটতি হবে, সমস্যা হবে 'ব্যালেন্স অব পেমেন্ট'। এর মূল কারণ কী?

অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমদানি বৃদ্ধি। খবরটিতে বলা হয়েছে, বছরের প্রথম আট মাসে গড়ে আমদানি হয়েছে ৬৭৯ কোটি ডলার। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বছর শেষে অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮১ বিলিয়ন ডলারে। বিশাল পরিমাণের আমদানি। এর বাড়ি কোথায়? এত বেশি পরিমাণ আমদানি যে তা হবে একটি রেকর্ড।

এটা ঠিক, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বেড়েছে। কিন্তু এতে এমন বিশাল পরিমাণের আমদানি হবে, এটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর যদি অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিকে এত পরিমাণ আমদানির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তো 'ডাবল' সতর্ক হতে হবে। কারণ তেলের বাজার অস্থিতিশীল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কতদিন চলবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নানা ধরনের 'নিষেধাজ্ঞা' কতদিন চলবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এতে খাদ্যশস্য আমদানি এবং তেল আমদানির ব্যয় আরও বাড়তে পারে। এটি হলে তা হবে বিরাট বোঝা।

ডলারের মূল্য এমনিতেই অবমূল্যায়িত হচ্ছে। আরও যদি এর মূল্য বাড়ে, তাহলে আমদানির খরচ আরও বাড়বে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে। আবার প্রবাসী আয় খাতেও প্রবৃদ্ধি কমে আসতে পারে। কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে অনেক দেশেই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে প্রবাসী আয়ে ধাক্কা লাগতে পারে। এ অবস্থায় অনেক ব্যবস্থার মধ্যে আমদানির পরিমাণ কমানো হবে অন্যতম ব্যবস্থা।

বিলাসী পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এসব পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ক্যাশ মার্জিনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এটা ভালো উদ্যোগ। কিন্তু যথেষ্ট নয়। পুরো আমদানি তালিকাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ বাজারে গেলে পরিষ্কার বোঝা যায়-এমন সব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করে বাজারজাত করা হচ্ছে, যার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন 'কুল-বড়ই'। আমাদের প্রচুর পরিমাণ কুল-বড়ই আছে।

তারপরও বিদেশ থেকে এসব ফল কেন আমদানি করতে হবে? এটা একটা ছোট উদাহরণ দিলাম বোঝানোর জন্য। আমদানির তালিকা ধরে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অনেক পণ্য আমদানির কোনো প্রয়োজনই নেই। অতএব এগুলোর আমদানি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, নিদেনপক্ষে এসব পণ্য আমদানি ক্ষেত্রে 'এলসি মার্জিন' আরও বাড়ানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ব্যাংকগুলোকে দেখতে হবে 'ওভার ইনভয়েসিং' হচ্ছে কিনা। আমদানি ব্যাংকের সব শাখার মাধ্যমে হয় না। বৈদেশিক শাখার মাধ্যমে আমদানি 'এলসি' খোলা হয়। এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এসব শাখার 'এলসি'কে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা দরকার, যাতে 'ওভার ইনভয়েসিং'য়ের ঘটনা চিহ্নিত করা যায়। কারণ অবস্থাদৃষ্টে সন্দেহ তৈরি হয়েছে যে, এ মুহূর্তে দেশ থেকে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচার হচ্ছে।

এদিকে আরেক দুর্ভাবনার ক্ষেত্র হচ্ছে ভর্তুকি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল, সয়াবিন, খাদ্যশস্য, সার, কীটনাশক ইত্যাদি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেই দেশের ভেতর ভর্তুকি বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি হয়। যেমন সারের মূল্য। সারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ইতোমধ্যেই ২৭ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিতে হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও ৩ হাজার কোটি টাকা সারে ভর্তুকির জন্য লাগবে। এর অর্থ হচ্ছে, সারে ভর্তুকি ব্যয় হবে মোট ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় চারগুণেরও বেশি। বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠেছে। হয় মূল্যবৃদ্ধি হবে, নয় তো ভর্তুকি বাড়বে। খাদ্যশস্যের ভর্তুকি বাড়বে। দেখা যাবে জুন শেষে ভর্তুকির পরিমাণ পৌঁছাবে রেকর্ড পর্যায়ে। তাহলে বাজেট ঘাটতি বাড়বে। নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে অর্থমন্ত্রীকে দিন কাটাতে হবে বৈকি!

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে বেশীরভাগ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাপকভাবে দায়মুক্তি ভোগ করে আসছে বলে খবর রয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নিপীড়ন, হত্যা ও দুর্নীতির খুব কম সংখ্যক ঘটনায় তদন্ত ও বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে, বাংলাদেশের সংবিধানে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা রয়েছে; যার অধিকাংশ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ন্যাস্ত।

২০১৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনা এবং তার আওয়ামী লীগ দল টানা তৃতীয়বার পাঁচ বছরের মেয়াদে জয়লাভ করে।

ব্যালট-বাক্স ভর্তি এবং বিরোধী পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদের ভয় দেখানোসহ অনিয়মের কারণে এই নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের দ্বারা অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও র‍্যাব ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) দায়িত্ব পালন করে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। এই বাহিনীর ওপরে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নানা ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে থাকেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতায়নের সময়সীমায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের দাবি করা হয়েছে।

এগুলো হলো - বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-, বেআইনি বা নির্বিচারে হত্যা, গুম, সরকারের পক্ষ থেকে বা তার এজেন্টদের দ্বারা নাগরিকদের নির্যাতন, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির নির্যাতন বা মামলা, কারাগারে জীবনের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী পরিবেশ, নির্বিচারে গ্রেফতার বা আটক, রাজনৈতিক বন্দী, অন্য দেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিশোধ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বাধা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ওপর স্বেচ্ছাচারী বা বেআইনী হস্তক্ষেপ, একজন ব্যক্তির দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধের জন্য পরিবারের সদস্যদের শাস্তি, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকি, সাংবাদিকদের অযৌক্তিক গ্রেফতার বা বিচার, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের ওপর গুরুতর বিধিনিষেধ, ইন্টারনেট স্বাধীনতার উপর গুরুতর নিষেধাজ্ঞা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সমিতির স্বাধীনতার সাথে উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ, যার মধ্যে রয়েছে সংগঠন, তহবিল বা বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজ সংগঠনের ওপর বিধিনিষেধমূলক আইন।

এ ছাড়া শরণার্থীদের চলাফেরার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ, উদ্বাস্তুদের সাথে দুর্ব্যবহার, রাজনৈতিক দলগুলোর উপর গুরুতর এবং অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, সরকারি দুর্নীতি; দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে হয়রানি বা সেগুলোর ওপর বিধিনিষেধ, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার জন্য তদন্তের অভাব এবং জবাবদিহিতার অভাব, যার মধ্যে গৃহনির্যাতন এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিংসতা, যৌন সহিংসতা, শিশু নির্যাতন, বাল্য ও জোরপূর্বক বিয়েসহ এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক চর্চাগুলো রয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর সহিংসতা ও হুমকি, লেসবিয়ান, গে, উভকামী, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার, বা ইন্টারসেঙ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকি, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্মতিমূলক সমলিঙ্গের যৌন আচরণকে অপরাধী করে এমন আইনের অস্তিত্ব বা ব্যবহার, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতার উপর উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ এবং শিশুশ্রমের সবচেয়ে খারাপ রূপের অস্তিত্ব।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টিভি

(প্রথম পাতার পর)

দাবি করেছে, রুশ যুদ্ধজাহাজটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে কৃষ্ণসাগরে ডুবিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাদের। যুদ্ধজাহাজটি ডুবে যাওয়ার ফলে ক্রেমলিনের প্রধান প্রচারণা মুখপত্র রাশিয়া ওয়ান ভিন্ন তথ্য দিচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলটির উপস্থাপক ওলগা স্কাবেয়েভা দর্শকদের জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

তিনি আরো বলেছেন, সরাসরি ন্যাটো না হলেও এখন আমরা অবশ্যই ন্যাটোর অবকাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করছি।

ওই অনুষ্ঠানের একজন অতিথি মস্কোভা ডুবে যাওয়াকে রাশিয়ার মাটিতে আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও ক্রেমলিন জোর দিয়ে বলেছে যে আগুনের কারণে তাদের শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজটি ডুবে গেছে।

লোকটিকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এটিকে যুদ্ধ বলার পরিবর্তে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের জন্য সরকার অনুমোদিত বাক্যাংশ ও বিশেষ সামরিক অভিযান ব্যবহার করতে হবে।

ওই অনুষ্ঠানের ভিডিওটি বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে। একজন টুইটার ব্যবহারকারীর মন্তব্য, তারা ভালুককে খোঁচা দিচ্ছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ন্যাটো ভালুক। টুইটারের আরেক ব্যবহারকারী লিখেছেন, তারা ৫০০ ট্যাংক হারিয়েছে, দুই হাজার গাড়ি হারিয়েছে, ৮২টি বিমান এবং ১৮ হাজারের বেশি সৈন্য হারিয়েছে। ন্যাটো এখন পর্যন্ত সেখানে যায়ওনি। এটা বলা ঠিক যে ন্যাটোর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ রাশিয়ার জন্য ভালো যাচ্ছে না।





















কমিউনিটিতে জমজমাট ইফতার মাহফিল

(শেষের পাতার পর)

মাহফিল করা সম্ভব না হওয়ায় এবার অনেকটা বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো জমজমাট মাহফিলের আয়োজন হচ্ছে এবং প্রতিটি মাহফিলে শত শত লোকের উপস্থিতি ঘটছে। ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত মাহফিলগুলোতে নিজের, পরিবারের এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া কামনা করা হচ্ছে। এদিকে সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার জুম্মা নামাজে মসজিদে মসজিদে হাজার হাজার মুসল্লীর উপস্থিতিতে ভিন্ন আমেজের সৃষ্টি হচ্ছে মসজিদগুলোতে। এতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণও লক্ষণীয়। পাশাপাশি জুম্মায় পবিত্র রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং যাতাক ও ফিতরার বিষয়ে ইমামগণ খুৎতা দিচ্ছেন এবং আলোচনা করছেন।

গত সপ্তাহে কমিউনিতে আয়োজিত উল্লেখযোগ্য ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের মধ্যে ছিলো: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের সম্মানে কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী গত ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেষ্টুরেন্টে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির ইফতার ইফতার ও দোয়া মাহফিল গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার নিউইয়র্কের জয়া পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল গত ১৬ এপ্রিল শনিবার ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর উডহ্যাভেন বুলেভার্ডস্থ জয়া পার্টি হলে এবং প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক'র জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। প্রবাসী হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি যুক্তরাষ্ট গত ১৭ এপ্রিল রোবার জ্যামাইকার সুলতান ডাইন রেষ্টুরেন্টে এর ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে।

এছাড়াও পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে প্রবাসী টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল সোমবার (১৮ এপ্রিল) নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-এর ইফতার মাহফিল সোমবার (১৮ এপ্রিল) নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে এবং প্রবাসী নরসিংদী জেলা সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল আগামী ২৪ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকার ইকরা কমিউনিটি এন্ড পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্টে এই মাহফিল আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি ছিলেন টাঙ্গাইল-৮ আসনের (বাসাইল-সখীপুর) সাবেক এমপি অনুপম জয়। এতে শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী যোগ দেন।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান আনিস সহ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান। মাহফিলে সাবেক এপি অনুপম জয় এবং নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক ২৪এ থেকে আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদপ্রার্থী মাহতাব খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

মাহফিলে বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উপদেষ্টা কৃষিবীদ আব্দুর রহমান ও আশেক খন্দকার শামীম, সাবেক সভাপতি ফরহাদ তালুকদার, মোজাম্মেল হক ও ফরিদ খান, সাবেক আহবায়ক বাবু ও আকতারুজ্জামান হ্যাপি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা:

জাকির হোসেইন জানান, লেখক সাংবাদিক আর নাগরিক সংগঠকদের উপস্থিতিতে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার ইফতার আয়োজন ভিন্ন হয়ে উঠেছিল। গত ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাংলা নবর্ষের দিনে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ইফতার আয়োজন শুরু হয় বর্ষবরণের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে। আগত অথিতিরা কথা বলেছেন রমজানের তাৎপর্য নিয়ে। সহনশীলতা ও সংযমের শিক্ষা নিয়ে।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরীর পরিচারনায় আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্ক বংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, লেখক সাংবাদিক মাহবুব রহমান, সাংবাদিক রুদ্র মাসুদ, দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান শামছুদ্দিন ইলিয়াস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিশফাক আহমেদ চোধুরী মিশু, নাগরিক সংগঠক মুকুল হক, ডা. হাসান, ড. বিলকিস রহমান, সঙ্গীত শিল্পী আলেয়া ফেরদৌসী, সৈয়দ উতবা, আব্দুস শহীদ, মাহমুদুল চৌধুরী, আব্দুস শহীদ, ঘটক পাখী, রওশন হক, আকবর রানা, মোহাম্মদ আখতার হাসান, রাসেল রহমান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, আলেয়া ফেরদৌসি, ফরিদা ইয়াসমিন, রওশন হাসান, টিংকু চৌধুরী, পুলক মাহমুদ, মাহমুদ পাহলভী, মোহাম্মদ আজাদ, মনোয়ার হোসেন, রওশন আরা নীপা, নাসিমা আখতার, সানভির আজাদ সেজান, শারমীন চৌধুরী, স্লো ফ্লেক্স শাবানা, সোহানা নাজনীন, রফিকুল ইসলাম, শেলী জামান খান, রওশন জাহান, মাহবুব সুন্নাহ, জাকির হোসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইফতার ও নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানান প্রথম আলোর চীফ রিপোর্টার মনজুরুল হক। ইফতার অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন কবি আবদুস শহীদ। নৈশ ভোজের পর দীর্ঘ আড্ডা আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে।

বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি

নিউইয়র্কঃ 'চল যাই মূলধারায়' এ শ্লোগানে গঠিত নিউইয়র্কে বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির ইফতার ইফতার ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার নিউইয়র্কের জয়া পার্টি হলে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি স্পীকার এড্রিয়া এডামস। সংগঠনের সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার পূর্ব আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আমিন মেহেদী বাবু। বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাকিল চৌধুরী, এশিয়ান আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মূলধারার নেতা জয় চৌধুরী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, মূলধারার নেত্রী মাজেদা উদ্দিন,ট্রান্সফটেক একাডেমির সিইও শেখ গালিব রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনিকা রায় চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিলন মোল্লা, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলালসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। কমিউনিটির সিনিয়র ব্যক্তিদের নামাজের সামগ্রী বিতরণ করেন সিটি স্পীকার এড্রিয়া এডামস। উল্লেখ্য, কভিডকালীন থেকে এ পর্যন্ত নিউইয়র্কে কমিউনিটির সেবায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশী (বাকি অংশ ৯ পাতায়)



ভূতুড়ে সম্পদে শত কোটি টাকার মালিক

(প্রথম পাতার পর)

'হেনরী ভুবন'। বিলাসবহুল রিসোর্ট দিয়ে যার যাত্রা শুরু হলেও এই হেনরী ভুবনে অনেক কিছুর দেখা মিলবে। মাত্র ১২-১৩ বছরের ব্যবধানে কিভাবে তিনি শূন্য থেকে শিখরে উঠলেন, কী এমন জাদুর কাঠির সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। জান্নাত আরা হেনরীকে নিয়ে তার নিজের এলাকার জনমনে এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ।

এদিকে মহিলা লীগের এ নেত্রীর বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহারে রয়েছে নানা কাহিনী। তার ব্যবহৃত তিনটি গাড়ির মধ্যে আছে হুড খোলা (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-৮১০২) ল্যান্ডক্রুজার কালো রংয়ের জিপও। ৭ আসন বিশিষ্ট ২৭০০ সিসির গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে জেসমিন কনস্ট্রাকশন টেক লি.-এর নামে। ঠিকানা দেওয়া হয়েছে প্লট নং ২, রজনীগন্ধা, মেইন রোড, রূপনগর, ঢাকা। আছে দুটি দামি প্রাইভেট কারও। তবে ব্যবহৃত এসব গাড়ির একটিও তার নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করা নয়। অন্যের নামে সম্পদ করে বহাল তবিয়তে ভোগ করছেন তিনি। এর মধ্যে ঢাকা মেট্রো গ-১৫-৩৯৯০ নং ১৫শ সিসি প্রাইভেট কারটি ড. মো. জামাল উদ্দিন, পিতা-মিয়া হোসেন, ১৭৭ তুলাশার শরীয়তপুরের ঠিকানা রয়েছে। অপর কার ঢাকা মেট্রো ঘ-১৮-৩৮৩২ নিশান ২০০০ সিসির গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে লাম ট্রান্সপোর্টের নামে। ঠিকানা দেওয়া হয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০৪, প্লট-২, রজনীগন্ধা, রূপনগর। ঢাকা মেট্রো গ-৩২-২২২৭ নং প্রিমিও মডেলের মেরুন রঙের প্রাইভেট কারটি ২০১৭ সালে কেনেন জান্নাত আরা হেনরী। এই কারটি স্থায়ীভাবে সিরাজগঞ্জের গজারিয়ায় অবস্থিত কিছুক্ষণ রিসোর্টের সামনে রাখা হয়েছে। এই কারটি তার নিজের নামে পাওয়া গেছে।

যুগান্তরের দীর্ঘ অনুসন্ধানে এই রাজনৈতিক নেত্রীর প্রদর্শিত আয় ও সম্পদের বাইরে উঠে এসেছে বিপুল পরিমাণ সম্পদের চাঞ্চল্যকর সব তথ্যও।

হলফনামায় দেওয়া সম্পদের তথ্য অনুযায়ী জান্নাত আরা হেনরী কৃষিখাত থেকে বাৎসরিক আয় করেন মাত্র ২ হাজার টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে এমএসএস (১ম পর্ব)। অভিনব পেশার অধিকারী এই নেত্রী পেশা দেখিয়েছেন শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও আইনি পরামর্শক ইত্যাদি। এই খাত থেকে আয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৮০ হাজার টাকাই ব্যয় দেখানো হয়েছে। ২০০৮ সালে হাতে নগদ ছিল আড়াই লাখ টাকা এবং স্বামী শামীম তালুকদার লাবুর হাতে তখন নগদ ২ লাখ টাকা। নিজের নামে সাড়ে ১৭ শতক কৃষি জমি। যার মূল্য ধরা হয়েছে সাড়ে ৩৪ হাজার টাকা। আর অকৃষি জমি ছিল শূন্য দশমিক ৩৬ শতক। মূল্য ধরা হয় ২ লাখ টাকা। স্বামী লাবুর নামে ২ লাখ টাকা দামের কৃষি জমি ছিল ৩ বিঘা। একই শ্রেণির জমি ছিল সাড়ে ৬ শতক। যার দাম ধরা হয়েছে আরও ২ লাখ টাকা। অথাৎ স্বামীর জমির মূল্য ৪ লাখ টাকা। হলফনামায় হেনরীর স্বর্ণালঙ্কার ছিল ২০ ভরি। সর্বসাকুল্যে স্বামী-স্ত্রীর ৯ লাখ ৯০ হাজার টাকার সম্পদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর নির্বাচনি এই হলফনামায় স্বাক্ষর করেন জান্নাত আরা হেনরী।

এদিকে অজ্ঞাত জাদুর কাঠির পরশে রাতারাতি বদলে যেতে থাকে জান্নাত আরা হেনরীর জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক অবস্থা। শুধু ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ, পটুয়াখালী ও রূপগঞ্জে কোটি কোটি টাকার সম্পদ কিনেছেন তিনি। এই সময়ে ঢাকা মেট্রো চ-১৯-০৫৯১ ও ঢাকা মেট্রো ঝ-১১-১১৩২নং মিনিবাস কিনেছেন ৫০ লাখ টাকায়। এ ছাড়াও আরও ৫টি গাড়ি আছে তার। এই ৫ গাড়ির পেছনে ব্যয় করা হয়েছে আরও প্রায় ৮০ লাখ টাকা।

আয়কর নথিতে যা আছে : ২০২০-২১ অর্থবছরে সাড়ে ৩২ কোটি কালো টাকা সাদা করেছেন জান্নাত আরা হেনরী। এই টাকা হাতে হাতে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সাদা করার তথ্য পাওয়া গেছে। এক কোটি ৫২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০ টাকার প্রাইজবন্ডও আছে সম্পদের তালিকায়। বর্তমানে প্রতি বছর হেনরী কত টাকা আয় করেন তারও একটি হিসাব পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, বাড়ি-ঘর সম্পত্তি থেকে ৭ লাখ ২ হাজার টাকা, কথিত চায়না কোম্পানির উপদেষ্টা হিসাবে ২৮ লাখ টাকা, বিটিভির শিল্পী হিসাবে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা, নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যবসা (কনস্ট্রাকশন বিজনেস) থেকে ৩ কোটি ২২ লাখ ৪২ হাজার ৫৫৮ টাকা, ব্যাংক সুদ পান ১৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে সাড়ে ৩২ কোটি কালো টাকা সাদা করার আগে ২০১৮ সালের ৭ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ন্যাশনাল ব্যাংক সিরাজগঞ্জ শাখায় জমা দেখানো হয় ২৫ কোটি ৫০ লাখ ৪৮ হাজার ৯১৫ টাকা ও যমুনা ব্যাংক ধানমন্ডি শাখায় ঋণ হিসাবে জমা দেখানো হয় ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এর মধ্যে বিল বাবদ জমার তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়, ২৩ কোটি ৪ লাখ ৭২ হাজার ৮০৭ টাকা, এফডিআর হিসাব থেকে মুনাফা প্রাপ্তি ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকা, সম্মানি আয় ও গৃহ সম্পত্তির ভাড়া ৪৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং বিবিধ জমার পরিমাণ দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৯১ লাখ ২৬ হাজার ১০৮ টাকা।

জান্নাত আরা হেনরীর বিষয়ে পাওয়া তথ্যউপাত্তে দেখা গেছে, মূলত ২০১৮ সাল থেকে আয়কর নথিতে তার স্থাবর সম্পদ দৃশ্যমান হতে থাকে। এর মধ্যে ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর ৬৬৮৮ নং দলিলে সিরাজগঞ্জের বাহুকা মৌজায় ১৬ শতক জমি কিনেন ২ লাখ ৬৫ হাজার টাকায়। পরদিন ২৭ নভেম্বর ৬৬৩৯ নং দলিলে একই মৌজায় ৫১ শতক কিনেন ৮ লাখ ৪০ হাজার টাকায়। ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি ৮২২ নং দলিলে ৩৪ শতক ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ওই বছরের ২১ মে একই মৌজায় ৫৮৬৯ নং দলিলে ৩ লাখ টায় ১৮ শতক, ২০১৯ সালের ২০ জুন পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ৯নং জেএল রজপাড়া ২৫৭৪ নং দলিলে ২ একর ৫১ শতক কিনেছেন ১ কোটি ১০ লাখ ৯২ হাজার টাকায়, তিন দিন পর ২৪ জুন সিরাজগঞ্জের রতনকান্দিতে ৯ শতক জমি কেনেন দেড় লাখ টাকায়, একই বছরের ২ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের কামতা আবাসিক এলাকায় ৪৫৩৬নং দলিলে ২২ লাখ ৭০ হাজার টাকায় ৫ কাঠা জমি কেনেন। এই সময়েই ঢাকা মেট্রো চ-১৯-০৫৯১নং মাইক্রোবাস ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ঢাকা মেট্রো চ-৫৬-২৮৯৫ নং মাইক্রোবাস কেনা হয় ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ঢাকা মেট্রো ঝ-১১-১১৩২ মিনিবাস ৩২ লাখ টাকায় কেনেন।

২০০৮ সালে দেওয়া সম্পদ বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় ২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার। সেই স্বর্ণ এখন ফুলেফেঁপে ১শ ভরিতে ঠেকেছে।

হঠাৎ করে কোন জাদুর ছোঁয়ায় হেনরী শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনে দেওয়া একটি অভিযোগে। বলা হয়, '৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজয়ের পর সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হওয়ার পর ঋণ পেতে সহায়তা, বড় বড় প্রকল্প পেতে দালালিসহ হলমার্ক কেলেঙ্কারিতেও নাম আসে তার।' উল্লিখিত সম্পত্তি ছাড়াও নামে-বেনামে কেনা জমিতে যে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে তার মূল্য শত কোটি টাকার উপরে। আছে অত্যাধুনিক মানের রিসোর্টও। অথচ দলিল মূল্য প্রকাশ করা হলেও আয়কর নথিতে স্থাপনা গোপন করা হয়েছে। এই ভূতুড়ে পরিস্থিতির মধ্যেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শত শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন হেনরী। কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেন। ব্যক্তি মালিকানা জমিসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করারও প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী আব্দুস সালাম খান নামের একজন কৃষক সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়ে আবেদন করে হেনরীর নামে নামজারি বাতিল করাতে সক্ষম হয়েছেন।

রহস্যাবৃত যত সম্পদ : ২০০৮ সালে নির্বাচনি হলফনামায় সর্বসাকুল্যে ৯ লাখ টাকার মালিক যে দম্পত্তি কয়েক বছরের ব্যবধানে তারা অন্তত শত কোটি টাকার অবকাঠামোই তৈরি করেছেন। সিরাজগঞ্জের গজারিয়ার রতনকান্দিতে প্রায় ১২ বিঘা সম্পত্তির উপর 'কিছুক্ষণ' নামে একটি রিসোর্ট করেছেন জান্নাত আরা হেনরীর স্বামী শামীম তালুকদার লাবু। পাশেই নির্মাণাধীন একটি কারাখানা। ওই রিসোর্টের ঠিক উল্টো পাশে নির্মাণ করা হয়েছে 'হেনরী ভুবন'। অর্থাৎ বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হয়েছে ১৬ বিঘা জমির ওপর। সরেজমিন দেখা গেছে, সেখানে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। বাইরে যে বিলবোর্ড রয়েছে সেখানে লেখা আছে-শামীম তালুকদার লাবু প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জান্নাত আরা হেনরী প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ৫৬টি কক্ষ ও সুবিশাল ডাইনিং হল সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটি শামীম তালুকদার নিজেই তদারকি করছেন। নির্মাণ ব্যয়ও পরিশোধ করছেন তিনি। একই এলাকায় পিতা হোসেন তালুকদারের নামে নির্মাণাধীন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। শুধু এমন দু-তিনটি প্রতিষ্ঠান নয়, সিরাজগঞ্জের নলিছাপাড়ায় রয়েছে জান্নাত আরা হেনরী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ এবং হেনরী ইনস্টিটিউট অব বায়োসায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি একাডেমিক ভবন। সেটিও প্রতিষ্ঠা করেন শামীম তালুকদার লাবু।

গাজীপুরের শ্রীপুরের দুটি জায়গায় আছে লাভরিয়াস 'রাস রিসোর্ট'। ১৪টি আধুনিক রুম, ৫টি প্রিমিয়াম বাংলো, ৪টি আর্কিটেকচারাল ডিলাক্স কটেজসহ আছে সুইমিং পুলও। সিরাজগঞ্জ স্টেশন রোডে আছে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন। নিচতলায় রয়েছে মার্কেট। সিরাজগঞ্জের মুজিব সড়কে আছে রাস মেডিকেয়ার। সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদ কড্ডার মোড়ে বাস টার্মিনাল এলাকায় আছে বহুতল দুটি বাণিজ্যিক ভবন। হেনরী স্কলাস্টিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ চালু করেছেন জেলার ফজল খান রোডে। জেলা শহরের অবস্থানকালে মুজিব সড়কে এই হেনরী যেখানে রাত্রিযাপন করেন সেই বাড়িটি ট্রিপ্লেক্স। যা সম্প্রতি আরও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মুজিব সড়কে আছে আরও একটি বহুতল ভবন। সেখানে বেসরকারি ক্লিনিকসহ রয়েছে আবাসিক ফ্ল্যাটও। মুজিব সড়কে নবনির্মিত ৭ তলা ভবন। নিচতলায় আছে মার্কেট। ভবনটি ডেভেলপার দ্বারা নির্মাণ করা হলেও অর্থায়ন মূলত হেনরীই করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সয়দাবাদের গ্রামের বাড়িতেও বিভিন্ন ভবন নির্মাণ করছেন তিনি। সিরাজগঞ্জ পোস্ট অফিসের বিপরীতে নির্মাণ করছেন ভবন। মিয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়েছেন এই মহিলা লীগ নেত্রী। গাজীপুরের শ্রীপুরে আছে গরুর খামারও।

হেনরী যা বললেন : বিপুল সম্পদ অর্জনের বিষয়ে জানতে চাইলে জান্নাত আরা হেনরী রোববার রাতে বলেন, 'আমিতো কোনো ফকিরের বাচ্চা না। আমার বাবার অনেক সম্পদ ছিল। শ্বশুরও ছিলেন সম্পদশালী। আমি যখন সোনালী ব্যাংকে ছিলাম তখন আমার নামে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাকে দুর্নীতিবাজ বানানো হয়। আমার এখন যে সম্পদ আছে তার বিপরীতে সরকারকে ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়া।'

তিনি বলেন, 'আস্তে আস্তে করে ব্যবসার পরিধি বেড়েছে। ব্যবসায়িকভাবে আমরা সফল হয়েছি। সেইভাবে টাকা বেড়েছে।' তাহলে ২০০৮ সালে হলফনামায় নিজের সম্পদ ঘোষণার বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, 'আমার যতটুকু ছিল সেভাবে লিখেছি। একটি মহল বলার চেষ্টা করেছে আমার দুর্নীতি করার জায়গা ছিল সোনালী ব্যাংক। সেই ব্যাংকের জায়গাটা দুদকের নথিভুক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। এরপর তো এমন কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত দায়িত্বে আমাকে দেওয়া হয়নি-যে যেখান থেকে আমি দুই পয়সা কারও কাছ থেকে নিয়েছি।' হেনরী দাবি করে বলেন, 'সিরাজগঞ্জে আমি কোনো টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বালুর ব্যবসা, চাকরি বাণিজ্য করিনি। যা কিছু অর্জন সবই বৈধ ব্যবসা থেকে।'

বৈধ আয় থাকলে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৩৩ কোটি সাদা করেছেন কেন জানতে চাইলে বলেন, 'সরকারের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই এটা করা হয়েছে। কোনো কালো টাকা সাদা করিনি।'

বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ কোটি ৪১ লাখ ছাড়াল

(প্রথম পাতার পর)

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ কোটি ৪১ লাখ ৯২ হাজার ৯৬ জন।

একই সময়ে করোনায় মারা গেছেন ৬২ লাখ ২১ হাজার ৫২৪ জন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৫ কোটি ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৮১৮ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ কোটি ২৩ লাখ ৯ হাজার ১১৩ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১০ লাখ ১৫ হাজার ৪৪১ জন।

রিজার্ভ চুরিঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশের মামলা খারিজ

(প্রথম পাতার পর)

)প্রমকোর্ট রায়ে 'পর্যাপ্ত এখতিয়ার নেই' উল্লেখ করে তিন বছর আগে করা বাংলাদেশ ব্যাংকের এ মামলা খারিজ করে দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে আর্থিক খাতে সাইবার হ্যাংকিংয়ের চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় ২০১৯ সালে এ মামলায় পক্ষভুক্ত ফিলিপাইনের একটি ক্যাসিনো মালিকের প্রতিষ্ঠানের বরাত দিয়ে দেশটির এনকোয়ারার ও ফিলস্টার সোমবার এ খবর প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্কের সুপ্রিমকোর্ট গত ৮ এপ্রিল এ রায় দেয় বলে সোমবার ফিলিপাইন স্টক এক্সচেঞ্জকে (পিএসই) অবহিত করেছে। সেখানে 'পর্যাপ্ত এখতিয়ারের অভাবে' বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা বাতিল করে দিয়েছে নিউইয়র্কের আদালত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিজার্ভ থেকে চুরি যাওয়া ৮ কোটি ১০ লাখের মধ্যে ছয় কোটি ৬৪ লাখ ডলার উদ্ধারের জন্য ২০২০ সালে এ মামলা করেছিল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

বাইডেন দম্পতির গত বছরের আয় ৬ লাখ ডলার

(প্রথম পাতার পর)

লাখ ১০ হাজার ৭০২ ডলার আয় করেছেন। এ সময়ে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৯২৫ ডলার কর দিয়েছেন তারা। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউজ এ তথ্য জানায়।২০২০ সালের তুলনায় প্রেসিডেন্ট দম্পতির কর দেওয়ার পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে কমেছে দানের পরিমাণ। ২০২০ সালে ৩০ হাজার ৭০৪ ডলার দান করেছিলেন তারা। গত বছর তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৩৯৪ ডলারে। শিশু নির্যাতনবিরোধী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বো বাইডেন ফাউন্ডেশনে ৫ হাজার ডলার দান করেছেন জো বাইডেন দম্পতি। এ ছাড়া দুটি ক্যাথলিক চার্চেও অনুদান দেওয়া হয়েছে এ পরিবার থেকে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের বেতন ও নর্দান ভার্জিনিয়া কলেজে জিল বাইডেনের চাকরি থেকে এসেছে এ পরিবারের অধিকাংশ উপার্জন। এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজ বলেছে, মার্কিন জনগণের কাছে বাইডেন তার আয়ের বিষয়টি উন্মুক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে আরো একবার দেশের জনগণের প্রতি স্বচ্ছ থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্টএ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের আয়ের তথ্য জানাতে বারবার অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

রওনকুল ও সাইফের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নতুন কমিটি

(প্রথম পাতার পর)

সভাপতি ও সাইফ মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। কাজী রওনকুল সংগঠনের সদ্যবিদায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আর সাইফ মাহমুদ সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

গত রোববার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি (ফজলুর রহমান ও ইকবাল হোসেন নেতৃত্বাধীন) বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, ১২ এপ্রিল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে ছাত্রদলের সাংগঠনিক অভিভাবক ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মতবিনিময় হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সব নেতা ছাত্রদলের গঠন-পুনর্গঠন বিষয়ে সব ক্ষমতা তারেক রহমানের ওপর অর্পণ করেন। তিনি ছাত্রদলের বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে নিম্নলিখিত নতুন আংশিক কমিটি মনোনীত করেন।

ছাত্রদলের আংশিক কমিটির অন্যান্য পদে মনোনীতরা হলেন জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রাশেদ ইকবাল খান, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রাকিবুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু আফসার মোহাম্মদ ইয়াহিয়া। এর আগে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভোটের মাধ্যমে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। ওই কমিটিতে ফজলুর রহমান সভাপতি ও ইকবাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক হন। এই কমিটির মেয়াদ শেষ হয় গত বছরের সেপ্টেম্বরে। ছাত্রদলের নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক ছাত্র। যশোরের ছেলে কাজী রওনকুল ইসলাম ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। থাকতেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে। বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে সান্ধ্য কোর্সে ভর্তি হন এবং তিনি সেখানেই অধ্যয়নরত আছেন। বিদায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি হওয়ার আগে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৃত্তি ও ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। বরিশালের ছেলে সাইফ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে। থাকতেন স্যার এ এফ রহমান হলে। বাংলায় স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করে এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সান্ধ্য কোর্সে স্নাতকোত্তর করছেন। ছাত্রদলের সদ্য সাবেক কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হওয়ার আগে তিনি সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

বাফেলোর পথে দূর্ঘটনায় চার বাংলাদেশী হতাহত

(প্রথম পাতার পর)

তিনি এখন রচেস্টার স্ট্রং মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে গাড়ীর আরোহী বাফেলো নিবাসী চৌধুরী তোয়াহা বলেন, গত ১৩ এপ্রিল বুধবার আনুমানিক ৬টার দিকে আমরা দূর্ঘটনার শিকার হই। এ সময় গাড়ীতে আমি ছাড়াও আমার ভগ্নিপতি ডা. কেফায়েত উল্লাহ, আমার বন্ধু আবু করিম, ভাগ্নে সৈয়দ মেহরাব এবং বোন মাহবুবা মোজাহিদ চৌধুরী গাড়ীতে ছিলেন। রচেস্টারে লিভিংটন কাউন্সিলর একটি ক্রসিংয়ে বাঁদিকে তাৎক্ষনিক মোড় নিতে গেলে উল্টো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী লরি ট্রাকের সাথে আমাদের গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। এ সময় গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন আমার বন্ধু আবু করিম। ঘটনাটি এতই আকস্মিক ছিল যে আমাদের বোঝার আগেই পাশের আরেকটি গাড়ীতে গিয়ে ছিটকে পড়ে আমাদের গাড়ী। লরি ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুছড়ে যায় আমাদের গাড়ী। পেছনের সিটে বসা ভগ্নিপতি কেফায়েত উল্লাহ ও বোন মাহবুবা গাড়ী থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই নিহত হন ডা. কেফায়েত উল্লাহ। পরে এম্বুলেন্স এসে আমাদের নিয়ে যায় রচেস্টার স্ট্রং মেমোরিয়াল হাসপাতালে। সেখানে আমার বোন এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আর ভগ্নিপতি ডা. কেফায়েত উল্লাহকে পরদিন কানেটিকাটে দাফন করা হয়েছে। পুরো ঘটনা এখনো তদন্তাধীন বলে জানা গেছে।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement. Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি
Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
> Primary Care > Annual Exam > Physical Checkup > TLC Test > Diabetes > Immigration > Cholesterol > EKG > > Spiro > PAP Smear > Pregnancy Test > Allergies > TB Test > Vaccinations > Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
We accept most Insurances & Medicaid
CALL 917 930 1170
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710


JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432







জেবিবিএ উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: হারুন ভূইয়া ও ফাহাদ সোলায়মান নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে বুধবার সন্ধ্যায় এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনবান রিচার্ড, কুইন্স কাউন্টির ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী মেলিন্ডা ক্যাটস প্রমুখ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। জেবিবিএ'র সভাপতি হারুন ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অতিথিদের স্বাগত জানান।

অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ'র ইফতারী বক্স বিতরণ





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ-এর পক্ষ থেকে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বুধবার বিকেলে ইফতারী বক্স বিতরণ করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা থেকে ইফতারী বক্স বিতরণ করা হয়। এসময় বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তার সাথে ছিলেন।









শো টাইম মিউজিক'র ইফতার মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে শো টাইম মিউজিক-এর আয়োজনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই মাহফিলে মূলধারার রাজনীতিক ছাড়াও কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন। শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। দিনটি বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ হওয়ায় অনুষ্ঠানে বাংলা বর্ষবরণের আবহ ছিল বিদ্যমান। অতিথিদের পোশাক-আশাকেও বাঙালী ঐতিহ্য ফুটে উঠে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

কালেক্টিভ একাডেমি টিউটোরিং সেন্টার

আমাদের যোগ্য শিক্ষকদের সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন



Ridwana Rahman
704 SHSAT Score
Perfect 4.5 on both State Tests
Stuyvesant High School

আমরা স্বল্প ব্যয়ে আমাদের টিমের অতি যোগ্যতা সম্পন্ন
"টিউটরদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী
ইনডিভিজুয়েলি শিক্ষা দিয়ে থাকি"

শিরীন আখতার
বিএসএ, ইউএসএ
এমএমএস, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বিডি
প্রতিষ্ঠাতা ও ডাইরেক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি

ডা. শামীমা
নর্থ শোর ইউনিভার্সিটি হসপিটাল, গ্র্যাজুয়েট, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি
ইনস্ট্রাক্টর, কালেক্টিভ একাডেমি



Mohammad Rahman
Perfect Scores on SAT Sections
Bronx High School of Science
Fordham University



Fatima
1550-SAT Score
Medical Student,
Graduated from Hunter H. School

Address:

40-04, 73rd Street, 3rd Fl, Roosevelt Ave,
Jackson Heights, NY 11377

Tel: 718-200-6084



Farha
Engineering
NYU



Hien
1550 - SAT Score
University of Pennsylvania

আমাদের টিউটররা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ ১% এর মধ্যে এবং তারা সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন সেগুলো হচ্ছে

- কর্ণেল
- কলাম্বিয়া
- ফোর্ডহ্যাম
- নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি
- ইউপিএন
- হান্টার কলেজ হাইস্কুল
- স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুল
- ব্রুক্স হাইস্কুল অফ সায়েন্স

SHSAT	SAT
UPTO 704	1580+

নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে:

- SHSAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেকই স্ট্রাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে চান্স পেয়েছে।
- SAT তে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ১৫০০+ স্কোর করতে সক্ষম হয়েছে।
- আমাদের ছাত্ররা তাদের গ্রেডে শীর্ষ ১% এর মধ্যে রয়েছে।
- আমাদের ছাত্রছাত্রীরাই শীর্ষ মিডল, হাইস্কুল এবং আইভি লীগসহ উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ হারে চান্স পেয়েছে।
- আমাদের ৯৫% ছাত্র স্টেট টেস্টে পারফেক্ট স্কোরসহ ইংলিশ ও ম্যাথ উভয় বিষয়ে ৪ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।



Sebastian
1550-SAT Scores
Perfect AP Scores
Cornell University



Tasnia
Medical Science Major At NYU
With Merit Scholarship

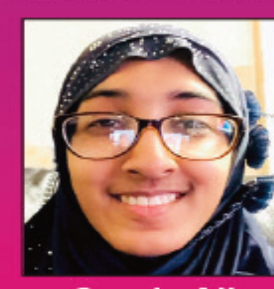


Sharmin
9 AP Course & 4.0 GPA
1510 - SAT Score
Bronx H. School of Science

রমাদ্বানে বিশেষ ছাড়!



Raz Bill
1540 - SAT Score
Fordham University



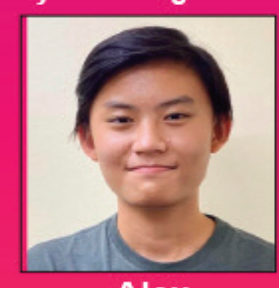
Suraia Ali
1580 - SAT Score
PSAT: Perfect Scores
Stuyvesant High School

বিস্ময়কর স্বল্পমূল্যে SHSAT SAT
তে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।
ফোন করুন

718-200-6084



Jonathan XU
700+ SHSAT Score
Graduated Stuyvesant H.S



Alex
Honor Roll Student in
Hunter High School

জেরুজালেমের পথে

হাবিব রহমান



আল আসকা মসজিদেও পাশে মুনাজাতরত লেখক

তুরস্কের ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট থেকে ইজরায়েলের তেল আবিব এয়ারপোর্টের দূরত্ব সোয়া দুই ঘন্টার মত। খাবার শেষ হতে না হতেই ঘোষনা এলো সীট বেল্ট বাঁধার। আমরা ঢুকে পরেছি ইজরায়েলেক ভিতরে। ইজরায়েলকে নিয়ে অনেক ভয় ও শংকা কাজ করছিলো। কারণ দেশটি মোটেও পর্যটন বান্ধব নয়। তারা পর্যটনকে উৎসাহিত করেনা। প্যালেস্টাইনিদের উপর তারা যে ধরনের নিপীড়ন চালায় তার খবর বাইরের মানুষ জানুক তারা তা চায়না। ইতিপূর্বে যারা জেরুজালেম ভ্রমন করেছেন তাদের কারো অভিজ্ঞতাই সুখকর নয়। এয়ারপোর্টে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানি, অহেতুক ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখা-ফিরে এসে অন্যদের কাছে এসব বর্ননা দিলে নতুন করে কেউ আর এদেশটি ভ্রমণে আগ্রহী হননা। আমেরিকান পাসপোর্টধারীদের "অন এরাইভাল ভিসা" পাবার কথা থাকলেও তাদের ও নানা ধরনের হয়রানির মুখামুখি হতে হয় বলে শুনেছি। ইজরায়েলিরা টেকনোলজিতে অনেক উন্নত। তাই কোন পর্যটককে ইমিগ্রেশন বুথে জিজ্ঞাবাদের চাইতে আগেই তাদের সমস্ত তথ্যসংগ্রহ করে নেয়। বিমাননযাত্রার দু'দিন আগেই এন্ট্রি স্টেটমেন্ট ফর্ম পুরণ করে পাঠিয়ে হয়। এগুলি তাদের মনপুত হলে এয়ারপোর্ট মেশিনে পাসপোর্ট দিলেই অটোমেটিক ভিসা বেরিয়ে আসে। কোন কারণে মেশিন ভিসা দিতে অপারগতা জানালে তখন ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার মুখোমুখি হতে হয়। এজন্য প্রথমত লাইনে সময় লাগা ছাড়াও ঘন্টার পর ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ বা অহেতুক বসিয়ে রাখার ঘটনার কথা শুনেছি।

এসব শংকা আর আশংকা নিয়েই বিমান থেকে বেরোলাম। আমি সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াই। পাসপোর্টের পাতায় পাতায় নানা দেশের সীল। এগুলি তাদের আকৃষ্ট করে কিনা অথবা আমেরিকান পাসপোর্টধারী হলেও জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হওয়ায় তাও কোন ঝামেলার কারণ হয় কিনা এসব ভাবতে ভাবতে মেশিনে পাসপোর্ট ঢুকালাম। কিন্তু অবাক করার মত ব্যাপার যে মেশিন কোন উচ্চবাচ্য না করেই আমার ভিসাটা উগরে দিলো। কিন্তু আমার পাশের মেশিনে আমার সহযাত্রি ডা. আলম এবং তার শ্রী তাদের পাসপোর্ট দিলেও ভাবি তার ভিসা পেয়ে যান সাথে সাথেই। কিন্তু আলম ভাইয়ের ভিসা ডিনাই করলো মেশিন। একই যাত্রায় ভিন্ন ফল কেন বুঝতে পারলাম না। অবশ্য বুথে গেলে অল্প কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকেও ভিসা দিয়ে দেয়া হয়।

বড় পরীক্ষা পাস হলো। এবার কোভিড টেস্ট পর্ব। নি-উইয়র্ক থেকে পিসি আর টেস্ট করে বিমানে উঠলেও এখন তাদের এখানে পুনরায় তাদের দ্বায়িত্বে টেস্ট করতে হবে। তারপর হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ রেজাল্ট না আসবে ততক্ষণ নিজ খরচে হোটেলে কোয়াকেন্টাইনে থাকতে হবে। রিপোর্ট আসার আগে হোটেল থেকে বেরোলে ধরা পরলে ১ হাজার ডলার জরিমানা এবং সাথে সাথেই ডিপোর্ট করে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে।



আল আসকা মসজিদ ঘিরে পর্যটকদের ভীড়

কোভিড টেস্টের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকগুলো টেস্ট বুথ। তাই সময় বেশী লাগলোনা। আমি আগেই নিউইয়র্ক থেকে টেস্ট ফি পরিশোধ করে দিয়েছিলাম। রিসিপ্ট ছিলো। এটা দেখাতেই ল্যাপটপে তা কনফার্ম করে আমারটেস্ট করে দিলো দ্রুত। সব পরীক্ষা পাস করে বেরিয়ে এলাম।

ঘড়িতে সময় দেখলাম দুপুর দুটো। হোটেলের গাড়ী আমাকে পিক করার কথা তিনটেয়। হাতে একঘন্টার সময়। তাই একটু এদিক ওদিক ঘুরতে বেরোলাম। প্রথমেই খুঁজে বের করলাম ফোনের দোকান। ইজরায়েলি ফোনের সীম কিনতে হবে। বিদেশের মাটিতে এটা হয় আমার প্রথম কাজ। দোকান পেয়েও গেলাম সহজে। টুরিস্টদের জন্য নানা রকম প্যাকেজ। তাথেকে একটা বেছে নিয়ে গেলাম ইনফরমেশন সেন্টারে। জেরুজালেমের একটা ম্যাপ নিয়ে পাশেই একটা কফি শপে ঢুকলাম। আপাতত অনেক টেনশনের অবসান ঘটলো। এবার আয়েশ করে গরম এককাপ কফিতে চুমুক দিতে হবে।

প্রতিটি উন্নত দেশের মত তেল আবিব এয়ারপোর্টেও রেল স্টেশন রয়েছে। অল্প খরচে সিটিতে যাবার ব্যবস্থা। বাসও আছে। আমি অবশ্য টেক্সি নিয়েই যাই। কারন ট্রেনে গেলে স্টেশন থেকে আবার টেক্সি নিতে হয় হোটেলে যাবার জন্য। আবার হোটেল কাছে হলেও লম্বা জার্নির পর লাগেজ ঠেলে হোটেল খোজা আমার কাছে একটা ঝক্কির ব্যাপার মনে হয়। তাই হোটেলের সাটল বাস থাকলে সেটাই আমার প্রথম প্রায়োরিটি। না হয়তো টেক্সি। তবে জেরুজালেমে আমার হোটেলে এয়ারপোর্টে সাটল সিস্টেম থাকায় তাই বুকিং দিয়েছিলাম।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে হোম ওয়ার্ক করে আসা ইসরায়েলের ইতিহাসটাকে একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম। ইজরায়েল পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র। ইজরায়েল নিয়ে একটি কথা প্রচলিত যে, এই দেশটি সম্পর্কে মানুষ ততটুকুই জানে যতটুকু তারা জানায়। এ যেন রহস্যে ঘেরা এক দেশ। ইজরায়েল হল একমাত্র দেশ যার নাগরিকত্ব ইহুদি হলেই পাওয়া যায়। এজন্য ইসরাইলকে প্রমিজ ল্যান্ডও বলা হয়।

শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে, ইজরায়েল এর যতজন নাগরিক ঠিক ততজন সেনা সদস্য। ইসরাইলের নারী সেনারা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর।

আরবদের হটিয়ে জন্ম হয়েছিলো ইজরায়েল রাষ্ট্রের। ইহুদি, মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের জন্য পবিত্র জেরুজালেম ফিলিস্তিনের গাজা থেকে দুই মাইল উত্তরে কিবুটস এলাকা। এখানে ১৯৩০'র দশকে পোল্যান্ড থেকে আসা ইহুদীরা কৃষি খামার গড়ে তুলেছিল। ইহুদিদের পাশেই ছিল ফিলিস্তিনী আরবদের বসবাস। সেখানে আরবদের কৃষি খামার ছিল। তারা কয়েক শতাব্দী ধরে সেখানে বসবাস করছিল। সে সময় মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৯৩০'র দশকে ফিলিস্তিনীরা বুঝতে পারলো যে তারা **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

আপনি COVID-19 চিকিৎসার জন্য যোগ্য হতে পারেন

যারা COVID-19 এর পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন তারা হয়তো উপসর্গ নিয়ে সহায়তার জন্য এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে আউটপেশেন্ট চিকিৎসা পেতে পারেন। উপসর্গ শুরু হওয়ার পরে দ্রুত শুরু করলে চিকিৎসা সব চেয়ে ভালো কাজ করে, অতএব অবিলম্বে পরীক্ষা করান।

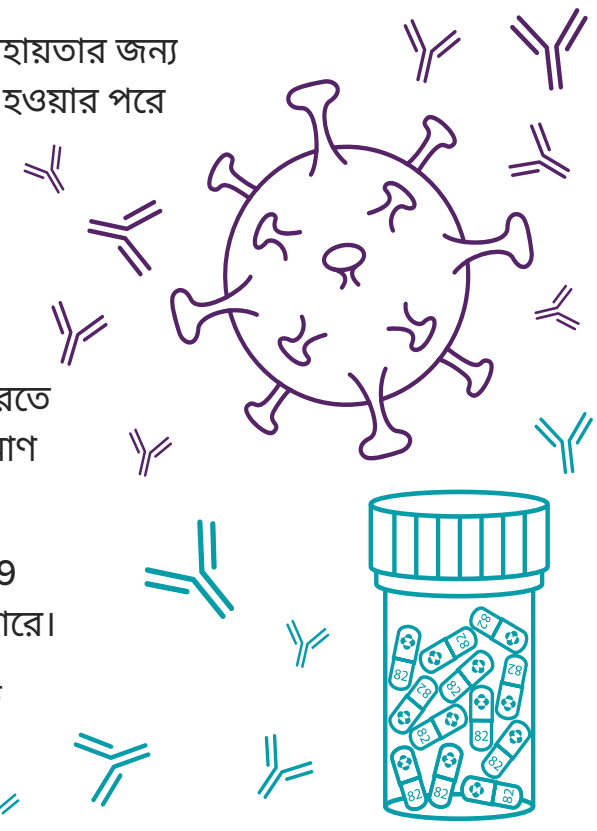
মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি চিকিৎসা একটি এককালীন IV বা ইনজেকশন COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য যখন আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম তার নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।

মুখে খাওয়ার অ্যান্টিভাইরাল বড়ি পাঁচ দিনের জন্য নেওয়া হয় এবং ভাইরাসটি বন্ধ করতে এবং সেটি রেপ্লিকেট করা বন্ধ করতে সাহায্য করে, যা আপনার শরীরের ভাইরাসের পরিমাণ হ্রাস করে। বর্তমানে দুটি অনুমোদিত বড়ি আছে - প্যাক্সলভিড এবং মোলুনপিরাভির

মোনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং মুখে খাওয়া অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা আপনার COVID-19 এর কারণে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এড়াতে পারে।

COVID-19 চিকিৎসাগুলি টিকাকরণের বিকল্প নয়। COVID-19 টিকা এবং বুস্টার শট COVID-19 এর কারণে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা হয়ে রয়েছে।

আপনার যদি COVID-19 এর উপসর্গ থাকে, বা আপনি যদি ইতিবাচক পরীক্ষার ফল লাভ করে থাকেন, আপনার চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন, বা 212-268-4319 এ কল করুন।



NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

সাহিত্য সাময়িকী

গাছটা মরেনি
মতিন বৈরাগী

গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে মহাসড়কের পাশে, জীর্ণসবুজ;
মাথার উপরে তার অগ্নিদাহ চৈত্রের খরতাপ
রাত্রির আকাশটা ঝলসানো পোড়া ঘনোকালো
আর তার পায়ের নীচে খরখরে কঙ্কর মৃত্তিকা ।
লোকে তার ডাল কাটে খড়ির সন্ধানে,
পাখি হাগে, মুতে পথিক তার গায়ে;
পেরেক ঠোকে, চামড়া তুলে নিয়ে ঔষধি আর
ধর্মসভা মাইক টাঙিয়ে বধির করে শ্রবণ
ঝুলিয়ে দেয় একালের প্রতারণার বিজ্ঞাপন
কতক বেবুনেরা ফলপাড়ে, ফুল ছেঁড়ে পাতা ও পত্রালি
গাছ তবু দাঁড়িয়ে আছেমরেনি ।
গাছটা দাঁড়িয়ে আছে আবার নেইও
কারণ এখন আর সে গাছের মতো নয়
শর্করার অভাবে প্রীতি ফুল ঝরে গেছে
আর গাছ
উত্তরের শীত নেই তবু কাঁপছে চৈত্রের খরাদাহে
রাতহীন দিনহীন এক কাঙ্খায়
একদিন দেখা হবে;
আকাশের ধ্রুব তারকার সাথে আকাশগঙ্গা পার হয়ে
সেও যাবে আকাশে আকাশে
মিলাবে তারায় ।

ভালবাসি বলেই
মুস্তফা হাবীব

কেউ জানে না
কেনো কবি'র অন্তর্লোক এতো সুন্দর, মনোরম!
জানে না কোনো লোলুপ পাষাণ পাথর
কবিতার শতদল কেনো খেলা করে অন্তরে!

জানে শিরীন শবনম, যার অনুরাগ ভালবাসায়
নদীর জল ঝলমল করে জোছনার আবিরে ।
আমি জানি, যার অদম্য ভালোবাসা- প্রীতিময়তায়
আকাশের তারাগুলো হাসে নি:সীম আনন্দে,
সে জানে, স্বাধীন চেতনায়, স্বপ্ন আকাঙ্খায়
কবি কখনও বিছিয়ে দেয় না ঘাতককাঁটা ।

আমি ভালবাসি তাকে স্বপ্নে মোড়ানো চোখে, তাই
নিসর্গের বাইরে আমার কুসুমরমণী রাখে না চোখ,
ভালোবাসি বলেই তার হাতের ছোঁয়ায়
মুঠোভর্তি ধুলো হয়ে যায় গোলাপের পাপড়ি ।

জেলখানা
গোলাম কিবরিয়া পিনু

জেলখানা আরও বেশি বেশি স্থাপিত হচ্ছে––সরকার
দ্বারা নয়, আমাদের দ্বারা, আমাদের মাঝে! কেউ
কাউকে বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস এখন জন্ডিসে আক্রান্ত;
প্রতারণা বেড়ে যাচ্ছে বন্ধু থেকে বন্ধুর মধ্যে,
ভাই থেকে ভাইয়ের মধ্যে, সহকর্মী থেকে সহকর্মীর
মধ্যে, এমন কি আত্মীয়তাবোধের যে সবুজ গাছটি
উঠানে উঠানে বেড়ে উঠেছিল, তাও ঝড়ে দুমড়ে-মুচড়ে
পড়ে যাচ্ছে! কেউ কাউকে জেলখানায় না রাখা পর্যন্ত
নিরাপদ ভাবছি না!

গ্রীষ্মের এক বিকেল
আবু আফজাল সালেহ

নয়নতারা ফুটে আছে এক মফঃস্বল শহরের ছাদের এক কোণে
দুটি ছোট্ট দোয়েল তাতে ঝুলে শিস দেয় ।
সুউচ্চ ছাদ থেকে অগ্নিশর্মা গ্রীষ্মের এক গোধূলিবেলায়
একটু দূরের বহতা বাঁকা নদী
তীরের লম্বা ঘাসের ঢেউ আর গোলাপ ফুল
সবুজ পাতার প্রস্ফুটিত তৃণভূমি,
স্বচ্ছ সবুজের মাঝে মাঝে রঙিন ফুল
লাল গোলাপি ফিরোজা হলুদ নীল
নীল আকাশ এবং উজ্জ্বল সূর্য
মেঘগুলো থমথমে, হালকা বাতাস
উষ্ণ বাতাসে লোভনীয় গন্ধ, মিষ্টি সুর ।

বঙ্গদেশের গ্রীষ্ম-বিকেল
আহা, মরতেও সাধ জাগে এ বিকেলে!



নান-রুটি চায়ের দিনগুলি
(কবি জিললুর রহমানের এক ছুটির দিনের সকাল)
ফারুক ফয়সল

বেঁচে থাকুক নান-রুটি চা!
আহা অমন ঝমঝমিয়ে, আশপাশ কাঁপিয়ে
রেলগাড়ি ঝমাঝমের দিনগুলি আসুক ফিরে ফিরে!

ধানের ক্ষেতে সকালের নরম রোদ
আদর করে বসুক কবির চোখে মুখে!
বসন্ত বাতাস বয়ে যাক ধীরে প্রেমময় যুগলকে ঘিরে!

রেলক্রসিং পার হতে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে
ডানদিকের রাজহাঁস সাদা বাড়িটার দিকে
কেন তাকিয়েছিলে কবি, চোখ ছিল জলে ভাসা?

সেঁকা ফোলা রুটি আগুন তান্দুরে আঁচা
কালো গাইয়ের ঘন দুধ চায়ে ভেজা
মজার সেই রুটি চা খেতেই কি আসা?

বুকের মাঝে লুকোনো মুখটি, হঠৎ হঠৎ সামনে আসে
হারিয়ে গেছে সে, চায়ের কাপে চাঁপাকলি আঙুল তবু চোখে ভাসে
পড়েছ কখনো মুখোমুখি বসা করুণ ডাগর চোখের ভাষা ।

ভাঙনে বোধহীন
সাজ্জাদুর রহমান

রাত-জানালায় দাঁড়িয়ে চলছিলো
পূর্ণিমা ঘ্রাণ শোঁকার উৎসব
ফুলের ওপর প্রজাপতির অতন্দ্র পাঠ
মিহিন সুতোয় সোনালী ভোর ।
তোমার পাশে কৌতুহলে
পূর্ণিমার নিপাট ভাঁজ ভেঙে
চেয়ে থাকে একনদী সরোবর ঢেউ ।

ভাঙা বিম্বের ভাঙন স্রোত
খুইয়ে দেয় সূর্যমুখী লাল কুঠি আমার
ভীষণ নদীর চরাটপারে বিতৃষ্ণ মুখ
ঝুলে আছে হেলান দিয়ে চাঁদ
আমি, ঝুলে আছি ভাঙনে বোধহীন ।
ও চাঁদ তুমি চলে যাও,
অমাবস্যা খেয়ে যাক তৃষিত রাত!


SHAH NAWAZ 2022
A SHAH VOTE IS A SURE VOTE
VOTE FOR
SHAH NAWAZ
DEMOCRATIC
DISTRICT LEADER
ASSEMBLY
DISTRICT 24A
TUE
JUNE 28
2022
FAIR & EQUAL REPRESENTATION
TRANSPARENT POLITICAL DECISION MAKING
SMALL BUSINESS EMPOWERMENT
Shah Nawaz
ShahNawazDistrictLeader@gmail.com
646-591-8396
www.shahnawaz.nyc
Paid for by Friends for Shah Nawaz



ডা. বিএম আতিকুজ্জামান
প্রবাসে থেকেও দেশের স্বাস্থ্য খাতে আলো ছড়াচ্ছেন

*** মানুষের স্বার্থে দেশ চাইলে যেকোনো সময় ফিরে আসব**
*** দেশ আমায় অনেক দিয়েছে, এবার আমি দিতে চাই**
*** চিকিৎসক নয়, চিকিৎসা-ব্যবস্থা রোগী-কেন্দ্রিক হওয়া উচিত**

যেখানে আমরা কাজ করি, সেখানে রোগীকে ঘিরেই চিকিৎসা-ব্যবস্থাটা আবর্তিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দেখি রোগীর পরিবর্তে চিকিৎসককে ঘিরেই চিকিৎসাসেবা আবর্তিত হচ্ছে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা দেখতে চাই চিকিৎসককে না ঘিরে রোগীকে নিয়েই যেন চিকিৎসা-ব্যবস্থাটা আবর্তিত হোক। সবকিছুই যেন রোগী-কেন্দ্রিক হয়.....

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার কলেজ অব মেডিসিন ফ্যাকাল্টির বিশিষ্ট পরিপাকতন্ত্র ও লিভার বিশেষজ্ঞ। ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর এমবিবিএস করেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে। এরপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালে দেশ ছাড়েন তিনি। দীর্ঘ ২৮ বছর প্রবাসে থাকলেও দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি আবেগ-ভালোবাসা যেন তিল পরিমাণও কমেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকলেও দেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আর চিকিৎসকরাই যেন তার ধ্যান-জ্ঞান। স্বপ্ন দেখেন এক দিন উন্নত দেশগুলোর মতো প্রিয় স্বদেশের স্বাস্থ্য খাতও স্বমহিমায় আলোকিত হবে। সেই লক্ষ্যে স্বপ্নবাজ ও দেশপ্রেমী আরও কিছু চিকিৎসককে নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'প্লানেটারি হেলথ অ্যাক্যাডেমিয়া' নামক প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের নিয়ে দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে গড়তে চান বৈশ্বিক মেলবন্ধন।

সম্প্রতি ঢাকা পোস্টের মুখোমুখি হন ডা. বি এম আতিকুজ্জামান। একান্ত আলাপচারিতায় তুলে ধরেন দেশের স্বাস্থ্য খাতের নানা দিকসহ উন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তানভীরুল ইসলাম।

প্রশ্ন: দেশের চিকিৎসকদের মানোন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। সে লক্ষ্যে একটি প্লাটফর্মও আপনারা তৈরি করেছেন। সেটি নিয়ে যদি কিছু বলতেন

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী তরুণ চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে ২০২০ সালের জুলাই মাসে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের নিয়ে আমরা একটি প্লাটফর্ম গড়ে তুলি। এর নাম রাখা হয় 'প্লানেটারি হেলথ অ্যাক্যাডেমিয়া' (পিএইচএ)। এর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত সারা বিশ্ব থেকে ১৫০টিরও বেশি ফ্যাকাল্টি সদস্য নিয়ে ২০০টিরও বেশি সেশন করা হয়েছে। এসব সেশনে অংশ নেওয়া প্রত্যেকেই অত্যন্ত সম্মানিত।

ওই সেশনগুলোতে পিএইচএ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বাজেট, স্বাস্থ্যসেবা, কোভিড- ১৯ মহামারি এবং চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত ২০টিরও বেশি ওয়েবিনার কভার করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশি চিকিৎসকরা ছুটে এসেছেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড থেকে তারা এসেছেন। তাদের নিয়েই আমরা এ প্লাটফর্ম তৈরি করেছি। তারা গত দুই বছর ধরে পিএইচএ'র সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন। আমরা চাই দেশের চিকিৎসকদের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকদের একটু একটু করে সেতুবন্ধন তৈরি করতে।

প্রশ্ন: বিদেশে বাংলাদেশী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম আপনারা হাতে নিয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত যদি বলতেন-

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: চলতি বছর (২০২২ সাল) আমাদের লক্ষ্য হলো ছয় থেকে আটজন বাংলাদেশী চিকিৎসককে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের নামকরা কিছু প্রতিষ্ঠানে চার থেকে ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণের জন্য নেওয়া। ইতোমধ্যে আমরা একজনকে নিয়েছি। তিনি ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরের একটি নামকরা লিভার সেন্টারে কাজ করেছেন।

আমাদের লক্ষ্য হলো- দেশের তরুণ স্বাস্থ্যকর্মীদের পৃথিবীর বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া। সেখানে কাজের মাধ্যমে তারা যে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করবেন, সেটি বাংলাদেশে প্রয়োগ করবেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো- নামিদামি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেখানকার প্রযুক্তিজ্ঞান ও ব্যবহার, চিকিৎসায় বিশ্বায়নের প্রভাব, আধুনিক বিজ্ঞানের দৌড়ে পৃথিবী কোথায় আছে আর আমরা কোথায় আছি এসব বিষয়ে সার্বিক জ্ঞানলাভ করবেন তারা। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজের সুযোগ দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আমরা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটসহ (এনআইসিভিডি) বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্ট সাইন করেছি। তারা সবাই মিলে প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী বাছাই করবেন। আশা করছি আমাদের এ কার্যক্রম আরও বিস্তৃতি লাভ করবে।

পাশাপাশি আমরা আরেকটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। এর নাম হলো 'ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর'। দেশের সব মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা আমাদের অ্যাম্বাসেডর হতে পারবেন। আমরা তাদের মেন্টরশিপ প্রদান করব। এমনকি তাদের জন্য স্কলারশিপও দিব।

তাদের জন্য 'রোড টু রেসিডেন্সি' (আরটুআর) নামের একটি স্পেশাল প্রোগ্রামও থাকছে। সেখানে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ডে চিকিৎসক হওয়া যায় বা কীভাবে উচ্চশিক্ষা নেওয়া যায় এ বিষয়ে তৃতীয় বর্ষ থেকে তাদের গড়ে তোলা হবে। এ কার্যক্রমও আমরা শুরু করে দিয়েছি।



আমেরিকার রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া বাংলাদেশী তরুণ চিকিৎসকদের সঙ্গে ডা. বি এম আতিকুজ্জামান। ছবি- সংগৃহীত

প্রশ্ন: আপনি তো যুক্তরাষ্ট্রে ভালো অবস্থানে আছেন। দেশের চিকিৎসকদের জন্য আলাদা করে কেন এতকিছু করছেন?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: আমি এ দেশের (বাংলাদেশ) সন্তান। এ দেশের মাটিতেই আমার বড় হওয়া। দেশের বাইরে থাকলেও সবসময় বাংলাদেশের প্রতি নাড়ির টান অনুভব করি। ১৯৯৪ সালে আমি দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পা দিই। বাংলাদেশে তখন এত চাকরি বা সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কিন্তু ওই সময় থেকে উচ্চশিক্ষার প্রতি আমার একটা স্বপ্ন ছিল। এরপর যখনই আমি দেশে আসি, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করি বা করে যাচ্ছি। এর কারণ দুটি। প্রথমত, গিভ ইন ব্যাক অর্থাৎ ফিরিয়ে দেওয়া। তার চেয়েও বড় কথা হলো, আমার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব; সবাই কিন্তু এ দেশেই আছে। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এসে আমি যে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছি, সেটি যেন দেশের মানুষকেও দিতে পারি, এজন্য সবসময় আমার ভেতরে একটা টান অনুভব হয়। একই সঙ্গে আমার চাওয়া, বাংলাদেশ যেন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে; স্বাস্থ্য খাতেও যেন এটি হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এখন আমরা সবাই গ্লোবাল সিটিজেন। সুতরাং আমি পৃথিবীর যে দেশেই থাকি না কেন, আমরা আসলে সবাই একটা বিশ্বে বসবাস করি। এ বিশ্ব আপনার, আমার; আমাদের সবার। বৈশ্বিক এ পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় টেকনোলজি ট্রান্সফার আমাদের স্বাভাবিক জীবনের একটা অংশ। এসব জিনিসও আমাকে বারবার দেশে আসা এবং দেশের জন্য কিছু করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন: একটি উন্নত দেশের স্বাস্থ্য খাত নিয়ে কাজ করছেন, পাশাপাশি আমাদের দেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাও দেখছেন। কতটুকু পার্থক্য মনে হচ্ছে? আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি বা কতটুকু এগিয়েছি?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: চিকিৎসা-ব্যবস্থা আসলে একটি ডাইনামিক প্রসেস। প্রতিনিয়তই এটি পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন মহামারি আসছে, সেগুলো আমরা মোকাবিলাও করছি। নতুন নতুন প্রযুক্তিও আসছে। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন



পরিবারের সাথে ডা. বি এম আতিকুজ্জামান। ছবি- সংগৃহীত

যেটি দরকার সেটি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা।

একটা জিনিস আমরা সবসময় লক্ষ্য করেছি, যেখানে আমরা কাজ করি, সেখানে রোগীকে ঘিরেই চিকিৎসা-ব্যবস্থাটা আবর্তিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে দেখি রোগীর পরিবর্তে চিকিৎসককে ঘিরেই চিকিৎসাসেবা আবর্তিত হচ্ছে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা দেখতে চাই চিকিৎসককে না ঘিরে রোগীকে নিয়েই যেন চিকিৎসা-ব্যবস্থাটা আবর্তিত হোক। সবকিছুই যেন রোগী-কেন্দ্রিক হয়। আমার লক্ষ্য হলো, চিকিৎসা-সংক্রান্ত এ ধারণা বদলে দিয়ে এটিকে আরও বিস্তৃত করার মাধ্যমে দেশে জনবান্ধব চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রশ্ন: চিকিৎসা প্রযুক্তিতে আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: প্রযুক্তি তখনই উন্নতি লাভ করে, যখন এটি (প্রযুক্তি) ব্যবহারের মতো ক্যাপাবিলিটি (সামর্থ্য) আমার কাছে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জায়গাটার অভাব রয়েছে। কারণ, প্রযুক্তি যেকোনো সময় আমদানি করে আনা যায়। কিন্তু এর যথোপযুক্ত ব্যবহারই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একটা প্রযুক্তি আসার আগে যে শিক্ষা দরকার, সেটি ট্রান্সফার করার জন্য 'প্লানেটারি হেলথ অ্যাক্যাডেমিয়া' কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও পড়ছে। যেমন- লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের (প্রতিস্থাপন) কথা বলা যায়। আমরা জানি একটি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য শুধু ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন হলেই চলে না। এখানে পোস্ট সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম ডেভেলপ করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো করতে হলে টেকনিশিয়ান লাগে, টেকনোলজিস্ট লাগে, দক্ষ চিকিৎসক লাগে। সেজন্য আমরা বলছি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল ফেলোশিপ এক্ষেত্রে বড় কাজ করবে। আমরা যদি এখানে এসে সময় নিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করি, এটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক দিয়ে আমরা অনেক উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছি, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়েও আছি। তবে, এটা সময়ের ব্যাপার। পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপার। সবমিলিয়ে আশা করছি বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও স্বাস্থ্য খাতে ভালো কিছু করব।

প্রশ্ন: দেশে প্রতি বছর অসংখ্য নতুন চিকিৎসক বের হচ্ছেন। কিন্তু মানসম্মত চিকিৎসক নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: একটি দেশের চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের মান নির্ধারণের জন্য একটি লোকাল বডি থাকে। যেমন- আমি একজন গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্ট, আমেরিকান কলেজ অব ফিজিশিয়ান আছে, বোর্ড অব ইন্টারনাল মেডিসিন আছে। তারা নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে একজন চিকিৎসককে যাচাই করে এবং তার উন্নতির জন্য কী কী লাগবে সেটি নির্ধারণ করে। আমার মনে হয় বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কিংবা অন্য প্রফেশনাল বডি, বিশেষ করে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস) আছে, তারা এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

আমি বলব না যে আমাদের পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে ভালো হয়ে যাবে বা যতটা হওয়া দরকার ততটা হয়নি। তবে, অনেককে অনেক ধরনের হতাশাজনক কথাবার্তা বলতে শুনি। কিছু কিছু উপাদানের ওপর নির্ভর করে বলতে হয় যে, এ পয়েন্টগুলোতে আমাদের জুনিয়র চিকিৎসকরা ভালো করছেন না। সেগুলো যাচাই-বাছাই করে আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। কিন্তু আমরা সেভাবে ডেভেলপ করতে পারিনি। সেক্ষেত্রে আমাদের যে মেডিকেল কারিকুলাম আছে, সেটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে নিজেদের এগিয়ে নিতে হবে। এখানে পারস্পরিক সহায়তার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

চিকিৎসকদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, যারা প্রশিক্ষণ নেবে তারা যেন যথেষ্ট সাপোর্ট পায়, সেটা কিন্তু বড় জিনিস। আপনি একজন চিকিৎসককে প্রশিক্ষিত করতে চান, কিন্তু সে বছরের পর বছর পড়াশোনা করছে, সে তার পরিবারকে সাপোর্ট দিতে পারছে না, ফলে তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- এ বিষয়ও আমাদের দেখতে হবে। সবমিলিয়ে প্রশিক্ষণগুলো ভালো হলে চিকিৎসকের মানও ভালো হবে।

প্রশ্ন: কখনও যদি দেশের স্বার্থে, চিকিৎসাসেবার প্রয়োজনে দেশে চলে আসতে বলা হয়, আসবেন কি না?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে যেকোনো সময় দেশ চাইলে অবশ্যই চলে আসব। তবে, এখন যেভাবে পৃথিবী এগোচ্ছে এবং যেভাবে ভার্চুয়াল টেকনোলজি কাজ করছে, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বসেও কিন্তু আপনি দেশেই থাকতে পারেন। 'প্লানেটারি হেলথ অ্যাক্যাডেমিয়া' গত দেড় বছর ধরে সেটি প্রমাণ করেছে। তারপরও যদি শারীরিকভাবে দেশে চলে আসতে হয়, অবশ্যই চলে আসব।

তবে, আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছি যে চাইলেই যেকোনো সময় সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে পরি না। হয়তো নির্দিষ্ট সময় দেশে অবস্থান করে সাহায্য করতে পারি। আমরা যারা দেশের বাইরে অবস্থান করছি, সবাই কিন্তু একই ইচ্ছা পোষণ করেন। দেশের প্রয়োজনে যেকোনো সময় দেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

প্রশ্ন: দেশের তরুণ চিকিৎসকদের প্রতি আপনার বিশেষ কোনো পরামর্শ আছে কি না?

ডা. বি এম আতিকুজ্জামান: তরুণ চিকিৎসকদের সবসময় মনে রাখতে হবে, পুরো বিশ্বটা এখন হাতের মুঠোয়। হতে পারে বাংলাদেশ আলাদা একটি দেশ, যুক্তরাষ্ট্র আলাদা দেশ, কানাডাও আলাদা। কিন্তু আমাদের উন্নত প্রযুক্তি দরকার, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। এজন্য তাকে হতে হবে একজন গোবাল ফিজিশিয়ান। তার দক্ষতা হতে হবে গ্লোবাল ফিজিশিয়ানের মতো। সেজন্য তাকে এগিয়ে যেতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এটা করতে চাইলে তাকে কোলাবোরেট করতে হবে, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এ বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন নতুন কিছু জানার জন্য সবসময় তাদের ক্ষুধা থাকতে হবে। সবমিলিয়ে একজন তরুণ চিকিৎসককে হতে হবে সবচেয়ে বেশি স্মার্ট। তাকে হতে হবে সবচেয়ে বেশি দক্ষ, জানতে হবে নিজের সিলেবাসের বাইরেও চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা জানা-অজানা তথ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন সম্পর্কে বিএনপি

লবিস্ট নিয়োগ করেও সরকার নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে পারেনি

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন,সম্প্রতি বাংলাদেশের ২০২১ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনে 'সরকারের অপকর্ম' প্রকাশ পেয়েছে। বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাজা দেওয়া হয়েছে।গুম,খুন অপহরণ করে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গণতন্ত্রীকামী জনগণের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে কিংবা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করে দেশের জনগণের কাছে তাদের অপকর্ম আড়াল করতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশিত বাংলাদেশের মানবাধিকার রিপোর্টে দেখা যায়, কোনো অপকর্মই সরকার আড়াল করতে পারেনি। হাজার হাজার ডলার খরচ করে লবিস্ট নিয়োগ করেও আওয়ামী সরকারের মরণঘাতি দুঃশাসনের বিভীষিকা আড়াল করা যায়নি।আইন-আদালত সরকারের কবজায়। দেশের নিরাপত্তা বাহিনী গুম, খুন ও বিচারবর্হিভূত হত্যায় জড়িত। বিরোধী দল নিধনে তারা নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করছে।বাকস্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে যে, দেশে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের কবর রচনা করতেই সরকার দেশের আইন-আদালতকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রেখেছে।

প্রতিবেদনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 'রাজনৈতিক বন্দি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া সরকারের প্রতিহিংসার শিকার। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং তাকে উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার সম্পর্কে গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিভ্রান্ত নয়।অর্থাৎ এই সরকার যে দুর্বিনীত দুঃশাসন চালাচ্ছে, যে অনাচার চালাচ্ছে, সেটিকে যতই ঢেকে রাখার চেষ্টা করুক আজকে সেগুলো উন্মোচিত হচ্ছে বিশ্ববাসীর কাছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে।সেগুলোর কোনোটাই লুকিয়ে রাখতে পারছেন না সরকার।

তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি জনাব তারেক রহমানের সহধর্মিনী ডা. জুবাইদা রহমান-যিনি রাজনীতির সাথে বিন্দুমাত্র যুক্ত নন, তার বিরুদ্ধেও অসত্য ও কাল্পনিক মামলা দায়ের করে সেটি এখনও চালু রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে চলছে ধারাবাহিক মিথ্যাচার-অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা। এগুলি সবই সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা। বেগম খালেদা জিয়া কিংবা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনের নেতা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সরকারের মিথ্যা মামলা, অপপ্রচার আর হয়রানির নেপথ্য কারণ বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে সংকট তৈরি করা। তবে সরকারের এই কুমতলব সম্পর্কে দেশ বিদেশের গণতন্ত্রকামী শক্তি সতর্ক এবং সজাগ। বিনাভোটের সরকার বন্দুকের জোরে র‍্যাব-পুলিশ কিংবা আদালতকে ব্যবহার করে যতই অপপ্রচার চালাক, দেশে বিদেশে কেউ এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত নয়।

রিজভী বলেন, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত এই মানবাধিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাজা দেওয়া হয়েছে।আইন-আদালত সরকারের কব্জায়। বিরোধী দল নিধনে নিরাপত্তা বাহিনীকে সরকার ব্যবহার করছে। বাক-স্বাধীনতা সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে-২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, বাক্সভর্তি জালভোট, বিরোধী পোলিং এজেন্টদের ভয় দেখানোসহ নানা অনিয়ম ছিল ঐ নির্বাচনে। পর্যবেক্ষকরা ঐ নির্বাচনটিকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলে স্বীকৃতি দেয়নি। সুতরাং বেগম জিয়া ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিহিংসার শিকার। তাই এই মুহূর্তে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।

রিজভী বলেন, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে একটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। পতনের আতঙ্কে নি-শিরাতের মহা দুর্নীতিবাজ সরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও নিজেদের দলীয় ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীসহ বিরোধী মত ও রাজনৈতিক শক্তির ওপর। বিএনপির নেতা-কর্মীদের ইফতার মাহফিলেও তারা নারকীয় হামলা চালাচ্ছে। টলটলায়মান গদি যেকোন সময় তাসের ঘরের মতো পড়ে যেতে পারার সম্ভাবনায় আওয়ামী সরকার এখন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন-মেগা প্রকল্প নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বাস্তবতা হলো-বিভ্রান্তি নয়,অভিনব নজীরবিহীন দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত মেগা প্রকল্প নিয়ে সত্য কথাই আজ দেশ-বিদেশে বলাবলি হচ্ছে। এই মেগা প্রকল্পের নামে লাখ লাখ কোটি টাকা যে লুটপাট হচ্ছে তা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলংকার মতোই ধাপে ধাপে দেউলিয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

রিজভী বলেন, ১৩ এপ্রিল পলাশে ঘোড়াশাল পৌরসভা বিএনপির উদ্যোগে এতিম ও ছাত্রদের জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা এসে সকালে ব্যাপক হামলা চালিয়ে বিএনপির প্যান্ডেল দখল করে নেয়। এসময় পলাশ বিএনপি'র দফতর সম্পাদক ফরহাদ হোসেনকে পুলিশ দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বলে কোন অবস্থাতেই বিএনপিকে ইফতার করতে দেওয়া হবে না।এই সন্ত্রাসী আক্রমণের মুখেও ড. মঈন খানের নেতৃত্বে বিএনপি নেতাকর্মীরা রাস্তার পাশে কোঅপারেটিভ স্কুলের প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপরে বসেই আমজনতা সহ ইফতার সম্পন্ন করে। এ সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এতিমদের জিম্মি করে রাখে। এই ভয়ংকর সন্ত্রাসী পরিস্থিতি দেখে এলাকাবাসী বলাবলি করছিল যে, সরকার কি এখন দেশের মানুষকে ইফতারও করতে দেবে না?

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, কেন্দ্রীয় নেতা মীর সরফত আলী সপু,আবদুস সালাম আজাদ,আসাদুল করিম শাহিন ও শ্রমিকদলের আনোয়ার হোসেইন উপস্থিত ছিলেন।

জেরুজালেমের পথে

(২৫ পাতার পর)

ধীরে-ধীরে জমি হারাচ্ছে। ইহুদিরা দলে-দলে সেখানে আসে এবং জমি ক্রয় করতে থাকে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় সাত লাখের মতো ফিলিস্তিনী বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তারা ভেবেছিল দ্রুত সমস্যার সমাধান হলে তারা বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু ইসরায়েল তাদের আর কখনোই বাড়িতে ফিরতে দেয়নি।

ইজরাইল দেশটি মানচিত্রে পৃথিবীর সর্বনিম্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এই দেশেই এমন একটি সাগর রয়েছে যার নাম ডেড সি বা মৃত সাগর এই সাগরের পানিতে যদি আপনি সাঁতার না জেনে পানিতে অবস্থান করেন তবুও আপনি ডুবে যাবেন না কারণ এই সাগরের লোনা পানিতে কোন কিছুই তলিয়ে যায় না যা ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই সমুদ্রে লবন এর আকৃতি অনেকটা বিশাল এই সমুদ্রের পানিতে এমন একটি বিশেষ গুণ রয়েছে যা শরীরের ত্বকের জন্য বিশেষ উপকারী। তাই এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের শরীর এবং মুখে মাটি মাখেন। ইজরাইল এমন একটি দেশ যে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনো বয়সেই মানুষকেই সেনা প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরকে অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে তিন বৎসর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দুই বৎসর প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

কফি খাওয়া শেষ। তিনটা বাজতে এখনও কিছু বাকী। তাই কফি শপে বসে না থেকে একটু এদিক ওদিক হেঁটে বিমান বন্দরটা দেখে নিচ্ছিলাম। ঝকঝকে চকচকে এই বেন গুরিয়েন বিমান বন্দর। ইসরায়েলের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দেশের ব্যস্ততম এই বিমানবন্দর টি জেরুজালের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার এবং তেল আবিব থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।১৯৭৩ সালে ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়নের নামানুসারে বিমানবন্দরের নাম করণ করা হয়েছিলো। উচ্চ স্তরের নিরাপত্তার জন্য বিমানবন্দরটি মধ্যপ্রাচ্যের ৫টি সেরা বিমান বন্দরের একটি বলে বিবেচনা করা হয়।

হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম তিনটা বাজতে আর মাত্র ৫ মিনিট বাকী। তাই আর বিলম্ব না করে লাগেজ ঠেলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দেখলাম গেটের পাশেই হোলি ল্যান্ড লেখা আমার হোটেলের বাসটা দাড়িয়ে আছে। তা দেখে সারা শরীরে আমার একটা স্বস্তির ভাব ছড়িয়ে গেলে। বাসের পেটে লাগেজ দুটো ভরে দিয়ে ভেতরে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই বাস ছুটে চললো আমার স্বপ্ন শহর জেরুজালেমের পথে। (চলবে)

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮





নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে বিমান চালু করতে প্রবাসীদের সহযোগিতা চাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে বিমান চালু করতে প্রবাসীদের সহযোগিতা চেয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এই রুটে বিমান চালুর জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতিই সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিলেই নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে বিমান চালু সম্ভব হবে। এজন্য তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রবাসীদের দাবী জানানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষে শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ও নিউ আমেরিকান ভোটার এসোসিয়েশন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন উপরোক্ত কথা বলেন। গত ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। ইফতার পরবর্তী আলোচনা পর্বে ড. মোমেন আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে খুব ভালো এবং শক্তিশালী সম্পর্ক বিরাজ করছে। তিনি বলেন আগামী দিনে এই সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তার অংশ বিশেষ পড়ে শুনিয়ে ড. মোমেন বলেন, 'জো বাইডেন লিখেছেন, ৪ এপ্রিল আমরা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন করছি, যা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাই-লফলক। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে বাংলাদেশের মানুষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, দেশকে সমৃদ্ধ করা, উদ্ভাবনী কর্মপ্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য একটি মডেলে পরিণত হয়েছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জো বাইডেন তাঁর চিঠিতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারত্বের সম্পর্ক আগামী ৫০ বছরে নিঃসন্দেহে আরো শক্তিশালী হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এবং 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ দেশের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত, দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবতার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরিষদের সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান অনুষ্ঠানে তার সংগঠনের কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং ভোটার এসোসিয়েশনের ড. দিলীপ নাথ মূলধারার রাজনীতিকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসম্যান ও নিউইয়র্কের আগামী নির্বাচনে গভর্ণর পদপ্রার্থী টম সুজি সহ এলিজাবেথ ক্রাউলী, সিটি কাউন্সিলওম্যান নাটালি লি, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদ ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুবকর সিদ্দিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, ডা. মাসুদুল হাসান এবং ড. দিলিপ নাথকে কংগ্রেসম্যান টম সুজি'র পক্ষ থেকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও ড. মোমেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কংগ্রেসম্যান টম সুজি তার বক্তব্যের শুরুতে সালাম ও রমাদান মোবারকের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমার বাবাও ইমিগ্র্যান্ট ছিলেন, কুইন্সের বাসিন্দা হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। বলেন, বাংলাদেশীরা অগ্রসরমান কমিউনিটি। তারা নিজেদের মেধা, শ্রম, যোগ্যতায় মূলধারার রাজনীতিতে জায়গা করে নিচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশী-আমেরিকান দ্বিতীয় প্রজন্ম সকল ক্ষেত্রেই খুব ভালো করছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এম মনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ কনস্যুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল ড. মো. মি-নরুল ইসলাম, মন্ত্রী পত্নী সেলিনা মোমেন, মন্ত্রীর বড় ভাই শেলী এ মুবদী, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, শেখ কামাল স্মৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সমন্বয়কারী আব্দুর রহিম বাদশা, ডা. বর্ণালী হাসান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী, রমেশ নাথ, সহ সভাপতি সৈয়দ বশারত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক চন্দন দত্ত, জনসংযোগ সম্পাদক কাজী কয়েস, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিসবাহ আহমেদ, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম, কার্যকরী সদস্য মুক্তিযোদ্ধা সরাফ সরকার, হিন্দাল কাদের বাপ্পা, নি-উইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইনক'র সভাপতি আব্দুস শহীদ, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোর্শেদা জামান, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা ইফজাল চৌধুরী, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund
প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী
Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice
SHEIKH SALIM
Attorney at Law
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
• কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা • ভুল চিকিৎসা • ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
• স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা • মটর গাড়ি দুর্ঘটনা • অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
• লেড বিষ সম্বন্ধীয় • কাজের সময় দুর্ঘটনা • মিনিমাম প্রয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
• বার্থ রিলেটেড ইনজুরি • পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া • যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



খোশ আমদেদ মাহে রামাদ্বান

সবাইকে পবিত্র ঈদ-উল ফিতর-এর

শুভেচ্ছা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডেটলাইন নোয়াখালী

জান্নাতকে খুনের লোমহর্ষক বর্ণনা

ঢাকা ডেস্ক: তাসপিয়া আক্তার জান্নাত। চার বছর বয়সী ছোট্ট শিশু। দুই মাস হলো প্রবাসী পিতা আবু জাহের দেশে ফিরেছেন। বাবার কাছে কন্যার হরেক রকমের আবদার-বাহানা। বুধবার বলে, বাবা চিপস ও চকলেট কিনে দাও। মেয়েকে স্থানীয় দোকানে নিয়ে যান বাবা। কে জানতো বাবার কাছে জান্নাত আর কোনোদিন কিছু চাইবে না। বাবার কোল।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কিন্তু সেখানেও শিশুটিকে বাঁচতে দিলো না সন্ত্রাসীরা। গুলি করে নির্মমভাবে খুন করে তাকে। গুলিবিদ্ধ হন পিতাও। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের মালেকার বাপের দোকান এলাকায় বুধবার বিকালে এ ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে লোমহর্ষক পুরো ঘটনার বর্ণনা। এতে তোলপাড় নোয়াখালী জুড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জান্নাতকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুর ইউনিয়নের চিহ্নিত সন্ত্রাসী রিমন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। নিহতের নিকটাত্মীয় এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, গত কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়ির আল আমিন নামে এক ব্যক্তি জমিনের মাটি বিক্রি করে রিমনের এলাকার বাদশার কাছে। বাদশা ওই জায়গা থেকে ৬ ফিট মাটি কাটে। এরপর আরও মাটি কাটতে গেলে আমাদের বাড়ির লোকজন তাদের বাধা দেয়। বলে যে, এভাবে মাটি কাটলে আমাদের জায়গা ভেঙে পড়বে। মাটি কাটতে বাধা দেয়ার খবর পেয়ে সন্ত্রাসী রিমন ও তার লোকজন আমাদের বাড়িতে এসে গোলাগুলি করে এবং সন্তানসম্ভবা ভাগ্নির পেটে আঘাত করে। বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ ওই নারীকে প্রথমে চিকিৎসা দিতে বলে। মামুন আরও বলেন, মাটি কাটার বিরোধের জের ধরে বুধবার বিকাল ৪টার দিকে রিমন ও তার বাহিনীর সদস্যরা মালেকার বাপের দোকান এলাকায় অবস্থিত আমার দোকানে এসে আমাকে গালিগালাজ করে। আমার মামা জাহের তার শিশু মেয়ে জান্নাতকে নিয়ে দোকানে আসে চিপস ও চকলেট কিনতে এ সময় সন্ত্রাসী রিমন মামাকে আমার দোকানে দেখে গালমন্দ করে বলে তোর শেল্টারে এরা এসব করছে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে। জান্নাতকে ইট দিয়ে আঘাত করে। এরপর মামা দোকান থেকে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে রিমন ও তার বাহিনীর সদস্যরা পিছন থেকে পুনরায় জান্নাতকে এবং মামাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে জান্নাত কানে, মাথায় এবং চোখে গুলিবিদ্ধ হয়। স্থানীয় এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের দু'জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেয়ার পথে রাত সাড়ে ৮টার দিকে জান্নাত মারা যায়।

আহত জাহের গণমাধ্যমকে বলেন, আমার মেয়ে ইটের আঘাতে ভয়ে পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। আমি মেয়েকে বুকে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু পরনের লুঙ্গি ঢিলে হওয়ার কারণে পারিনি। এ সময় পেছন থেকে রিমন ও তার সহযোগীরা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে আমার ও মেয়ের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। আবু জাহের বলেন, আট বছর পরে আমারে একটা মেয়ে দিছে আল্লাহ। আমার কলিজাটারে শেষ করে দিছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমি ওই সন্ত্রাসীদের ফাঁসি চাই।

জান্নাতের মা জেসমিন আক্তার জানান, তার স্বামী দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। দুই মাস আগে মেয়েকে দেখতে দেশে ফিরেন। বিকালে মেয়ে তার বাবার কাছে বায়না ধরে তাকে চিপস কিনে দিতে। তখন তার স্বামী আবু জাহের মেয়েকে কোলে নিয়ে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরের মালেকার বাপের দোকান এলাকায় যান। কিছুক্ষণ পরই জানতে পারেন সন্ত্রাসীরা তার স্বামী ও মেয়ের ওপর গুলি করেছে। জেসমিন আক্তার অভিযুক্তদের ফাঁসি দাবি করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বেগমগঞ্জ সদর (সার্কেল) নাজমুল হাসান রাজীব (পিপিএম) এ ব্যাপারে বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ঘটনায় ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে। পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। অভিযুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।'

VISIT
JERUSALEM
Al-Aqsa : Bethlehem : Hebron : Jericho
28 May - 4 June
$3550 Per Person
INCLUDED:
6 Night Accomodation's
Daily Breakfast
Ground Transport to Hotel and Airports
Guided Tour.
Round Trip Airfare

Must have US Passport with a validity of at least six month from the date of travel.
Contact
বাংলা ট্যুর ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package


WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
পাম্পার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারকেলা বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কঠোর নিরাপত্তায় বাংলা বর্ষবরণ



ঢাকা ডেস্ক: ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে বাংলা বর্ষবরণ করেছে দেশের মানুষ। তবে অন্যান্য বছর নববর্ষে পান্তা-ইলিশসহ দেশী খাবারের আয়োজন থাকলেও এবার পবিত্র রমজানের কারণে এমন আয়োজন ছিল না। রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় উৎসবে মানুষের উপস্থিতিও কম ছিল। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রমনাসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্ষবরণের অনুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয়া হয়। লেকে স্পিডবোট নিয়ে নৌবাহিনীর টহল দলের পাশাপাশি উঁচু টাওয়ার বসিয়ে সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠানস্থল নজরদারি করে র‍্যাব-পুলিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশের প্রত্যেকটি পয়েন্টে ছিল পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি। এ ছাড়াও পুরো এলাকায় ছিল র‍্যাব, বোম ডিস্পোজাল ইউনিট, সোয়াট ও সাদা পোশাকের পুলিশ। সকাল ৯টায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে টিএসসির রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গণ থেকে ভিসি অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা স্মৃতি চিরন্তন হয়ে পুনরায় টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রার সামনে এবং পেছনে ছিল পুলিশ, র‍্যাব ও সোয়াট সদস্যদের উপস্থিতি। এ ছাড়াও যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য শোভাযাত্রার ভেতরেও সাদা পোশাকে পুলিশ ও অন্যান্য গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা ছিলেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বসানো হয় চেকপোস্ট।

শোভাযাত্রায় আবহমান বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকী উপস্থাপনের নানা বিষয় স্থান পায়। এবারের শোভাযাত্রায় ঘোড়া ও টেপা পুতুলসহ মোট পাঁচটি বড় মোটিফ ছিল। এ ছাড়াও ছিল রঙতুলির আঁচড়ে আঁকা বাঘ, সিংহসহ নানা রকমের মুখোশ। নতুন বছরে উদ্দীপনা জাগাতে রমনা বটমূলে ছিল ছায়ানটের অনুষ্ঠান। মূল ভাব ছিল 'নব আনন্দে জাগো'। অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে রামকেলি রাগ পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার এ অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে সাজানো হয় প্রায় ৩৭টি আয়োজন দিয়ে। পরিবেশন করা হয় গান, একক আবৃত্তি। এবারের পরিবেশনায় অংশ নেন ৮৫ জন শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগান আর আবৃত্তি শেষে জাতীয়সঙ্গীত দিয়ে শেষ হয় ছায়ানটের বর্ষবরণ উৎসব। এ ছাড়া শিশুপার্কের সামনে ফকির আলমগীরের সংগঠন ঋষিজের আয়োজনে বর্ষবরণের উৎসব শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া ছিল স্পন্দন নাচ, অনন্যা, ইকবাল খুরশিদের আবৃত্তি। কেবল স্মৃতি হয়ে ছিলেন সংগঠনের দীর্ঘ দিনের সভাপতি ফকির আলমগীর। তার ও আবৃত্তিকার হাসান আরিফের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে এক মিনিট নীরব ছিলেন উপস্থিত সবাই। তারপর গেয়েছেন রফিকুল আলম, ফকির শাহাবুদ্দিন, আরিফ রহমান, আবুবকর সিদ্দিকরা। সকাল ৭টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা, সাড়ে চার ঘণ্টা চলে এ অনুষ্ঠান।

এ দিকে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বছরের শুরুর দিন থেকেই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা। এর আয়োজক বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক)। মেলায় বিসিক থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের তৈরি হস্ত ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর স্থান পেয়েছে। থাকছে কারুপণ্য, নকশিকাঁথা, পাটপণ্য, বুটিকস পণ্য, জুয়েলারি, চামড়ার পণ্য, ইলেকট্রনিকস পণ্য, মধুসহ নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। অন্য দিকে তাঁতীবাজার-শাঁখারী বাজারে পয়লা বৈশাখ ও হালখাতা উৎসব উদযাপন করা হয়েছে।

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



বাংলাদেশ সফরের জন্য শ্রীলঙ্কার প্রাথমিক দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক: মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। প্রায় ৫১০০ কোটি ডলারের আন্তর্জাতিক ঋণ মাথা নিয়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে দেশটি। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটাঙ্গনেও। তবে এই কারণে লঙ্কানদের বাংলাদেশ সফর থেমে থাকছে না। টেস্ট সিরিজ খেলতে ঢাকায় আসবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। ইতোমধ্যে সফরের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে মে মাসের শুরুতে বাংলাদেশে আসবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। শুক্রবার (১৫ এপ্রিল) সফরের জন্য ২১ সদস্যের নাম ঘোষণা করেছে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। যেখান থেকে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে ঢাকায় পাঠানো হবে ১৮ জন ক্রিকেটারকে।

ঘোষিত স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন লাহিরু থিরিমান্নে ও চারিথ আসালাঙ্কা। এছাড়া ঘরোয়া টুর্নামেন্টে ব্যাট হাতে আলো ছড়ালেও ডাক পাননি কামিন্দু মেন্ডিস। স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন রোশেন সিলভা ও ওসাদা ফার্নান্দো।

আগামী ১৫ মে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টের লড়াইয়ে নামবে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। মিরপুরে দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে ২৩ মে। আগামী ৮ মে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের ঢাকায় আসার কথা রয়েছে।

শ্রীলঙ্কা দল: দিমুথ করুনারত্নে (অধিনায়ক), ওসাদা ফার্নান্দো, পাথুম নিশাঙ্কা, ধনঞ্জয়া ডি সিলভা (সহ-অধিনায়ক), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, কামিল মিসারা, কুশল মেন্ডিস, রোশেন সিলভা, নিরোশান ডিকওয়েলা, দীনেশ চান্দিমাল, রমেশ মেন্ডিস, চামিকা করুনারত্নে, কাসুন রাজিথা, বিশ্ব ফার্নান্দো, দিলশান মাদুশঙ্কা, শিরান ফার্নান্দো, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রবীণ জয়াবিক্রমা, লাসিথ অ্যাম্বুলদেনিয়া, জেফরে ভেন্ডারসে, সুমিন্দা লক্ষণ ও লাকসিতা মুনাসিংহা।

ওয়ার্নারকে মোস্তাফিজ

‘আমিও তোমাকে ভালোবাসি’

স্পোর্টস ডেস্ক: সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠে মোস্তাফিজুর রহমানের। চলতি আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের ড্রেসিং রুম আবার এক করেছে দু'জনকে। ওয়ার্নার-মোস্তাফিজের বন্ধুত্বেও যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। মোস্তাফিজের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে গিয়ে রীতিমত বাংলা শেখা শুরু করে দিয়েছেন এই অজি ওপেনার। গত ১০ এপ্রিল আইপিএলে কালকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় ওয়ার্নার বলেন, ‘হেই বাডি (বন্ধু)! হাউ আর ইউ? কেমন আছো? আমি তোমাকে ভালোবাসি! গুড টু সি ইউ (তোমাকে দেখে খুশি হলাম।’ ওয়ার্নারের এই বার্তা যে মোস্তাফিজের উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।



শুক্রবার (১৫ এপ্রিল) ওয়ার্নারকে বার্তা পাঠান মোস্তাফিজ। দু'জনের অনুশীলনের ছবি টুইটারে পোস্ট করে মোস্তাফিজ বাংলায় ক্যাপশন লিখেছেন, ‘আমিও তোমাকে ভালোবাসি, ডেভিড ওয়ার্নার।’

চলতি আইপিএলে ৪ ম্যাচে ২ জয় পেয়েছে মোস্তাফিজের দিল্লি। তিন ম্যাচ খেলে ৩ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। সেরা বোলিং ২৩ রানে ৩ উইকেট। এবার নিজের প্রথম ম্যাচেই ৩ উইকেট নেন বাংলাদেশী ‘কাটার মাস্টার’। পরের দুই ম্যাচে উইকেট না পেলেও কিপ্টে বোলিং করেছেন। চলতি আসরে তিন ম্যাচে মোস্তাফিজের ইকোনমি রেট ৫.৮৩। অভিষেক আসরের পর আইপিএলে এটাই সবচেয়ে ভালো শুরু মোস্তাফিজের। ২০১৬তে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ক্যাপে ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেট নেন ৭.৬৮ ইকোনমিতে। ইনজুরির কারণে পরের আসরে মাত্র ১ ম্যাচ খেলেন তিনি। গত আসরে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ১৪ ম্যাচে মোস্তাফিজের ইকোনমি রেট ছিল ৮.৪১, উইকেট পেয়েছিলেন ১৪টি। এর আগে মুম্বইয়ের হয়ে ২০১৮'র আসরেও বেশ খরুচে ছিলেন মোস্তাফিজ। ৭ ম্যাচে ৭ উইকেট নিলেও ৮.৩৬ ইকোনমি রেটে রান দেন তিনি। কলকাতার বিপক্ষে গত ম্যাচে ৪ ওভারে মাত্র ২১ রান দেয়ার পর মোস্তাফিজকে উপহার দেন দিল্লি কোচ রিকি পন্টিং। প্রতি ম্যাচেই কোচের কাছ থেকে গিফট পাচ্ছেন ফিজ। এ নিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা শুধু আমার জন্য না প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্যই অনুপ্রেরণার। ম্যাচ হারি আর জিতি, আপনি যদি ভালো পারফর্ম করেন...। ড্রেসিং রুমে সবার সামনে ভালো ভালো কথা বা যে যেদিন ভালো করছে সেদিন তার সম্মানটা বাড়ছে। তাকে সামনে নিয়ে আসা, এটা আমার মনে হয় খুবই ভালো।

বোলিংয়ে চমক পারভেজ রসুলের ব্যাট হাতে বিজয়কে ছাড়িয়ে নাঈম

স্পোর্টস ডেস্ক: ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লীগের (ডিপিএল) প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ব্যাট হাতে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের তালিকায় লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের নাঈম ইসলাম পেছনে ফেলেছেন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের এনামুল হক বিজয়কে। আসরে বল হাতে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের ভারতীয় বোলার পারভেজ রসুলের দাপট। ২০ উইকেট নিয়েছেন কাশ্মীরের এ অফস্পিনার।

প্রাইম ব্যাংকের উইকেটকিপার ব্যাটার বিজয় ১০ ইনিংসে ৭২.৮০ গড়ে করেন ৭২৮ রান। সমান ইনিংসে নাঈমের সংগ্রহ ৭৪৯ রান। দু'জনই ২টি করে সেঞ্চুরি ও ৫টি করে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তবে স্ট্রাইকেরেটে নাঈমের (৭৮.৬৭) চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে বিজয় (৯৭.৯৮)।

১০ ইনিংসে ৪৮৭ রান নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে রূপগঞ্জ টাইগার্সের ব্যাটার জাকির হাসান। দুটি করে



সেঞ্চুরি ও হাফসেঞ্চুরি রয়েছে জাকিরের। ৫ ফিফটিতে আবাহনীর মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের সংগ্রহ ৪৭৭ রান। পঞ্চম স্থানে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটার চিরগ জানি করেছেন ৪৩৫ রান। একটি সেঞ্চুরি ও ৩টি হাফ+সেঞ্চুরি হাঁকান লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের এই অলরাউন্ডার। গাজী গ্রুপের মেহেদী মারুফ এক সেঞ্চুরি ও তিন ফিফটিতে করেন পঞ্চম সর্বাধিক ৪৩১ রান। এরপর রয়েছেন যথাক্রমে শাইনপুকুরের সিকান্দার রাজা (৪২৫), খেলাঘরের অমিত হাসান (৪১৯), শেখ জামালের সাইফ হাসান (৪১০) ও সিটি ক্লাবের আশিক উল আলম নাঈম (৪০৯)।

প্রথমবারের বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট লীগে খেলছেন পারভেজ রসুল। আর আবির্ভাবেই চমক দেখালেন তিনি। ২০ উইকেট নিয়ে উইকেট শিকারে শীর্ষে থাকা শেখ জামালের পারভেজ রসুল আসরে একবার ৫ উইকেট ও একবার নিয়েছেন ৪ উইকেট। সেরা বোলিং ২৯ রানে ৫ উইকেট।

প্রাইম ব্যাংকে খেলা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক রকিবুল হাসান ১০ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়ে রয়েছেন দুই নম্বরে। এই বাঁহাতি স্পিনার ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছেন ৩ বার। সেরা ৪০ রানে ৪ উইকেট। বোলিংয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৮ উইকেট নিয়েছেন চিরাগ জানি। ম্যাচে ৪ উইকেট নেন ২ বার। সেরা বোলিং ৪/২২।

শেষ ম্যাচে ৫ উইকেট নেয়ার সুবাদে মোহামেডানের স্পিনার নাজমুল ইসলাম অপু তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন। ১০ ম্যাচে তার শিকার ১৭ উইকেট। এছাড়া ১৭ উইকেট নিয়েছেন গাজী ক্রিকেটার্সের পেসার কাজী অনিক। খেলাঘরের মাসুম খান ও আবাহনীর তানজিম সাকিব নিয়েছেন ১৬টি করে উইকেট। ১৫টি করে উইকেট পেয়েছেন শেখ জামালের মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, রূপগঞ্জ টাইগার্সের এনামুল হক জুনিয়র, সিটি ক্লাবের আব্দুল হালিম, শেখ জামালের সানজামুল ইসলাম, প্রাইম ব্যাংকের মেহেদী হাসান, লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের মাশরাফি বিন মুর্তজা (৯ ম্যাচ) এবং রূপগঞ্জ টাইগার্সের মুকিদুল ইসলাম।

ক্লাব ক্যারিয়ারে হ্যাটট্রিকের অর্ধশতক রোনালদোর

স্পোর্টস ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর সময়টা খানিকটা ভাল-মন্দের মাঝে পার হচ্ছে। কোনো ম্যাচে গোল করে দলকে জেতাচ্ছেন আবার কোনো ম্যাচে একদম বাজে পারফরম্যান্স উপহার দিচ্ছেন ৩৭ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা। এতে নিজ সমর্থকদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে সমালোচনা। এরই মাঝে শনিবার (১৬ এপ্রিল) ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নরইউচের বিপক্ষে করেছেন দারুণ এক হ্যাটট্রিক।



আর এতেই পূরণ করলেন ক্লাব ক্যারিয়ারে নিজের অর্ধশত হ্যাটট্রিক। তার হ্যাটট্রিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিতেছে ৩-২ গোলে। চলতি মৌসুমে ম্যানইউর হয়ে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করলেন রোনালদো। এর আগে প্রথম মেয়াদে রেড ডেভিলদের হয়ে করেছিলেন আরও একটি হ্যাটট্রিক। এছাড়া ক্লাব ক্যারিয়ারে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ৪৪ বার এবং জুভেন্টাসের জার্সিতে তিনবার করেছেন তিনটি করে গোল। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর হ্যাটট্রিক সংখ্যা এখন ৬০।

শনিবার নরউইচের বিপক্ষে দারুণ এই জয়ে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখল ম্যানইউ। দিনের অন্য ম্যাচে সাউদ্যাম্পটনের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। আর এতেই ৩২ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠেছে এসেছে রোনালদোরা। সমান ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে টটেনহ্যাম। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে হলে সেরা চারে থাকতে হবে ম্যানইউকে। ক্লাব ক্যারিয়ারে হ্যাটট্রিকের অর্ধশতক রোনালদোর।





ইউরোপজুড়ে শরণার্থী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার সাত সপ্তাহের মাথায় ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে ইউক্রেনীয় শরণার্থীর সংখ্যা ৪৬ লাখ ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সংখ্যা ইউরোপে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী ও শিশু। বোমা, গুলি, ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে বিপন্ন জীবন নিয়ে সীমাহীন দুর্ভোগ সহ্য করে সীমান্ত পার হওয়া ইউক্রেনের নাগরিকদের বাস্তবতা ইতিহাসের অন্যান্য শরণার্থী সংকটের চেয়ে আলাদা। ভাগ্যহত এসব মানুষের জন্য আত্মীয়র মতো দুয়ার খুলে দিয়েছে ইউরোপ।

জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) দেওয়া তথ্যমতে, এখনও প্রতিদিন হাজারো মানুষ ইউক্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অন্তত ৩২টি দেশের প্রতিটিতে কমপক্ষে ১০ হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী সাত দেশে বেশিরভাগ শরণার্থী অবস্থান করছে। এই সাত দেশের মধ্যে পোল্যান্ডে ২৬ লাখ ৬৯ হাজার ৬৩৭, রোমানিয়ায় সাত লাখ ৯ হাজার ২৪৯, হাঙ্গেরি চার লাখ ৩৪ হাজার ৩৪২, রাশিয়ায় চার লাখ ৩৩ হাজার ৮৩, মলদোভায় চার লাখ ১৫ হাজার ৮৫০, স্লোভাকিয়ায় তিন লাখ ২৩ হাজার ২০, বেলারুশে ২১ হাজার ৮৫২ ইউক্রেনীয় আশ্রয় নিয়েছে।

সীমান্তবর্তী দেশগুলো ছাড়া ২৫টির বেশি দেশে কমপক্ষে ১০ হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শরণার্থী গ্রহণ করা সাতটি দেশ হলো- জার্মানি তিন লাখ ১০ হাজার, চেচনিয়া তিন লাখ, বুলগেরিয়া এক লাখ ৫২ হাজার ৩৪০, ইতালি ৯২ লাখ ৭১৬, তুরস্ক ৫৮ হাজার, স্পেন ৫১ হাজার ও ফ্রান্স ৪৫ হাজার। ইউরোপের বাইরে সবচেয়ে বেশি ৩৫ হাজার ইউক্রেনীয়কে আশ্রয় দিয়েছে ইসরায়েল। এ ছাড়া আরও কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় আশ্রয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মিসর, জাপান, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কায়।

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ নিয়ে যতটা বেশি হুংকার দিয়েছে ও অস্ত্র পাঠানোয় তারা যতটা আগ্রহী, শরণার্থী গ্রহণের বেলায় দেখা গেছে বিপরীত চিত্র। এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ইউক্রেনীয় শরণার্থী নিয়েছে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক লাখ শরণার্থী নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সে কার্যক্রম শুরু করেনি। মেক্সিকো সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় প্রায় আড়াই হাজার ইউক্রেনীয় ক্যাম্পে অবস্থান করছে। তবে সেখানে তাদের জন্য রয়েছে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রতিদিন একশ-দেড়শ করে ইউক্রেনীয়কে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকানো হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন সীমান্তে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে যেভাবে সেনা-পুলিশ দিয়ে নির্যাতন করানো হয়েছিল, সেটি ইউক্রেনীয়দের ক্ষেত্রে ঘটছে না। ওই সময় মধ্যপ্রাচ্যের আশ্রয়প্রত্যাশীদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে তাদের শিশু সন্তানদের আলাদা করে বন্দিশালায় রাখা হয়েছিল।

সীমান্ত ক্রসিংয়ে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের গ্রহণ করার জন্য ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী সাত দেশে রীতিমতো অভ্যর্থনা অফিস খোলা হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া হামলা চালানোর পর দলে দলে বিপন্ন মানুষের স্রোত দেখা গেছে সেসব অফিসে। একবার সীমান্তে পৌঁছাতে পারলেই তাদের জুটছে থাকার জায়গা, লাইন দাঁড়িয়ে হলেও মিলছে খাবার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বন্দোবস্তও হচ্ছে। করুণা, বঞ্চনা, অনাহার নয়; ইউরোপের সরকারগুলো তাদের জন্য জীবনের সব আয়োজন করছে। এরই মধ্যে ইউক্রেনীয় শরণার্থী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করারও উদ্যোগ নিয়েছে তারা।

আফগান যুদ্ধ, সিরিয়া যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, ইয়েমেন গৃহযুদ্ধ, লিবিয়ায় পশ্চিমা হামলা ও গৃহযুদ্ধ, সুদান গৃহযুদ্ধে উদ্বাস্তু হওয়া কোটি কোটি মানুষ ইউরোপের সীমান্তে মাথা ঠুকলেও তাদের জন্য সীমান্ত খোলা হয়নি। তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাঠানো হয়েছে গ্রিসের লেসবসসহ অনেক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। নাগরিক সুবিধা দূরে থাক, তাদের দুবেলা খাবারেরও নিশ্চয়তা নেই। এসব ভাগ্যহত মানুষ সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথে ডুবে মরেছে, সে সংখ্যা প্রতিবছর হাজারে হাজার।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার বিরুদ্ধে ইউরোপ যেভাবে একজোট হয়েছে, যেভাবে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে, তা নজিরবিহীন মানবিকতার দৃষ্টান্ত। তবে ইউক্রেনে বসবাসকারী এশীয় ও কৃষ্ণাঙ্গরা সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে বর্ণবাদের শিকার হয়েছে। আফ্রিকানদের ট্রেনে পর্যন্ত উঠতে দেওয়া হয়নি। ধ্বস্তধ্বস্তি করে ট্রেনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছালেও ইউক্রেনীয় আগে বলে তাদের ধাক্কা দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যার ছবি ও ভিডিও কিছু গণমাধ্যমে দেখা গেছে। আবার বিপন্ন জীবন নিয়ে যারা হেঁটে ও অন্য কোনো উপায়ে শরণার্থীদের জন্য তৈরি করা সীমান্তের অফিসে পৌঁছেছেন, তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গদের অভিযোগ, ইউক্রেনীয়রা শ্বেতাঙ্গ, তারা নীল চোখ ও স্বর্ণকেশী। তাদের জন্য সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিবিসি, সিএনএন একাধিক প্রতিবেদন করেছে।

৭ এপ্রিল বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শরণার্থীদের জন্য ইউরোপের দেশে দেশে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রমণ তথ্য দিয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে। এসব কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বঞ্চনার অভিযোগ শোনার জন্য বহু জরুরি নম্বর চালু করা হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম চালু করে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয়রা। দ্য ইন্টারসেপ্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ পর্যন্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচার চালিয়ে ইউক্রেনীয়দের জন্য প্রায় বিলিয়ন ডলার অর্থ তোলা হয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম, হোয়াটস অ্যাপে অনেক গ্রুপ কাজ করছে, যারা ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন রকম সহায়তা নিশ্চিত করছে। সবচেয়ে বেশি সক্রিয় গ্রুপের মধ্যে একটি সেন্ট জ্যাভলিন। অর্থ সহায়তার পাশাপাশি তারা সামরিক সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের সদস্য ২৭টি দেশে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের বিনা ভিসায় তিন বছর থাকার অনুমোদন দিয়েছে। কাজ করারও অনুমতি পেয়েছে তারা। বিবিসির খবরে আরও বলা হয়েছে, শুধু থাকা বা কাজের সুযোগই নয়, ইউক্রেনীয় শরণার্থীরা এই ২৭ দেশে সামাজিক কল্যাণমূলক সেবার আওতায় থাকবে। তাদের জন্য বাড়ির সুবিধা, শিক্ষার নিশ্চয়তা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এ জন্য সরকারিভাবে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ইউক্রেনীয় শরণার্থী গেছে পোল্যান্ড। রোমানিয়া, হাঙ্গেরিও রয়েছে চাপে। আশ্রয় নেওয়া ইউক্রেনীয়দের যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ ধীরে হলেও একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সরিয়ে নিচ্ছে। এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। যুক্তরাজ্যে যেসব ইউক্রেনীয়র আত্মীয় রয়েছে, তারা চাইলে বিনা ভিসায় ওই আত্মীয়দের সঙ্গে পারিবারিকভাবে বসবাস করতে পারবেন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের পরিবারগুলো ইউক্রেনীয়দের তাদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করলে সরকার থেকে তাদের মাসে ৩৫০ পাউন্ড করে দেওয়া হচ্ছে। সামাজিকভাবে ইউক্রেনীয়দের আত্তীকরণ করছে যুক্তরাজ্য।

যুক্তরাজ্যের মতো জার্মানিও একই ব্যবস্থা করেছে। যেসব জার্মান পরিবার ইউক্রেনীয়দের তাদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করছে, জার্মান সরকার তাদের ভর্তুকি দিচ্ছে। এ ছাড়া ইউক্রেনীয় শিশু ও তরুণদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে জার্মানি। বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এসব দেশে আশ্রয় মিলছে না। কোনোভাবে তারা এসব দেশে ঢুকে পড়লেও তাদের আটক করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো ইতালি, ফ্রান্স, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের ২৭টি দেশেই নাগরিক সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের। তা ছাড়া ইউএনএইচসিআর এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ইউক্রেনীয়দের জন্য সম্ভব সব কিছু নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শরণার্থীদের তালিকাভুক্তি, তাদের হাতে নগদ অর্থ প্রদান, ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জন্য নগদ সহায়তা- খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এসব করছে সংস্থাগুলো।

বিশ্ব থেকে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে ইউরোপের নেতাদের যে চেষ্টা, তারই একটি অংশ হিসেবে ইউক্রেনীয়দের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মনে করছেন একাংশের বিশ্লেষকরা। এভাবে ইউক্রেনীয়দের গ্রহণের পেছনে তাদের অন্য পরিকল্পনাও রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এমএসএনবিসির বিশ্লেষণ মতে, ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের ইউরোপের মানুষ আপনজন হিসেবে বিবেচনা করছে। তাদের একই রক্তের প্রবাহের আত্মীয় ভাবছে তারা। অথচ ২০১৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বেলায় দেখা গেছে উল্টো চিত্র। সীমান্তে তাদের ওপর চাবুক মারা হয়েছে। ধাওয়া দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সীমান্তের বহু দূরে। ছোট ছোট শিশুদের কাঁধে ও কোলে নিয়ে ভাগ্যহত পিতামাতা দিনের পর দিন জঙ্গলে কাটিয়েছে। পাচারকারীদের হাতে পড়ে এসব নিঃস্ব মানুষের অনেককে পথেঘাটে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিনা ফার্নান্দেজ নামে এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের পরিস্থিতি প্রতিদিন ইউরোপের বর্ণবাদকে সামনে আনছে। অর্থাৎ ইউক্রেনীয়রা যেভাবে সমাদৃত হচ্ছেন, অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীর বেলায় ঘটছে পুরো উল্টো। ২ মার্চ দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্ণবৈচিত্র্যের মানুষ (শ্বেতাঙ্গ নয় এমন) পোলিশদের হাতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইউএনএইচসিআরের প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডিও এ কথা স্বীকার করেছেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ইন্ডিয়া টুডের এক বিশ্লেষণে বলা হয়, পশ্চিমা গণমাধ্যমে এমনভাবে খবর প্রকাশ করা হচ্ছে, যেখানে তারা বোঝাতে চাইছে- ইউক্রেনীয়দের জন্য যুদ্ধ একেবারেই অপ্রত্যাশিত।





বড় হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কিত নিউইয়র্কবাসী

(শেষের পাতার পর)

হয়ে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীসহ নিউইয়র্কবাসী। সাম্প্রতিককালে নিউইয়র্কে গুলিবর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির রাস্তাঘাটে চলাচলে ভয় করেছেন সাধারণ মানুষ। সিটিকে সচল রাখার অন্যতম যে বাহন সেই পাতাল ট্রেন এখন আতঙ্কের আরেক নাম।

গত ১৩ এপ্রিল বুধবার নিউইয়র্কের ইষ্ট ভিলেজ এলাকা থেকে পুলিশ পাতাল ট্রেনে হামলাকারী ফ্র্যাঙ্ক জেমস (৬১) কে গ্রেপ্তার ও বিপুল সংখ্যক বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের পর নিউইয়র্কে বড় ধরনের হামলার আশঙ্কা করেছে পুলিশ।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত শহরে ২৯৬টি গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ কমিশনার কীচ্যান্ট এল সিওয়েল অবশ্য রাস্তায় গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলোতে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন এবং তাতে যে গুলিবর্ষণ কমেছে, তা নয় বরং গত ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার ব্রুকলীন সাবওয়ে স্টেশনে এলোপাতাড়ি গুলিতে ১০ জন গুলিবিদ্ধসহ ২৯ ব্যক্তিকে আহত করার ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধে সংখ্যা ও ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। করোনা ভাইরাস মহামারী চলাকালে সব ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজ করা সত্বেও অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিল যে মহামারীর অবস্থা কেটে যাওয়ার সঙ্গে অপরাধ হ্রাস পাবে। কিন্তু এর বিপরীতটাই ঘটেছে।

পুলিশ কমিশনার নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে অপরাধ দমন করার লক্ষ্যে সকল সম্পদ ও সুযোগ কাজে লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, গত তিন মাসে পুলিশ চার হাজার সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে, যা গত বছরের গ্রেফতার সংখ্যার দ্বিগুণের বেশি। কিন্তু তার বক্তব্য দেওয়ার ক'দিন পরই দুই পক্ষের গুলি বিনিময়ে ব্রুকসে এক পথচারি বৃদ্ধা গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ব্রুকলীনে গুলিতে নিহত হয় ১২ বছর বয়স্ক এক বালক। ব্রুকলীনের ডে-কেয়ারে তিন বছর বয়সী এক শিশুও গুলিবিদ্ধ হয়। এসব ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। সিটিতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কে পুলিশের কোনো ধারণা নেই। কারণ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা অপরাধীদের জন্য কোনো সমস্যা নয়।

গত তিন মাসে চুরি ও ডাকাতির ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ সিটিতে হত্যাকান্ড হ্রাস পাওয়ার যে দাবী করছে নিউইয়র্কের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বড় সিটিতে সংঘটিত হত্যাকান্ডের তুলনা প্রদর্শন করা হয়। এতে বলা হয়, নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক কম জনসংখ্যা অর্থ্যাৎ মাত্র ২৩ লাখ লোকর শহর টেক্সাসের হিউস্টনে গত বছর নিহত হয়েছে ৪৭৩ টি হত্যাকান্ড, আর হিউস্টনের চেয়ে প্রায় চারগুণ অধিক অর্থ্যাৎ ৯০ লাখের অধিক জনসংখ্যার নিউইয়র্কে হিউস্টনের সংখ্যার চেয়ে মাত্র ১৫টি বেশি হত্যাকান্ড ঘটেছে। নিউইয়র্ক সিটি থেকে মাত্র ৯০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত পেনসিলভেনিয়া স্টেটে মাত্র ১৫ লাখ লোকসংখ্যা অধ্যুষিত ফিলাডেলফিয়া সিটিতে গত বছর নিহত হয়েছে ৫৫৯ জন লোক। নব্বইয়ের দশকে এক বছরে ২ হাজারেরও বেশি লোক গুলিতে নিহত হয়েছিল বলে জানা যায়।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৬

(শেষের পাতার পর)

লাগে। হাটি, প্রিয় খোলা আকাশ দেখি, পথ দেখি, পথের মানুষ দেখি, কখনো কখনো কারো কারো সাথে কথাও বলি।

গতমাসের একদিন দুই স্টপেজ যাবার পর ট্রেন আর যাবে না, এক স্টপেজের জন্য আবার ট্রেনের অপেক্ষা না করে নীচে নেমে হাটা শুরু করলাম। হাটতে হাটতেই দুজন বেশ বয়স্ক লোককে দেখলাম রাস্তা পরিস্কার করছে। প্রথম জনকে শুভ সকাল বলার পর উনিও উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণ যাবার পর প্রায় অফিসের কাছাকাছি আরেকজন, উনি বেশ স্বাস্থ্যবান কিন্তু বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক, বেশ মনোযোগ রাস্তা পরিস্কার করছেন। শুভ সকাল বলার পর উনার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই দেখে একটু কাছে গিয়ে আবার বললাম গুড মর্নিং স্যার, হাউ আর ইউ।

উনি পেছন ফিরে খুব অবাক হয়ে বললেন তুমি আমাকে বলছো? বললাম, হ্যাঁ আপনাকে। আপনার কি মন খারাপ, আজ অবশ্য অনেক ঠান্ডা। উনি আরও অবাক হয়ে আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে বলছো? বললাম- হ্যাঁ স্যার।

উনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, হ্যাঁ অনেক ঠান্ডা। জিজ্ঞেস করলাম চা খাবেন, আমি এখন চা কিনতে যাব, আপনার জন্য নিয়ে আসব। উনি আরও অবাক, তারপর এমন অদ্ভুত সুন্দর একটা হাসি উপহার দিলেন বলার মতো না।

যথারীতি চা কিনতে গিয়ে দেখি সেই সকাল সাড়ে আটটাতেই দোকানে বেশ ভীড়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, দু'কাপ চা আর উনার জন্য নাস্তা নিয়ে ফিরে এসে দেখি উনি নেই! অদ্ভুত ব্যাপার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো মানুষটা। আশেপাশে খুঁজে দেখব তার উপায় নেই।

একে তো অফিস টাইম, আমি লেইট করা পছন্দ করি না, আগের দিন স্লো ফল হয়েছিল সম্ভবত, অনেক অনেক ঠান্ডা ছিল আর তখন এলাকাটা অতো ভালো চিনতাম না।

এতই মন খারাপ হলো যে বলে বা লিখে বুঝাতে পারব না। মানুষটা আমার সাদর সম্ভাষণে যতটা অবাক হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন চায়ের অফারে। আমার অনিচ্ছাকৃত দেরির জন্য উনি নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন, হয়তো ভেবেছেন আমি মিথ্যে বলেছি, ধোঁকা দিয়েছি।

কাউকে কথা দিলে কথা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করি, খুব ভালো করে জানি কথা না রাখা, বিশ্বাস ভঙের কষ্ট কী। জানতে চাইনি কিন্তু জেনে গেছি মানুষের হাজারো রকম মুখোশ থাকে।

কারো কারো এত বেশি মুখোশ থাকে যে নিজেরাই ভুলে যায় কোনটা আসল চেহারা।

খুব করে চাই উনার সাথে আবার দেখা হোক। কিন্তু চিনতে পারব কি? এক ঝলকের দেখা, উনিই কি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন? সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসিটা উপহার দিবেন? উনিও কি আমার মতোই অবিশ্বাসের কষ্টের পাহাড় বয়ে বেড়ান! না হলে সামান্য সম্ভাষণে এত অবাক হলেন কেন?

জীবন বড্ড অদ্ভুত আর আমার সাথে অদ্ভুত ঘটনাগুলো কেন যেন বেশি হয়!

যাইহোক আরেকটা মজার কথা বলি, সেদিন শরীর খারাপ প্লাস অফিসে লেইট হবার ভয়ে উবার কল করলাম। ড্রাইভার বাঙালী বেশ ইয়াং একটা ছেলে, ২৫/২৬ হবে। মাগো মা, ঠিকমতো বসতেও পারিনি। তার প্রশ্নবাণ শুরু হলো, ইংরেজিতে, ম্যাম হাউ আর ইউ, হুয়ার আর ইউ ফ্রম? ডু ইউ নিড হিটার? অর এসি। ডু ইউ লাইক মিউজিক। ডু ইউ ওয়ান্ট ফলো ম্যাপ অফ ইউ ওয়ান্ট শো দ্যা ওয়ে? আরও কত অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন মনেও নেই এখন।

প্রথম ৫ মিনিটে সে অন্তত ১৫/২০টা প্রশ্ন করেছে। আমি বাংলায় বললাম আপনি বাঙালী? আমিও বাঙালী কারণ গাড়িতে উঠার আগেই আমি নাম ভালো করে দেখে নেই। বাঙালী বলার পরও থামার লক্ষণ নেই। যেন সে ইংরেজি বলার আরো স্পিডে গাড়ি চালানোর এক্সাম দিচ্ছে।

অনেক কষ্ট করে একটুখানি ফুরসত পেয়ে বললাম আপনি প্লিজ রাস্তার দিকে মনোযোগ দিন। বলতে দেরি নেই সে রাস্তায় পার্কিং থেকে বের হচ্ছিল সেই গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগিয়ে দিল। ওই গাড়ির ড্রাইভার খুব দ্রুত পিছিয়ে গেলো, আমি এত জোরে চিৎকার করেছিলাম যে নিজের কানেই বিকট লাগলো।

সে দুঃখিত হবে দূরের কথা উল্টো ওই চালককে দোষারূপ করছিল যথারীতি ইংরেজিতে। সেই লোক তো নেমে মারতে আসলো। কী ভয়াবহ অবস্থা।

বললাম ভাই- তুমি আমায় নামিয়ে দাও আমি হেটে যাব, মরে যাব তাও পঙ্গু হতে চাই না।

কিসের কী! নো নো ম্যাম, ইউ কান্ট ওয়াক, আই ড্রপ। জোর করে অফিসে নামিয়ে দিল। নেমে বললাম শুনেন আমি চাইলে রিপোর্ট করতে পারি, নেগেটিভ রিভিউ দিতে পারি কিন্তু আপনি বাঙালী বলে দিলাম না।

গাড়ি চালানোর সময় কথা কম বলবেন আর স্মার্ট হওয়া ভালো কিন্তু অতি স্মার্ট ভালো না।

তখন খাঁটি বাংলায় বললো, আচ্ছা আপু, আর এমন হবে না!!

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২৮ থেকে ৩১ জুলাই

(শেষের পাতার পর)

গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার বাইরে সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী বইমেলা হিসেবে স্বীকৃত এই বইমেলার ৩১তম আসরের আহবায়ক গোলাম ফারুক ভুঁইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা একুশে পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ড. নূরন নবী, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার, মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, কথা সাহিত্যিক ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন, ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রাবন্ধিক-লেখক হাসান ফেরদৌস, কার্যকরী কমিটির সদস্য- সংস্কৃতি কর্মী সউদ চৌধুরী, প্রাবন্ধিক-গবেষক আহমাদ মাযহার, লেখক-সাংবাদিক ফাহিম রেজা নূর, লেখক আদনান সৈয়দ, ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ ও ব্লগার তানভীর রাব্বানী, সংস্কৃতি কর্মী সাবিনা হাই উর্বি, ফাউন্ডেশনের প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকর্তা মুরাদ আকাশ ও ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহা উপস্থিত ছিলেন।

কার্যকরী কমিটির সভায় আসন্ন ৪ দিনব্যাপী বইমেলাকে সফল করে তোলার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কোর কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যরা হলেন- গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, ফেরদৌস সাজেদীন, আহমাদ মাযহার, আদনান সৈয়দ, সেমন্তী ওয়াহেদ, তানভীর রাব্বানী ও বিশ্বজিত সাহা। হাসান ফেরদৌস এ কমিটির উপদেষ্টা।

এছাড়া গোলাম ফারুক ভুঁইয়াকে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ফান্ড রেইজিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে রয়েছেন ড. নূরন নবী, ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ, ফেরদৌস সাজেদীন ও তানভীর রাব্বানী।

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার আহবায়ক গোলাম ফারুক ভুঁইয়া জানান, ৩১তম বইমেলার অনুষ্ঠানমালা আরো বেশি বই কেন্দ্রিক ও বৈচিত্রময় হবে বলে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে ছয় মাসের মধ্যেবহু রেষ্টুরেন্ট বন্ধের আশংকা

(শেষের পাতার পর)

পায়। কিন্তু অনেক রেষ্টুরেন্ট তা পায়নি। যে কারণে এসব রেষ্টুরেন্ট আগামী ছয় মাসের মধ্যে ব্যবসায় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে পারেন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেস্টুরেন্ট কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে ৪৮টি রাজ্যের ১ হাজার লোকের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়েছে। যাতে ১ হাজার ৮২৪টি রেস্টুরেন্ট ও ৪ হাজার ৬২ জন কর্মীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৬ শতাংশ রেষ্টুরেন্ট রিভাইটালাইজেশন ফান্ডের জন্য আবেদন করেছিলো। এতে ১৪ শতাংশের বেশি এই তহবিল থেকে সহযোগিতা পায়নি।

ফেডারেল তহবিল থেকে সহযোগিতা না পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫২ শতাংশ আগামী ছয় মাসে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে ৪০ শতাংশ বলেছে, তারা সহযোগিতা না পেলেও আপাতত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকিতে নেই। ৮৬ শতাংশ রেষ্টুরেন্ট মালিকরা বলেছেন, তারা সরকারি সহযোগিতা দিয়ে নতুন কর্মী নিয়োগ করেছেন। এছাড়া বকেয়া ভাড়া প্রদান, মেরামত, ইউটিলিটি বিল ও সাপ্লায়াদের বকেয়া পরিশোধ করেছেন।

মেক্সিকো সীমান্তে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে

(শেষের পাতার পর)

বাস্তহারা মানুষের ঢল নেমেছে। এ পরিস্থিতিতে একটু ভালো থাকার আশায় ইউক্রেন থেকে সাধারণ মানুষ এখন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাচ্ছেন। কিন্তু যেভাবে সীমান্ত দিয়ে ইউক্রেনের শরণার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বেশ উদ্বিগ্ন। এ কারণে সীমান্তগুলোতে নতুন করে কড়াকড়ি আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ অবস্থায় মেক্সিকো সীমান্তে ইউক্রেনের শরণার্থীদের ঢল নেমেছে। মেক্সিকোর তিজোয়ানা শহরে সান দিয়াগো সীমান্তে গত ১৩ এপ্রিল বুধবার এক হাজার ইউক্রেনীয় শরণার্থী জমায়েত হন। তাদের অনেকের স্বজন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। এ কারণে তারা এ দেশটিতে আশ্রয় পাওয়ার আশায় সীমান্তে অপেক্ষা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন কর্তৃপক্ষ বলছে, এ সীমান্তে তাদের ২৪ জন কর্মকর্তা কাজ করছেন। প্রতিদিন এখানে ৫৭৮ জনের বেশি আবেদন জমা নিতে পারছেন না। এ কারণেই এখানেই তাঁবু গেড়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন ইউক্রেনীয় উদ্বাস্তরা।

দেশে বৈশ্বিক সেবা পৌঁছাবে 'প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া'

(শেষের পাতার পর)

বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো। দেশ-বিদেশের চিকিৎসকরা একে-অপরের সঙ্গে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, হালনাগাদ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া-নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করবেন বাংলাদেশী চিকিৎসকরা- এমন কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম 'প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া'।

গত ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার জাগো নিউজের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চারজন ট্রাস্টি (পরিচালনা পর্ষদ)। ৬ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশি চিকিৎসকের উদ্যোগে দুই বছর ধরে বাংলাদেশে কাজ করছে 'প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া'। এ সময় প্ল্যানেটারির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন দেশের দেড়শোর বেশি ফ্যাকাল্টি।

নিজেদের এ উদ্যোগের শুরুর গল্প বলতে গিয়ে ট্রাস্টি চেয়ারপারসন ডা. তাসবিরুল ইসলাম বলেন, এ প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরও ধারাবাহিকতা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই 'প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া' যাত্রা। এখন যারা প্ল্যানেটারিতে যুক্ত রয়েছেন তারা বিচ্ছিন্নভাবে দেশের চিকিৎসাসেবায় কাজ করেছেন। তবে সেটা যে যার মতো করে করছেন, এখনো ধারাবাহিক হয়নি।

তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে প্ল্যানেটারি। এ জন্য শুধু চিকিৎসক নয়, চিকিৎসাসেবায় যারা জড়িত (যেমন নার্স, টেকনিশিয়ান) সবার জন্য কাজ করার প্রয়োজন দেখছি। সেটা আস্তে আস্তে কীভাবে আরও উন্নত করা যায় সেটা করছি।

ডা. তাসবিরুল ইসলাম বলেন, দেশের অনেক অর্জন দেখছি, কিন্তু স্বাস্থ্যখাত বেশ পিছিয়ে। এ খাতে বাজেট কম, প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান নেই। তার চেয়েও বেশি চিকিৎসাসেবার প্রতি মানুষের আস্থার সংকট। এখানকার চিকিৎসকরা নিঃসন্দেহে অনেক ভালো, সরকারেরও সদিচ্ছা রয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। না হলে শুধু হাসপাতাল বাড়বে, চিকিৎসা সেবার মান উন্নত হবে না।

প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া ট্রাস্টি চেয়ারপারসন বলেন, ভারতে যতজন বিদেশি চিকিৎসা নিতে যাচ্ছে তার মধ্যে ৫৭ শতাংশ বাংলাদেশী। এ অবস্থা আগে মালদ্বীপের ছিল। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজেদের পরিবর্তন করেছে। এখন আর তাদের ভারতে যেতে হয় না। পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সেটা বাংলাদেশেও সম্ভব।

প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়ার চলমান কার্যক্রম নিয়ে ট্রাস্টি ডা. আতিকুজ্জামান বলেন, শুরুর পর থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত দেড়শোর বেশি একাডেমিশিয়ানকে প্ল্যানেটারির সঙ্গে যুক্ত করেছি। ২২টি বিষয় উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। প্রতি সপ্তাহে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের নিয়ে ওয়েবিনার করছি। ১৮০ টি লাইভ কোর্স এবং তিন হাজারের বেশি তরুণ চিকিৎসকে অন্যান্য কোর্স করানো হয়েছে এ পর্যন্ত। এছাড়া দশটির বেশি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞরা ক্লাস নিয়েছেন।

প্ল্যানেটারির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষ দেশেই বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষার বা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবায় পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিফলন ঘটাতে চাই। কীভাবে বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতে 'ট্রাস্ট' শব্দটি ফিরিয়ে আনা যায়, সে চেষ্টা করছি।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান বলেন, প্ল্যানেটারি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে একত্রে অনেক দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন। এমন প্ল্যাটফর্ম কোথাও নেই। এ প্ল্যাটফর্মে আমরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বেও বড় বড় দেশের চিকিৎসকদের যুক্ত করেছি।

ট্রাস্টি ডা. শাকিল ফরিদ বলেন, আমাদের দেশের চিকিৎসকরা অনেক ভালো। কিন্তু এখানকার চিকিৎসা দেওয়ার প্রক্রিয়া ভালো নয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে এসে বিদেশি চিকিৎসকরাও তার শতভাগ দিতে পারেন না। তবে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা সেবার ধরন বদলাতে হবে। আর তা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি।

ট্রাস্টি ওমর শরিফ বলেন, সবমিলে এটি একটি বৈশ্বিক বন্ধন সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। যা বাংলাদেশের একদম তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছাবে বলে আমরা আশাবাদী। গোলটেবিল বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন জাগো নিউজের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কে এম জিয়াউল হক। সঞ্চালনা করেন ডেপুটি সম্পাদক ড. হারুন রশীদ।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authored IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

আসছে ছয় লাখ ৭৯ হাজার কোটি টাকার বাজেট

ঢাকা ডেস্ক: দেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে বড় কোনো শঙ্কা নেই। অর্থনীতির প্রায় সব সূচকই ইতিবাচক। করোনা মহামারির ধাক্কা সামলে শিল্প ও সেবা খাতগুলো ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে। তবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও সারের দাম বৃদ্ধির কারণে সরকারের ভর্তুকিতে চাপ বাড়ছে।

পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ভোক্তাদের মধ্যে অর্থপ্রবাহ বাড়াতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় আগামী অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ছয় লাখ ৭৯ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার বাজেট প্রাক্কলন করেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে বাজেটের একটি রূপরেখা তুলে ধরবেন অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা। রূপরেখায় বাজেটের প্রাথমিক প্রাক্কলন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কাছে তুলে ধরা হবে। চলতি অর্থবছরে ছয় লাখ তিন হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়।

সূত্র জানায়, অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার হবে–এমন আশায় আগামী অর্থবছরে ছয় লাখ ৭৯ হাজার ৩৫০ কোটি টাকার বাজেট দিতে চাইছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এটি দেশের জিডিপির ১৫.৩৮ শতাংশ। আর চলতি অর্থবছরের বাজেট থেকে ৭৫ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা বেশি।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আগামী অর্থবছরে মোট আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে চার লাখ ৩৭ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির ৯.৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট আয় ধরা হয়েছে তিন লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে মোট আয় বাড়ছে ৪৮ হাজার কোটি টাকা।

প্রস্তাবিত বাজেটে আগামী অর্থবছরের মোট আয়ের মধ্যে এনবিআরকে তিন লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি জিডিপির প্রায় ৮.৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছর এনবিআরকে তিন লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া আছে। সে হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা ৪০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ ছাড়া আগামী বাজেটে মোট আয়ের মধ্যে নন-এনবিআর থেকে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকা। করবহির্ভূত রাজস্ব ৪৯ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

আগামী অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে দুই লাখ ৪২ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা। এটি জিডিপির ৫.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দুই লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। সে হিসাবে ঘাটতি বাড়ছে ২৮ হাজার ২৬০ কোটি টাকা।

চলতি অর্থবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে দুই লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা আগামী অর্থবছরের জন্য দুই লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকার এডিপির প্রস্তাব করছেন।

আগামী অর্থবছরের প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৭.২ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের প্রাক্কলিত মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩ শতাংশ।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
◆Personal Injury all kinds
◆Medical Mal Practice
◆Accident in Construction Work and Car Accidents
◆Lead Poisoning
◆Slip and Fall
◆All Civil Matters
◆Immigration all kinds & investments
◆Real Estate, Business
◆Bankruptcy
◆Criminal Case
◆Landlord-Tenant
◆Family Matter-Divorce
◆Employment Matter, Etc.


Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।
- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD
"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com


ছাত্রদলে নয়া নেতৃত্বের খোঁজে বিএনপি

বর্তমান কমিটির ওপর ক্ষুব্ধ দলের হাইকমান্ড



ঢাকা ডেস্ক: দীর্ঘ ২৭ বছর পর কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে গঠিত হয়েছিল বিএনপির অন্যতম সহযোগী সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বর্তমান কমিটি। দায়িত্ব পাওয়ার পর নানামুখী কর্মকাণ্ডে ছাত্রদলকে সক্রিয় করার প্রয়াস চালালেও মাঝপথে শীর্ষ কিছু নেতার অনিয়মের কারণে সংগঠনের সুপার ফাইভের প্রতি ক্ষুব্ধ বিএনপির শীর্ষ নেতারা। এমতাবস্থায় ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের কাজ শুরু করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। পদপ্রত্যাশীদের সাংগঠনিক আমলনামা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে গত মঙ্গলবার বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠক করেছেন তিনি। একজন একজন নেতার সাথে কথা বলে নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে মতামত নেন তারেক রহমান। ওই বৈঠকের পর ছাত্রদলের বর্তমান কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি হচ্ছে মর্মে পদপ্রত্যাশীরা প্রচারণা শুরু করেছেন। তবে কাউন্সিল ছাড়াই এবার সরাসরি ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি গঠনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের মতামত নেন তারেক রহমান। দীর্ঘ সাড়ে ৮ ঘণ্টায় ৪৩ জন কেন্দ্রীয় নেতার মতামত নেন তিনি। মতামত নেয়ার সময় ছাত্রদলের ৬০ সদস্যের কেন্দ্রীয় আংশিক কমিটির মধ্যে ঢাকার বাইরে থাকায় ও অসুস্থতাজনিত কারণে ১২ জন অনুপস্থিত ছিলেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সিনিয়র সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক উপস্থিত থাকলেও তাদের মতামত নেয়া হয়নি। পৃথকভাবে নেয়া ছাত্রদল নেতাদের মতামতের মধ্যে অধিকাংশই নতুন কমিটির পক্ষে মত দিয়েছেন। বর্তমান কমিটির বিষয়ে কী করা উচিত, নতুন কমিটি করলে কী ধরনের নেতা নির্বাচন করা উচিত এবং জেলা কমিটির বিষয়ে কী করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে মতামত নেন তারেক রহমান। এ বিষয়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা তাদের সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমানকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত দেন।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করে বলেন, সংগঠনকে গতিশীল রাখতে যে কোনো সংগঠনেরই নিয়মিত কমিটি হওয়া দরকার। আমাদের সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমান নতুন কমিটির বিষয় সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাব। ২০১৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে ছাত্রদলের ষষ্ঠ কাউন্সিলে ফজলুর রহমান খোকন সভাপতি এবং ইকবাল হোসেন শ্যামল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর ৬০ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা হলেও তা পূর্ণাঙ্গ করতে পারেনি বর্তমান নেতৃত্ব। গত বছরের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির দুই বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপর থেকে কমিটি পূর্ণাঙ্গ বা নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে সংগঠনের পদবঞ্চিতদের একটি বিরাট অংশ।

তারেক রহমানের কাছে মতামত দেয়া ছাত্রদলের একাধিক নেতা আলাপকালে জানান, তারা বলেছেন, বিগত আড়াই বছরে বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে পারেনি। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিও গঠন করতে পারেনি। এর মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজ, তেজগাঁও কলেজসহ অন্যান্য ইউনিট রয়েছে। কবে নাগাদ এসব কমিটি গঠন করা হবে তা অনিশ্চিত। ফলে পদপ্রত্যাশী অনেক নেতাকর্মী তাদের রাজনৈতিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য মূলত কেন্দ্রের শীর্ষ পাঁচ নেতা বা সুপার ফাইভ দায়ী। তাদের অভিযোগ- কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতারা কমিটি পূর্ণাঙ্গ করার অজুহাতে কমিটির মেয়াদ বাড়াতে কালক্ষেপন করছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় শীর্ষ কয়েকজন নেতা বিভিন্ন কমিটিতে তাদের অনুগতদের রাখার জন্য ঢাকা মহানগরীর দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করায় তা হয়নি। কমিটি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নতুন নেতৃত্ব তৈরির পথ বাধাগ্রস্ত হয়। সেজন্যই তারা নতুন কমিটি গঠনে তারেক রহমানের কাছে মত দিয়েছেন।

তবে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতে- কাউন্সিলের মাধ্যমে খোকন-শ্যামল কমিটি হওয়ায় সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন হয়েছে, নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে। সারা দেশে জেলা ও সমমান পূর্ণাঙ্গ ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এসএ কালেকটিভ একাডেমীর ৩৭ শিক্ষার্থীর সাফল্য

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এসএ কালেকটিভ একাডেমীর ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৭ শিক্ষার্থী নিউইয়র্কের স্পেশালাইজড হাই স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা শিরিন আক্তার জানান, এ পর্যন্ত আমরা ৩৭জনের সাফল্যের কথা জানতে পেরেছি। এরমধ্যে স্টাইভেসেন্টে ১৩জন, ব্রঙ্কস সাইয়েন্স ১১জন, ব্রুকলীন টেক-এ ৫জন, হাই স্কুল অব ম্যাথমেটিক্স সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার এট সিটি কলেজে ৪জন, কুইন্স হাই স্কুলে ৩জন এবং ব্রঙ্কস ল্যাটিন স্কুলে একজন ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তিনি বলেন, আশা করছি আলো অনেকেই ভর্তির সুযোগ পাবে।

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

সাক্ষাৎকারে সোহেল তাজ

আমি আওয়ামী লীগের বাইরের কেউ নই

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল তাজ বলেছেন, রাজনীতিতে ফেরার তার কোনো ইচ্ছা নেই। তিনি বর্তমানে দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যসচেতন হিসেবে গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন- একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে যে কেউ যে কোনো অবস্থান থেকেই দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। তিনি তার অবস্থান থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করছেন। এ কাজটি তিনি উপভোগও করছেন। সোমবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে সোহেল তাজ এমন কথা জানান।

আওয়ামী লীগ থেকে তাকে দলে ফেরানোর উদ্যোগ নিলে সাড়া দেবেন কিনা- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, কে বলেছে, আমি আওয়ামী লীগের বাইরে আছি? আমি তো আওয়ামী লীগের বাইরের কেউ নই।

১০ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের দিনকে ওপ্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণাসহ তিন দফা দাবিতে গত রোববার সোহেল তাজ সংসদ ভবন থেকে গণভবন পর্যন্ত পদযাত্রা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি পালন করেছেন। তার দাবিতে আরও ছিল- ৩ নভেম্বর জেলহত্যা দিবসকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন এবং জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সব বেসামরিক ও সামরিক সংগঠক, পরিচালক, অমর শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, অবদান, জীবনীসহ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যথাযথ মর্যাদা এবং গুরুত্বের সঙ্গে সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটেই সমকালের পক্ষ থেকে সোহেল তাজের সঙ্গে আলাপ করা হয়।

নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেই এ কর্মসূচি নিয়েছিলেন জানিয়ে সোহেল তাজ বলেন, তিনি মনে করেন নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে না জানলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আর এই



প্রজন্মই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধকে তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। তাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এমন কর্মসূচি তিনি নিয়েছিলেন।

হঠাৎ কেন এমন ধরনের কর্মসূচি- এ প্রশ্নে সোহেল তাজ বলেন, এটা আসলে হঠাৎ নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে তিনি ভেবেছেন। উপলব্ধি করেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশাপাশি অনেক সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতারাসহ সংগঠক ও কূটনীতিক, সর্বোপরি অগণিত শহীদ ও মা-বোনের অবদান রয়েছে। দেশের নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের এই আত্মত্যাগকে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ভেবেছিলাম- স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী দল আওয়ামী লীগ সরকার যেহেতু ক্ষমতায়, সেহেতু তারাই এ কাজগুলো করবে। তিনি এটাও আশা করেছিলেন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে সবকিছু চলে আসবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সরকারের ১২ বছর অতিবাহিত হলেও এগুলোর কিছুই করা হয়নি। সে জন্য দেশের একজন সচেতন নাগরিক এবং তাজউদ্দীন আহমদ ও জোহরা তাজউদ্দীনের সন্তান হিসেবে দেশের প্রতি কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ থেকেই এ কর্মসূচি পালন করেছেন।

১০ এপ্রিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠনের দিনকে ওপ্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবির পক্ষে তার যুক্তি তুলে ধরে সোহেল তাজ বলেন, একাত্তরের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর জাতীয় চার নেতা শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীরা মিলে এই যে সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটা একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমাদের দূরদর্শী এই নেতারা বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি আইনগত ভিত্তিও রচিত হয়েছিল এই সরকার ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে। সেটাই পরবর্তী সময়ে সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বিজয় এনে দিয়েছিল। কাজেই দেশের প্রথম সরকারের স্বীকৃতির পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী সরকারের গুরুত্বও তুলে ধরা দরকার। এমন উপলব্ধি থেকেই ওপ্রজাতন্ত্র দিবস-এর দাবিটি সামনে নিয়ে এসেছেন বলে জানান সোহেল তাজ।

তার এ কর্মসূচি পালন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা- জানতে চাইলে সোহেল তাজ বলেন, কর্মসূচি পালনের আগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার, জেলহত্যা দিবস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তো বঙ্গবন্ধুকন্যার সঙ্গে সারাজীবনই আলাপ হচ্ছে। তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে সংসদ সদস্যরা এবং আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের নেতারা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাগরিক সবাই এটা নিয়ে আলাপ করবেন। তার বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

জেনেশুনে বিষ পান করেছি অমিত হাসানের স্ত্রী

(শেষের পাতার পর)

চিত্রনায়ক সাইমনের একটি ভিডিও আলাপচারিতায় অমিত হাসানকে বিয়ে করা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেছেন অনন্যা।

মন্তব্যটিকে অবশ্য নেতিবাচক হিসেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ অমিতের সঙ্গে দুই যুগের বছর বেশ সুখেই আছেন অনন্যা। তাদের সংসারে দুই সন্তান রয়েছে সিনেমা অঙ্গনে অন্যতম সফল দম্পতি অমিত-অনন্যা।

তবে কেন এমনটি বললেন অনন্যা?

মূলত: অনন্যা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, রূপালি জগতের মানুষ অমিত হাসান। নায়ক কিংবা ভিলেন হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করতে হয় অমিতকে। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হয়। এসব তিনি আগে থেকেই বুঝে নিয়েছেন, সহ্য করে নিয়েছেন এসব বিষয়কে। অর্থাৎ জেনেশুনেই বিষ পান করেছেন।

অনন্যার ভাষ্যে, অমিত হাসানের কর্মজীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়েই তিনি চলেন। অমিতের সবকিছুই মেনে

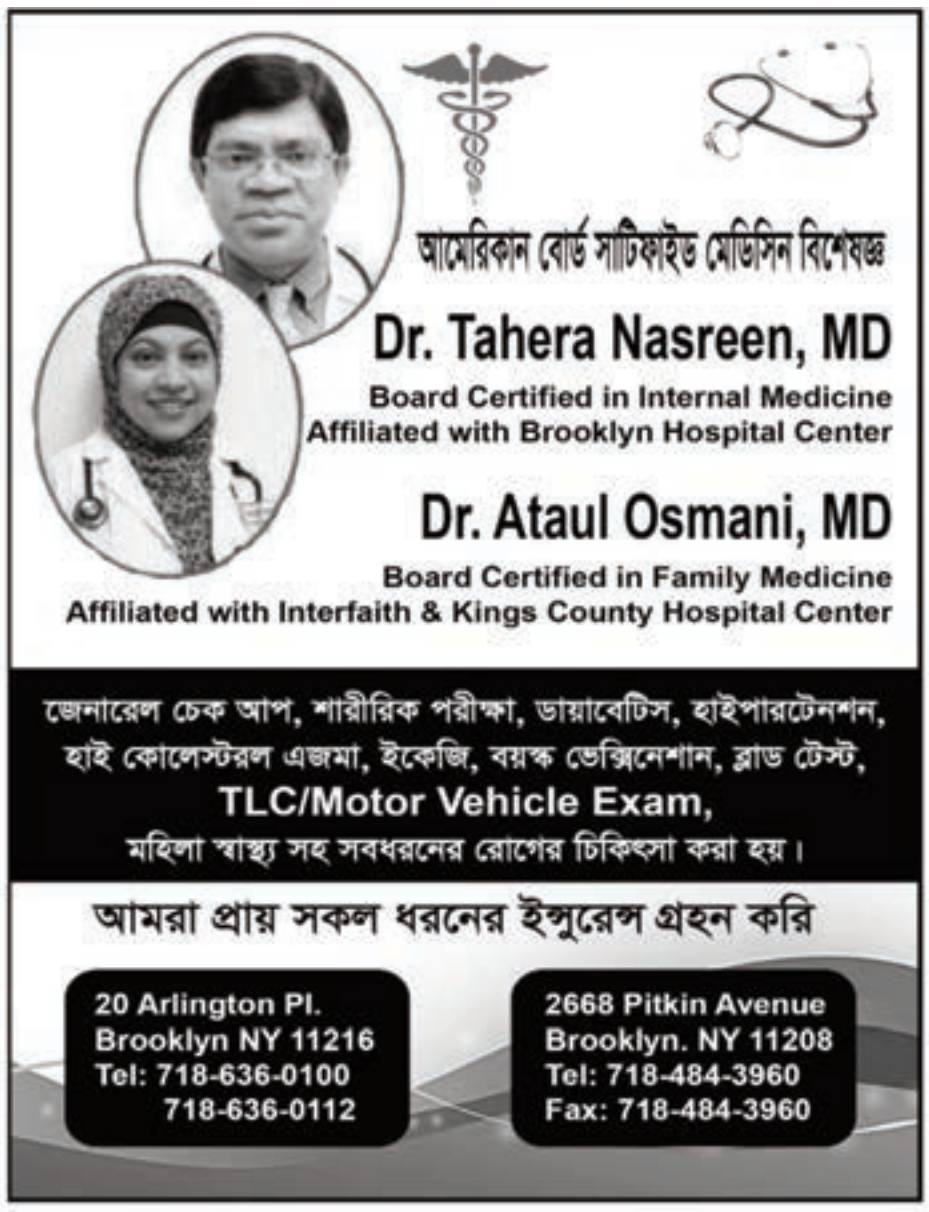


নিয়েছেন। সেভাবেই চলার চেষ্টা করেন। যাতে কোনো কারণে অমিত অস্বস্তি অনুভব না করেন। তিনি বলেন, 'আমি চাই ও আমাকে নিয়ে যেন কমফোর্ট ফিল করে। ভয় না পায়। আমার প্রতি ওর বিশ্বাস থাকুক, ওর প্রতিও আমার বিশ্বাস থাকুক। এই বিশ্বাস থেকেই এতবছর সংসার করে আসছি।'

দীর্ঘ ২৫ বছরের সংসারে তাদের সংসারে কোনো ফাটলের রেখা দেখা যায়নি বলে জানান অনন্যা। তিনি জানান, বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি 'শাহরুখ খান ও গৌরি'র সঙ্গে তুলনা করা হয় অমিত-অনন্যা জুটিকে।

প্রসঙ্গত, নব্বই দশকে বেশ কিছু সফল সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় দেখা গেছে অমিত হাসানকে। তার বিদ্রোহী প্রেমিক ও তুমি শুধু তুমি সিনেমা দর্শকপ্রিয়তা পায়।

২০১২ সালে ভালোবাসার রঙ ছবির মাধ্যমে তিনি খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় শুরু করেন। সেখানেও নিজের দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। প্রথম খলচরিত্রে অভিনয়েই নজর কাগেন অমিত হাসান। এই ছবিতে তুফান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে বাচসাস পুরস্কার লাভ করেন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

সাভারে জমি বিক্রয়

ঢাকার সাভারে পঙ্গু হাসপাতাল সংলগ্ন ৪ শতাংশ জমির উপর দোকান ও ঘরসহ সম্পূর্ণ দেওয়াল করা এক তলা নি:কন্টক জমি বিক্রয় হবে। মালিক নিউইয়র্কে বসবাসকারী বিধায় দলিল হস্তান্তর ও মূল্য নির্ধারণ ইউএস ডলারে হবে। যোগাযোগ: ১-৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০
এ-১৮/২৫

অ্যাপার্টমেন্ট ও এক রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় মনোরম পরিবেশে ২ বেড রুমের অ্যাপার্টমেন্ট ও এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
এ-১৮/২৫

WANTED

Work from Home-Seeking Real-Estate Telemarketer (Cold Caller) Knowledgeable in NYC. Excellent Command in English. Contact: 917-523-4452 or 917-417-2032. e-mail: mkskarn@gmail.com

এ-১৮/২৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কস এর জেরিগা এভিনিউর উপরে ৬ ট্রেন সনাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: জামিল। ফোন: ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০
এ-১৪/২১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ডিটমার্স বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ জামিল ৩৪৭-৬৭৯-০৭৮০

বেসমেন্ট ভাড়া

জেরিগা এভিনিউ(ব্রঙ্কস) এর উপরে ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং স্টারলিং এভিনিউ এর অতি সন্নিকটে সেমিবেসমেন্ট আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৩২-৮৭৯০

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয়

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুন: ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

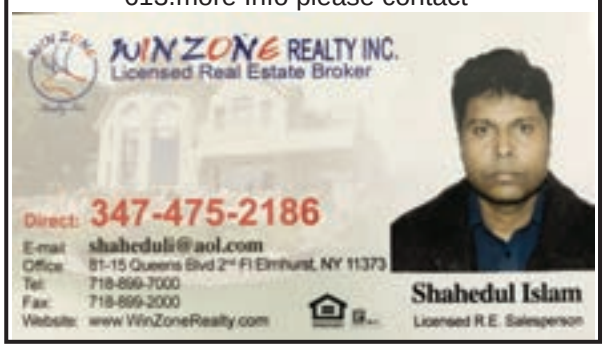
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





আল আমীন মসজিদে কমিউনিটি ইন্টার

(শেষের পাতার পর)

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে কমিউনিটি ইফতার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় সেন্টারে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী, ম্যাস-এর আহমেদ জামিল, কাউন্সিলম্যান জুলি উন-এর চীফ অব স্টাফ লোরিনা, ১১৪ প্রিসক্টটের কমান্ডার মি. উন, কমিউনিটি অফিসার বাপটিজ, কংগ্রেশনাল প্রার্থী আদিল রানা, নিউইয়র্কের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪এ এর ডিষ্ট্রিক্ট লীযার পদপ্রার্থী মাহতাব খান প্রমুখ।

মাহফিলে অতিথি ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল আমীন ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারী কয়েছ আহমেদ এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম ও খতিব লুৎফর রহমান চৌধুরী। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ ইশরাক আহমদ।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র প্রথম সভাপতি আব্দুল বাছিত, এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী মাসুদুল হক সানু, আল আমিন মসজিদের সহ সভাপতি সাদেক জসিম আহমদ, সাবেক ছাত্র নেতা শাবাবুদ্দীন, আসাল-এর সুলতানা খানম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা আব্দুর রহমান, সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন অংশ নেন।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য ফয়সল আহমেদ, সাব্বির আহমেদ, আবু সুলেমান আনোয়ার হোসেন, মো: নুরুল হক ছাড়াও দিন মোহাম্মদ, ফারহান সিরাজ, ইনতাজ খান, নেওয়াজ শরীফ, শহিদুল ইসলাম, মো: আবুল খায়ের, মো: ইয়াসিন, নিজাম উদ্দীন মজুমদার, মো: আনোয়ার হোসাইন, মো: টি আলী, আবু হামিদ, বেনু আহমেদ, এ্যয়ন আফহান, মুতাহীর হোসাইন, আব্দুল মাজহার, মোহাম্মদ মনীরুজ্জামান, মো: তরীকুল ইসলাম, সালমান খান, আব্দুর রকিব, মৌলানা নেছার আহমদ, শহিদুল ইসলাম, মো: রহমান, দিন মোহাম্মদ, ফারহান সিরাজ, ইনতাজ খান, মো: আবুল খায়ের, মো: ইয়াসিন, নিজাম উদ্দীন মজুমদার, মো: আনোয়ার হোসাইন, মো: টি আলী, আবু তালেব চান্দু, আবুল আলম, মাতাফ খান, আহমেদ জামিল, আব্দুর রহিম, আব্দুল ওয়াহাব, আমির আলী, মোহাম্মদ সুলেমান, মোঃ সাইদুর রহমান, মোস্তফা আলমগীর, ফারহান সিরাজ, মোহিত পারভেজ, এলি উয়ালিয়াম, মাসন সাহরাপ, নিক বারকাউইক, আলদুস সাকিনাস পতলিনা, পারতালাসশিটিকহান, মুতাহীর হোসাইন, আব্দুল মাজহার, মোহাম্মদ মনীরুজ্জামান, মো: তরীকুল ইসলাম, সালমান খান, আব্দুর রকিব, মৌলানা নেছার আহমদ, আমিন হোসাইন, শফায়ত খান, আব্দুল হান্নান, মুতাহির হোসাইন, আনছার চৌধুরী, সৈয়দ জসীম আলী, রফিক আহমদ প্রমুখ।

হাড় ক্ষয় রোধে আলুবোখারা

(শেষের পাতার পর)

আলুবোখারার প্রচলন বহু আগে থেকেই রয়েছে। শুধু স্বাদ বাড়াতেই নয়, এই শুকনা ফল দেহের জন্য উপকারী বিভিন্ন পুষ্টিগুণে ভরপুর। যা কিনা হাড় ক্ষয় রোধেও সহায়তা করে। আর এই বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা চালায় 'পেনসিলভানিয়া স্টেস্ট ইউনিভার্সিটি'র 'ডিপার্টমেন্ট অব নিউট্রিশনাল সায়েন্স অ্যান্ড কিনিসিয়োলজি' ও 'ইন্টেগ্রেটিভ অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল সাইকোলজি প্রোগ্রাম'।

'আমেরিকান সাইকোলজিকাল সোসাইটি'র আয়োজনে 'এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি ২০২২' অনুষ্ঠানে এই গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের সময় বলা হয়, 'পোস্টমেনোপজাল' অংশগ্রহণকারীরা এই গবেষণায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিদিন ছয়টি, কয়েকজন ১২টি করে আলুবোখারা গ্রহণ করেছে। কেউ আবার একেবারেই খায়নি। এভাবে ১২ মাস তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়।'

গবেষণার প্রধান ডা. জানহাবি দামানি বলেন, "আমাদের গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, দৈনিক ছয়টি থেকে ১২টি আলুবোখারা খেলে প্রাথমিক-প্রদাহ কমাতে পারে যা কিনা রজোঃবন্ধ হওয়া নারীদের হাড় ক্ষয় রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।"

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত প্রতিবেদনে নিউ জার্সির নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ কেলসি স্যাকম্যান বলেন, "ফল ও সবজিতে রয়েছে উচ্চ মাত্রায় 'বায়োঅ্যাক্টিভ' যৌগ। যেমন- ফেনোলিক অ্যাসিড, ফ্লাভানয়েডস ও ক্যারোটিনয়েডস। এগুলো হাড়ক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে। আলুবোখারায় থাকা পলিফেনল প্রদাহ ও 'অক্সিডেটিভ স্টেস' কমাতে পারে। আর দুটোই হাড়ক্ষয় রোধে সহায়ক।"

তিনি আরো বলেন, 'আলুবোখারায় আরো রয়েছে ভিটামিন কে, ফেনোলিক যৌগ ও ভোজ্য আঁশ। যা দেহের জন্য উপকারী।'

তবে তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেন, "সুপারফুড স্ট্যাটাস পেলেও মনে রাখতে হবে আলুবোখারায় রয়েছে উচ্চমাত্রায় শর্করা। তাই খাওয়ার সময় পরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে।"

তাই দৈনিক খাদ্যতালিকায় আলুবোখারা যোগ করতে চাইল স্যাকম্যানের পরামর্শ হলো, "ছোটখাটো এই শুকনা ফল সহজেই বহনযোগ্য। তাই টুকটাক অন্যান্য কিছু খাওয়ার চাইতে এক-দু'টি আলুবোখারা দিনের বিভিন্ন সময় মুখে পুরে নিলেই ভালো।"

আইপিএলে ইতিহাস গড়লেন কাশ্মীরি পেসার উমরান

(শেষের পাতার পর)

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাশ্মীরি পেসার উমরান মালিক। শেষ ওভারে মেডেনসহ ৩ উইকেট নিয়ে তিনি রীতিমতো হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছেন। তার বোলিং দাপটে ১৫১ রানেই গুটিয়ে যায় পাঞ্জাব। ২৮ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিজের বোলিং স্পেল শেষ করেন উমরান।

উমরানের আগুনে বোলিংয়ের পর এডেন মার্করাম ও নিকোলাস পুরানের দারুণ ইনিংসে ৭ উইকেটে পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে টানা চতুর্থ ম্যাচ জিতে নিয়েছে সানরাইজার্স। এই ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন উমরান। সেই সঙ্গে গড়েছেন ইতিহাস। ২২ বছর বয়সী এই পেসার কনিষ্ঠতম সানরাইজার্স বোলার হিসেবে আইপিএলে ৪ উইকেট নিলেন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল মোহাম্মদ সিরাজের দখলে।

চলতি আসরে উমরানের গতিতে সবাই অভিভূত। এই মৌসুমের সবচেয়ে দ্রুতগতির বলটি করেছেন উরমান। এই গরমে খেলতেও নাকি তার তেমন অসুবিধা হয় না, 'জম্মুতে সাধারণত উষ্ণতা অনেক সময়ই ৪৭-৪৮ ডিগ্রি হয়ে যায়। তাই এই গরমে খেলাটা আমার কাছে খুব একটা কঠিন নয়। আমার তো ওখানে এই গরমেই খেলে থাকি। গরমে খেলাটা বরং সত্যি বলতে আমি উপভোগই করি।'

রমজানের সাথে কুরআনের নিবিড় সম্পর্ক

(শেষের পাতার পর)

১৫ তারিখ। সিয়াম সাধনার মাস বছরের বাকি ১১ মাসের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কুরআন মাজিদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : রমজান মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন, মানুষের জন্য পথনির্দেশ এবং স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও মানদন্ড হিসেবে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে-ই এ মাসটি প্রত্যক্ষ করবে, সে যেন এতে রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, সে অন্যান্য দিন থেকে এ সংখ্যা পূরণ করবে। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

কুরআন মাজিদ নাজিল হওয়ার মাস হিসেবে রমজানের মর্যাদা অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি। শুধু শেষ নবীর প্রতি নয়, অনেক নবীর প্রতি কিতাব ও সহিফা নাজিল হয়েছিল রমজান মাসে। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে হজরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর সহিফা নাজিল হয়েছিল রমজানের ১ তারিখে। আর রমজানের ৬ তারিখে হজরত মুসা আলায়হিস সালামের প্রতি তাওরাত, ১৩ তারিখে হজরত ঈসা আলায়হিস সালামের প্রতি ইঞ্জিল এবং ২৪ তারিখে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছে। কিন্তু হজরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিসে আছে যে, জবুর রমজানের ১২ এবং ইঞ্জিল ১৮ তারিখে নাজিল হয়েছিল। (ইবনে কাছির)

মোট কথা রমজান মাসের সাথে আল্লাহর কিতাবের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই এ মাসে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি কুরআন মাজিদ পাঠ ও অধ্যয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন মাজিদের আক্ষরিক পাঠ এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। যারা অর্থ বুঝতে পারেন, তাদের পক্ষে তিলাওয়াতের স্বাদ অনুভব করার সুযোগ বেশি। তারা সুফল ও প্রতিদান বেশি পাবেন এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু অর্থ বুঝতে না পারলেও শুদ্ধ উচ্চারণ ও শাব্দিক পাঠের মর্যাদাও কম নয়। কেননা কুরআন মাজিদ যেকোনো গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। আল্লাহর পক্ষ থেকেই কুরআনের শব্দমালা ও বাক্যগুলো নাজিল হয়েছে। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের বহন করে আনা পাঠই হুবহু সঙ্কলন করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এ গ্রন্থের অলৌকিকতা সুপ্রমাণিত, সুপ্রতিষ্ঠিত। বিন্যাস ও শৈলীর অসাধারণত্ব প্রশ্নাতীত। কারো পক্ষে অনুরূপ রচনা পেশ করা অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। দেড় হাজার বছরের সুদীর্ঘকালে কারো পক্ষে এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া কুরআনের রয়েছে সম্মোহনী ও প্রভাবক শক্তি। অর্থ না বুঝে পাঠ করলেও তা পাঠকের হৃদয় ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

কিন্তু তাই বলে কুরআনের আক্ষরিক পাঠ পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়া মুসলমানদের জন্য কাম্য হতে পারে না। নাতিদীর্ঘ গ্রন্থখানার অর্থ বোঝার মতো ন্যূনতম আরবি ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানেরা যদি অন্যান্য ভাষা ও শাস্ত্র আয়ত্ত করতে অর্থ, শ্রম, মেধা ও সাধনা ব্যয় করতে পারেন, তাহলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের বাণী বুঝবার জন্য আরবি ভাষা আয়ত্ত করার সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ করতে পারেন কোন যুক্তিতে? কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত মুসলিম নারী পুরুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মাহে রমজানের সাথে কুরআন মাজিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই পবিত্র এ মাসে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত ও অধ্যয়নে যথাসম্ভব বেশি সময় ব্যয় করার চেষ্টা করা উচিত।

ঘুষ নেয়ায় নাসাউ কাউন্টি নির্বাহীর ১২ বছর কারাদন্ড

(শেষের পাতার পর)

ম্যাঙ্গানোকে ২০১৯ সালের মার্চে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ঘুষ ও জালিয়াতির জন্য।

জানা যায়, এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার জন্য তার উল্লেখিত শাস্তি হয়েছে। একটি চাঁদাবাজির অভিযোগসহ তার বিরুদ্ধে মোট দুটি অভিযোগ ছিলো। তার স্ত্রী লিন্ডাকেও ১৫ মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিচার বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র ও এফবিআইকে মিথ্য স্বাক্ষ্য দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রসিকিউটররা বলেছেন, রিপাবলিকান নির্বাহী ম্যাঙ্গানো তার প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ী হারেন্দ্র সিংকে ২০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ পেতে সহায়তা করেছেন। এর বিনিময়ে তিনি একটি ব্যয়বহুল ম্যাসাজ চেয়ার, ফ্লোর ম্যাট ও ৭ হাজার ৩০০ ডলারের ঘড়ি পেয়েছেন হারেন্দ্র সিংয়ের কাছ থেকে। এছাড়া ওই ব্যবসায়ীর খরচে পরিবার নিয়ে তিনি তুর্কস এন্ড কাইকোস দ্বীপে ভ্রমণও করেছেন। তার স্ত্রী লিন্ডাও ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ফ্রেন্ডস সোসাইটির 'কমিউনিটি ইফতার ও দোয়া মাহফিল' ২২ এপ্রিল

(শেষের পাতার পর)

আয়োজন করেছে। আগামী ২২ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউস্থ ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের সপরিবারে আমন্ত্রন জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি মো: ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল।

সৈয়দ আল আমীন রাসেল জানান অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতক ও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন এবং ৫০০ লোকের জন্য ইফতারীর আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সিসকডি'র সদস্য নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

গত ১৩ এপ্রিল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত ইকোসক ম্যানেজমেন্ট মিটিংয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক উন্নয়ন কমিশন (সিসকডি) জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ইকোসক) এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। সিসক্ ডিতে বাংলাদেশ ছাড়া এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে আরও নির্বাচিত হয়েছে ভারত ও সৌদিআরব।

সিসক্ ডির এই নির্বাচনের পর জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে" উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের অদম্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বহি:প্রকাশ।

বাংলাদেশ সবসময়ই কমিশনের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় মর্মে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "কমিশনের সদস্য হিসাবে আমরা আমাদের উত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করব"।

সামাজিক উন্নয়ন কমিশন জাতিসংঘের মূল সংস্থাসমূহের একটি যা ইকোসক-কে সামাজিক নীতি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে এবং প্রধান সামাজিক উন্নয়ন বিষয়গুলোর ফলোআপ করে। কমিশনটি ৪৬ সদস্য নিয়ে গঠিত। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সেদিন দুরে নয় যখন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম

(৪৬ পাতার পর)

এমন কোনো শহরকে বড় শহরের স্বীকৃতি দেয়নি, যেখানে মুসলিমদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। মুসলিমরা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অংশীদার। ওই সময় দূরে নয় যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রেও মুসলিম প্রেসিডেন্ট দেখব।

ইফতার পার্টি ও নৈশভোজে আমন্ত্রিত অতিথিরা আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান এবং এ সময় মার্কিন মুসলিমদের সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্মানে এটর্নি মঈন চৌধুরীর ইফতার মাহফিল





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করেছেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী। গত ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে এই মাহফিলের অয়োজন করা হয়। ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত এই মাহফিলে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক সহ কমিউনিটির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এটর্নী মইন চৌধুরী অতিথিদের স্বাগত জানান। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে পবিত্র রমজান ও যাকাতের উপর বিশেষ আলোচনা ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মুফতি মওলানা ইসমাইল এবং এটর্নী মইন চৌধুরী নাতে রাসুল পরিবেশন করেন।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/পরিচালকদের মধ্যে সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান ও উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ, বর্নমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা)-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাবহাব উদ্দিন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, সাপ্তাহিক রূপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, সাপ্তাহিক হককথা ও ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, প্রথম আলো'র শেলী জামান সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এটর্নী মঈন চৌধুরী তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদে এবং দেশেরও তার নিজ জেলা হবিগঞ্জের বিভিন্ন মসজিদে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের অনুষ্ঠানে তার পৃষ্ঠাপোকতা অব্যাহত রেখেছেন।





আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

চলমান কেস ট্রানস্ফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

- মিডটাউন ম্যানহাটন ক্রেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সার্টিফিকেট একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইন সম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

ট্রান্সফার ও নতুন কেস
$22
5 BOROUGH প্রতি ঘন্টায়
$২১ লং আইল্যান্ড
$১৮ ডলার বাফেলো

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি

আমার CDPAP, HHA, PCA সার্ভিসেস প্রদান করি

আপনার পছন্দমত ডাক্তার রাখতে পারবেন ঔষধ পেতে কোন সমস্যা হবে না

- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
- কেয়ারগিভারদের অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড দিন পেয়ে থাকেন।
- আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ষ্ট্যাম্প/ফুড স্টাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE: 37-16 73rd Street Suite 401, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 718-898-7100
JAMAICA OFFICE: 169-06 Hillside Ave. 2nd fl Jamaica, NY11432 Tel: 718-291-4163
BRONX OFFICE: 2113 Starling Ave, Suite 201 Bronx, NY 104621 Tel: 718-319-1000
BUFFALO OFFICE: 927 Sycamore St 2nd Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
LONG ISLAND OFFICE: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
OZONE PARK OFFICE: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
BROOKLYN OFFICE: 509 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200
BUFFALO ADDRESS: 59 Walden Ave Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711


Asif Bari (Tutul)
C.E.O

646-630-9581 info@barihomecare.com www.barihomecare.com



বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

সেদিন দুরে নয় যখন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম প্রেসিডেন্ট দেখব: হিউস্টন মেয়র



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সিটি অব হিউস্টনের মেয়র সিলভেস্টার টার্নার বলেছেন, 'ওই সময় দূরে নয় যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রেও মুসলিম প্রেসিডেন্ট দেখব।' এ বছরও টার্নার যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ ইফতার পার্টির আয়োজন করেন। পার্টিতে হিউস্টনের মুসলিমদের পাশাপাশি অন্তত ৫০টি সংগঠনের দুই হাজার মানুষ অংশ নেন। তখনই উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে তিনি এ কথা বলেন। সিলভেস্টার টার্নার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)









নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যাপক পরিসরে ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক: মূলধারার রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সমাজসেবক ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে নিউইয়রকের অন্যতম কমিউনিটি সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১০ এপ্রিল রোববার আল আমীন মসজিদে আয়োজিত এই মাহফিলে সিটির বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের জনসমাগম ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওমেন ক্যারোলাইন মেলনি, বিশেষ অতিথি ছিলেন ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জহরান মামদানি, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, রেইবনউড ট্যানেনট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কেরল ওয়েলকিন, ১১৪ প্রিসিংক্টের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার অফিসার টুবার চাকন, ডিষ্টিক্ট ২৬ কাউন্সিল অফিসের পারাহ সালাম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি আব্দুল বাছিত, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবা মজিদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজম্মুল হোসেন, সহ সভাপতি আবুল কাশেম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাবুদ্দিন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জসেফ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ সমিতির উপদেষ্টা বেলাল উদ্দীন, কুলাউড়া সমিতির সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলোয়ার চৌধুরী ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন, অ্যাসেম্বলীম্যান ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ ক্যাম্পেইন ম্যানেজার জুবায়ের মার্চেন্ট, কুইন্স টুগেদার-এর সিইও জনাথান ফার্গাস, এসএম প্রিন্টিং এর স্বত্তাধিকারী মুি-নরুজজামান প্রমুখ।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন আল-আমিন জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি জয়নাল আবদীন শাফায়াত খান, সাদেক জসীম আহমেদ, আব্দুস সালাম আজম, আমিন হোসেন, আব্দুল হান্নান, আনসার চৌধুরী, আমির আলী, মনির উদ্দীন, তাজুল হোসেন, হাফিজ ইশরাক আহমেদ, মাওলানা নেসার আহমেদ, মৌলভীবাজার ডিষট্রিকট চৌধুরী মোমিত তানিম। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এতে সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ, আব্দুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য শাহিন হাসনাত, সৈয়দ রহমান, আবু সুলায়মান, ফয়সল আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, ময়নুল হক চৌধুরী, মীর জাকির, মোঃ নুরুল হক, মোহাম্মদ রুবেল প্রমুখ।

মুলধারার রাজনীতিবিদসহ উপস্থিত সকলে সোসাইটির এই সুন্দর ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের ভুয়সী প্রশংসা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

ক্লাব কর্মকর্তাদের অভিষেক ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সভায় অনুষ্ঠান দুটি সফল হওয়ায় পরিষদের কর্মকর্তা এবং কমিউনিটির পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এছাড়াও আসন্ন সামারে বনভোজন আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য ড. ওয়াজেদ এ খান ছাড়াও সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, অর্থ সম্পাদক রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, দপ্তর সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরী সদস্য ফরিদ আলম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং রওশন হক উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International



Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates · ETIHAD · SAUDIA · QATAR · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES · SINGAPORE AIRLINES · AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

নিউইয়র্কে ছয় মাসের মধ্যে বহু রেষ্টুরেন্ট বন্ধের আশংকা

বাংলা পত্রিকা রিপার্ট: কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ধস নেমেছে রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায় । অনেক ব্যবসায়ী যা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না । ফলে জরুরী এই খাতটির অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে । করোনা মহামারীর পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার রেন্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের উদ্ধারে বেশ কিছু সহায়তামূলক কর্মসূচি নিয়েছে । তবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেস্টুরেন্ট কোয়ালিশনের নতুন তথ্যে জানা গেছে, স্বতন্ত্র মালিকানার অর্ধেকের বেশি রেস্টুরেন্ট ও বার রেস্টুরেন্ট রিভাইট-ালাইজেশন ফান্ড থেকে সহযোগিতা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



বড় হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কিত নিউইয়র্কবাসী

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে বড় ধরনের হামলার আশঙ্কায় আতঙ্কিত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মেক্সিকো সীমান্তে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে হাজার হাজার শরণার্থী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রুশ হামলায় দেশ ছেড়ে মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে হাজার হাজার ইউক্রেন শরণার্থী । প্রতিবেশী দেশগুলোতেও এখন ইউক্রেনের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

জুম্মায় মসজিদে মসজিদে হাজার হাজার মুসল্লী

কমিউনিটিতে জমজমাট ইফতার মাহফিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে মুসলিম কমিউনিটিতে বিশেষ কওে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে জমজমাট ইফতার মাহফিলের আয়োজন চলছে । উইকেন্ড ছাড়াও উইক ডেতেও একাধিক ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজিত হচ্ছে । বিশেষ করে গত দুই বছর করোনার কারণে এধরনের (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



বাপাফ'র ইফতার ও দোয়া মাহফিলে কেক কাটার দৃশ্য । ছবি-নিহার সিদ্দিকী

ফ্রেন্ডস সোসাইটির 'কমিউনিটি ইফতার ও দোয়া মাহফিল' ২২ এপ্রিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে 'কমিউনিটি ইফতার ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠানের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সিসকডি'র সদস্য নির্বাচিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৩-২০২৭ মেয়াদে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন (সিসক্ডি) এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে । (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

আল আমীন মসজিদে কমিউনিটি ইন্টার ইফতার অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন ইসলামিক সেন্টারে (মসজিদ) (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

দেশে বৈশ্বিক সেবা পৌঁছাবে 'প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমিয়া'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশেই বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের চিকিৎসকরা । মেডিকেল শিক্ষার্থীরাও হাতে-কলমে শিখতে পারবেন দ্রুত পরিবর্তনশীল (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

ঘুষ নেয়ায় নাসাউ কাউন্টি নির্বাহীর ১২ বছর কারাদন্ড

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঘুষ নেয়ার অপরাধে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টির সাবেক নির্বাহী অ্যাডওয়ার্ড পি. ম্যাঙ্গানোকে গত ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১২ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে লং আইল্যান্ডের আদালত । প্রসিকিউটররা তার অপরাধকে বড় ধরনের দুর্নীতি ও অসততা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন । ৬০ বছর বয়সী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



রমজানের সাথে কুরআনের নিবিড় সম্পর্ক

লিয়াকত আলী

বনি আদমের ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের চূড়ান্ত নির্দেশিকা গ্রন্থ আল কুর-আনুল করিম নাজিল হওয়ার মাস রমজানুল মোবারকের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

আইপিএলে ইতিহাস গড়লেন কাশ্মীরি পেসার উমরান

স্পোর্টস ডেস্ক: আইপিএলের মঞ্চে আজ রবিবার মুম্বাইয়ের তপ্ত দুপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

হাড় ক্ষয় রোধে আলুবোখারা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, রজোঃবন্ধের পর নারীদের হাড় ক্ষয় রোধ করতে পারে আলুবোখারা ।বিরিয়ানি বা পোলাওয়ের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

জেনেশুনে বিষ পান করেছি অমিত হাসানের স্ত্রী

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার নব্বই দশকের জনপ্রিয় নায়ক অমিত হাসানের সহধর্মিণী বলেছেন, তিনি জেনেশুনেই বিষ পান করেছেন ।(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২৮ থেকে ৩১ জুলাই

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা আগামী ২৮ থেকে ৩১ জুলাই ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে । গত ১০ এপ্রিল মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের কার্যকরী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: প্রবাসে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রথম প্রেসক্লাব নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সভায় সদ্য অনুষ্ঠিত (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-২৬



নতুন জবে জয়েন করার পর থেকে যাওয়ার উবারে, বাসে বা ট্রেনে গেলেও ফেরার পথে হেটেই আসি । সারাদিন বসে থাকার পর হাটতে ভালোই (বাকি অংশ ৩৭পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন । তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই । কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com